অতীত স্মরণ (প্রথম অধ্যায়)

1.জাদুঘর কাকে বলে? অতীত পুনর্গঠনে জাদুঘরের ভূমিকা আলোচনা করো।

জাদুঘরঃ- জাদুঘর হলো এমন এক সংগ্রহশালা যেখানে মানব সমাজের অগ্রবর্তী ও কার্যকলাপ এর বিভিন্ন নিদর্শন সংরক্ষণ করে রাখা হয়। অতীতকে জ্ঞানের বিষয় হিসেবে তুলে ধরে জাদুঘর । এই জাদুঘরের সংজ্ঞা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন যেমন-

জ্ঞান্দ্রীমোহন দাসের সংজ্ঞাঃ- তার মতে যে গৃহে অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থসমূহের সংগ্রহ আছে এবং যা দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হতে হয়, তাকে জাদুঘর বলে।

বাংলা অভিধানের সংজ্ঞাঃ- পশ্চিমবঙ্গের বাংলা একাডেমি জাদুঘরের সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন- যেখানে প্রাচীন জিনিস সংরক্ষণ করে রাখা হয়, তাকে জাদুঘর বলে।

J.C.D.M এর সংজ্ঞাঃ- জাদুঘরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন- জাদুঘর হল অলাভজনক স্থায়ী সেবামূলক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান, যেখানে স্পর্শযোগ্য ও অস্পর্শযোগ্য বস্তুকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, তাকেই জাদুঘর বলে।

সাধারণ সংজ্ঞাঃ- জাদুঘরের সাধারণ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- যেখানে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পবিষয়ক প্রভৃতি নিদর্শন সংরক্ষণ করে জনসাধারণের উদ্দেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, তাকেই জাদুঘর বলে।

****অতীত পুনর্গঠনে জাদুঘরের ভূমিকাঃ-** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- **" কথা কও কথা কও/ অনাদি অতীত অন্তরাতে/ বিস্তৃত যত নীরব কাহিনী/ সমবেত হয়ে বও।"** তাই এই বাণী অনুযায়ী বলা যায়- অতীতের উপাদান থেকে বর্তমান কালকে সহজভাবে বোঝা যায়, অতীতের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জীবনকে যাতে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারা যায়, সেই কাজটি করে চলে জাদুঘর। তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল-

বিবর্তনের ধারাঃ- জাদুঘর বহু প্রাণীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখে। যেমন- মানুষের কঙ্কাল, মাথার খুলি, দেহাবশেষ, ডাইনোসর ও বিভিন্ন প্রাণীর দেহ কাঠামো প্রভৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

অতীত সম্পর্কে ধারনাঃ- জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, শিলালেখ, শিল্পকর্ম, বিভিন্নগ্রন্থ, প্রাচীনতম নিদর্শন যা থেকে অতীতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় জানা যায়।

অতীত ও বর্তমানের যোগসাধনঃ- অতীত ও বর্তমানকে যুক্ত করে জাদুঘর। জাদুঘরের বিভিন্ন চিত্রলিপি, ভাস্কর্য, বস্ত্র, অলংকার, মূর্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে দর্শক ও ঐতিহাসিকরা। যা থেকে মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথ বা ঘটনার কথা জানতে পারেন তারা। ফলে রচিত হয় অতীত ও বর্তমানের যোগসুত্র।

ধারাবাহিকতাঃ- জাদুঘরে সংরক্ষিত বস্তুগুলি থেকে মানুষ বুঝতে পারে কিভাবে প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে আধুনিক সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে। যেমন- প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতি থেকে আধুনিক হিন্দু সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে।

গবেষণায় সাহায্যঃ- জাদুঘরে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য থাকে। যেগুলি ছাত্র-ছাত্রী ও ঐতিহাসিকদের গবেষণার কাজে সাহায্য করে। এছাড়া জাদুঘরের বিভিন্ন বিষয় থেকে অজানা অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা অতীত পুনর্গঠনে সাহায্য করে।

মন্তব্যঃ- জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন বস্তুর দুটি উদ্দেশ্য। যথা-(i) পুরাবস্তু সংরক্ষণ (ii) পুরাবস্তু সংক্রান্ত ব্যাখ্যা। তবে এই দুটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জাদুঘর নির্মাণ করা খরচসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ বিষয় ।তাই জাদুঘর গড়ে উঠলে সাধারণ মানুষ অতীত জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।

2. জাদুঘরের প্রকারভেদ আলোচনা করা ।

✍জাদুঘরের প্রকারভেদ :-

1.সাধারণ জাদুঘর ::-

a)বহুমুখী জাদুঘর : যে জাদুঘরে একটি স্থানে নানা ধরনের সংগ্রহ গড়ে তোলা হয়, তাকে বহুমুখী জাদুঘর বলা হয় । অষ্টাদশ শতকে মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ধরনের জাদুঘর গড়ে তোলা হয় । সংগ্রহ করা বিভিন্ন শিল্প – স্থাপত্যকীর্তির নমুনা, চিত্র, পাণ্ডুলিপি, অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্র ও অন্যান্য নিদর্শন এই জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হয় । **উদাহরণ-** সালারজং জাদুঘর (হায়দ্রাবাদ),ভারতীয় জাদুঘর (কলকাতা)।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

b)শিশু জাদুঘর : ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য গড়ে তোলা হয় শিশু জাদুঘর । এই ধরনের জাদুঘরে প্রদর্শিত হয় এমন জিনিসপত্র, যেগুলি এই বয়সের শিশুদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করে । এই ধরনের জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অন্তরালে অনুপ্রেরণা রয়েছে, জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল এবং ইতালীয় শিক্ষাবিদ মন্তেস্বরীর । এদের তত্ত্বানুসারে এই ধরনের জাদুঘরে শিশুদের উপযোগী বসে আঁকা নানা মডেল তৈরি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, লুকোচুরি খেলা, সৃজনশীল রচনা ইত্যাদির আয়োজন থাকে।
উদাহরণ :- মাউন্ট রায়ান্ড চিলড্রেন্স মিউজিয়াম, আলজিয়ার্স প্রভৃতি।

2. কলা জাদুঘর :-
a) শিল্পসংরক্ষণ জাদুঘর : শিল্পসংরক্ষণ জাদুঘরে বিভিন্ন মৃৎশিল্প , ধাতুর ফলকে খোদিত ভাস্কর্য এবং কারুকার্যময় নানাধরনের শিল্পকীর্তি স্থান পায় । এই সমস্ত শিল্পনমুনাগুলি বিশেষভাবে এক একটি ঘরে সাজানো থাকে । **উদাহরণ :-** আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট (কলকাতা)।

b) আধুনিক কলা জাদুঘর : সমসাময়িক শিল্পনমুনাগুলি যে জাদুঘরে পরীক্ষণীয় স্তরে থাকে এবং প্রদর্শিত হয়, তাকে আধুনিক কলা জাদুঘর বলে । **উদাহরণ :** হংকং – এর কলা জাদুঘর (জাপান)।

c) লোককলা ও কারুশিল্প জাদুঘর : বিভিন্ন দেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্পজাত নমুনাগুলি যে জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হয় , তাকে লোককলা ও কারুশিল্প জাদুঘর বলে । এই জাদুঘরে সংরক্ষিত লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনগুলি মাটি , কাঠ , বাঁশ , চামড়া , শিং , হাড় , দাঁত প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় । এই জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে পুতুল , সূচীশিল্প নমুনা , বাসনপত্র , বাদ্যযন্ত্র , অলংকার প্রভৃতি । এক্ষেত্রে শিল্পদ্রব্য ও প্রতিকৃতি প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য । **উদাহরণ :** ন্যাশনাল ফোক অ্যান্ড ক্রাফট মিউজিয়াম , নিউদিল্লি (ভারত)।

3.ঐতিহাসিক জাদুঘর ::-
a) প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর : যে জাদুঘরে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শন সংরক্ষিত হয়, তাকে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর বলে।
উদাহরণ: ন্যাশনাল আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম (গ্রিস)।

b)ব্যক্তি বিষয়ক জাদুঘর : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করা হয় যে জাদুঘরে তা হল ব্যক্তি বিষয়ক জাদুঘর । এখানে সংরক্ষিত থাকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিঠিপত্র, দিনলিপি, ছবি, সমসাময়িক নথিপত্র প্রভৃতি।
উদাহরণ : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি (কলকাতা)।

c) স্মৃতি জাদুঘর : মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ও তাদের সমসাময়িক ঘটনাবলিকে স্মরণ করার জন্য যে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে স্মৃতি জাদুঘর বলে। রাজপ্রাসাদের জাদুঘরগুলিও এই পর্যায়ে পড়ে।
উদাহরণ : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল (কলকাতা)।

4. বিজ্ঞান বিষয়ক জাদুঘর ::-
a)ভূতাত্ত্বিক জাদুঘর : ভূতাত্ত্বিক ধারণাদানে সাহায্য করে এমন কিছু নিদর্শনের দ্বারা এই মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয় । খনিজ , পাথরের টুকরো , জীবাশ্মগুলি ছাড়াও এখানে ভূতাত্ত্বিক নীতি ও পদ্ধতিগুলি প্রদর্শিত হয়।
উদাহরণ : শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন (পশ্চিমবঙ্গ)

b) প্রাণীবিদ্যা জাদুঘর : বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা জীবন্ত প্রাণীদের স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত করা হয় যে সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে তাই ই প্রাণীবিদ্যা জাদুঘর। বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীদের শিক্ষামূলক ও বিজ্ঞানধর্মী অনুসন্ধানের সুযোগ করে দেয় এই ধরনের জাদুঘর।
উদাহরণ : দ্য জুলজিক্যাল গার্ডেন (কলকাতা)।

c) বিজ্ঞান জাদুঘর : যে জাদুঘর সাধারণ বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞানের বিবর্তন, বিজ্ঞানধর্মী ধারণা ও উপকরণ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিবর্তনের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করে থাকে তাকে বলে বিজ্ঞান জাদুঘর। বিজ্ঞান জাদুঘরের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরও উল্লেখযোগ্য।
উদাহরণ : মিউজিয়াম অব সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (শিকাগো)।

Q3. পেশাদারী ইতিহাস বলতে কী বোঝো ? অপেশাদারী ইতিহাসের সঙ্গে পেশাদারী ইতিহাসের পার্থক্য কি ?

✍পেশাদারী ইতিহাস:-

সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে ধরা হয় ইতিহাসকে। ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে যেমন মানব সভ্যতার অতীতকাহিনী জানা যায় তেমনি মানব

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

সভ্যতার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান কালের পুনর্মূল্যায়ন করা যায়। তবে এই ইতিহাস যখন ভাবাবেগ কল্পনার পক্ষপাতিকে বর্জন করে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মূলধন করে প্রামাণ্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উনিশ শতকের শেষ দিকে ইতিহাস চর্চার যে সূচনা হয় তাই হলো পেশাদারী ইতিহাস।

পেশাদারী ইতিহাস চর্চায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হয়, যেমন —
i) ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করা এবং তথ্যগুলি যাচাই করা।
ii) ঐতিহাসিক ঘটনার কালাম বজায় রাখা।
iii) কোন ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা ও তার কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় করা।
iv) এছাড়া ইতিহাসবিদদের যুক্তিবাদী মনোভাব, নিরপেক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে ইতিহাস চর্চা সম্পূর্ণ হয় না।

পেশাদারী ইতিহাস ও অপেশাদারী ইতিহাসের পার্থক্য :-

a)মৌখিক ইতিহাস:- পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তি, লোককথা, স্মৃতি কথা, ইত্যাদি চর্চায় এই ধরনের ঐতিহাসিক উপাদানের গুরুত্ব কম কারণ এতে বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব স্পষ্ট। যদিও অপেশাদারী ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস বা জনশ্রুতির গুরুত্ব অপরিসীম।

b) নিরপেক্ষতা:- পেশাদারী ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ দিক বা গুন হল নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও রাজনীতিক ভাবে পক্ষপাত দুষ্ট হয় না। কিন্তু অপেশাদারী ইতিহাস চর্চায় এই ক্ষমতি দেখা দেয়। ইতিহাসবিদরা তাদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইতিহাসের ঘটনার জাল বোনেন ।

c) তথ্যানুসন্ধানী মনোভাব:- পেশাদারী ইতিহাস চর্চায় ইতিহাসবিদরা সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে। ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করেন এর ফলে পেশাদারী ইতিহাস সঠিক তথ্য নির্ভর ও যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু অপেশাদারী শাখায় এই রূপ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকে। তার ফলে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা কাহিনী তথ্য নির্ভর ও যুক্তিগ্রাহ্য হয় না।

d)আকর তথ্য সংগ্রহ:- পেশাদারী শাখায় আকর তথ্য (Primary Source) এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এই তথ্য দ্বারা ইতিহাসবিদগণ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেন বা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন । এক্ষেত্রে তারা আকর তথ্যগুলি যাচাই করেন কিন্তু অপেশাদারী শাখায় এই মনোভাবের অভাব দেখা দেয়।

e) স্বাধীন চিন্তা:- পেশাদারী ইতিহাস রচনার ঐতিহাসিক জ্ঞান যুক্তি ও চিন্তার দ্বারা ঘটনার ব্যাখ্যা দান করেন কিন্তু অপেশাদারী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের সেই দায়বদ্ধতার অভাব থাকে।

উপসংহার:-

পরিশেষে বলা যায় ঐতিহাসিক মানব সমাজের বাইরে কোন জীব নন। স্বভাবতই ব্যক্তি ঐতিহাসিকের সংস্কার, ধর্ম, বিশ্বাস, মানসিকতা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তার লেখনীকে প্রভাবিত করে। তার ফলে পেশাদারী ইতিহাস চর্চার ছন্দপতন হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

Q1.উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে হবসন ও লেনিন তত্ত্ব আলোচনা কর ?

Or, নয়া উপনিবেশবাদ বা নয়া সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝায় উপনিবেশবাদ বিষয়ে হবসন ও লেনিন তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর ?

✍ **ভূমিকা:-** ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এশিয়া ,আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে যে ঔপনিবেশবাদের সূচনা হয়েছিল তারে একটি বিশেষ দিক ছিল সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ বলতে ক্ষমতাশীল একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সম্পর্ককে বোঝানো হয়। যা নিজের স্বার্থে উপনিবেশের অর্থনীতিকে ভেঙে দিয়ে নতুন করে বিনষ্ট করে অধিকতর অর্থনীতি শোষণ করাই হলো সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হবসনের তত্ত্ব:-

সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকারদের মতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাল মার্কস। তিনি সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভাবনকে বিশ্ববাসীর কাছে অতুলনীয়ভাবে তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তীকালে তার অনুগামী ব্রিটিশ রাজনৈতিক দার্শনিক যে .এ হবসন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "Imperialism a study" নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন।

A) শিল্পাশ্রয়ী অর্থনীতির প্রতিফলন:-

হবসন এর মতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্ববিরোধ ছিল। কারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় মুনাফা ও ক্রয় মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পেলে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয় না।

B) ফিন্যান্স মূলধন:-

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

তার মতে, সাম্রাজ্যবাদ হলো মূলত ফিনান্স মূলধনের দ্বারা পরিচালিত এক ধরনের অর্থনীতি ব্যবস্থা, যার দ্বারা সমাজের সার্বিক অংশ নয় একমাত্র ফিনান্স মূলধন এর ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় উচ্চ বর্গ লাভবান।

C) অলাভ জনক ব্যবস্থা:-

এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদের সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনিক খাতে খরচের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে তা লাভজনক নয়।

D)জাতীয় স্বার্থে পরিপন্থী:-

সাম্রাজ্যবাদ সমাজের নিচু তলার মানুষ বা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সুফল দানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। উপরন্ত সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা বহির্ দেশে কাজ ও বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি করে অভ্যন্তরীণ বিভাজনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই হবসনের মতে সাম্রাজ্য বা ছিল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব:-

বিখ্যাত রুশ কমিউনিস্ট নেতা V.I লেনিন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ " Imperialism the highes stage of Capitalism"গ্রন্থের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ এর বিষয়ে নানা তথ্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন——

A) ফিন্যান্স মূলধন:-

লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদ ছিল ফিন্যান্স মূলধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের ব্যবস্থা। ফিন্যান্স মূলধন ছিল বনিক ও শিল্প মূলধনের সমষ্টিগত রূপ।

B) বিদেশে অর্থ বিনিয়োগ:-

সাম্রাজ্যবাদ এর দ্বারা পুজি প্রাচুর্য হেতু স্বদেশের বিনিয়োগের পরেও উদ্বৃত্ত পুঁজি বিদেশে বিনিয়োগের অনুসন্ধান শুরু হয়। ফলে শিল্প উৎপাদিত বর্ণ অপেক্ষা পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল।

C) উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা:-

উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ফিনান্স মূলধন সংক্রান্ত দেশগুলিতে নতুন বুর্জোয়া ও অভিজাত তন্ত্র গড়ে উঠেছিল।

উপসংহার:-

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে হবসন ও লেনিনের ব্যাখ্যা এক নতুন মাত্রা আনে। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস চর্চায় এক নতুন অঙ্গীকারের সূচনা হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা জাতির পক্ষে এক নতুন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে।

Q2.উপনিবেশবাদ কাকে বলে। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

✍**ভূমিকা :-** লাতিন শব্দ 'Colonia' থেকে ইংরেজি 'Colony' শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ উপনিবেশ। আর উপনিবেশবাদ শব্দটি এসেছে Colonialism থেকে। উপনিবেশ শব্দটির মূল অর্থ হল মানব সমাজের একটি স্থানান্তরিত অংশ।

উপনিবেশবাদ :-

উপনিবেশবাদ বলতে বোঝানো হয় কোন ভূখণ্ড বা অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণকারী কোন সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও শাসন প্রতিষ্ঠা।

সাম্রাজ্যবাদ :-

লাতিন শব্দ ইম্পেরিয়াম থেকে ইংরেজি Imperialism শব্দটি এসেছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো সাম্রাজ্যবাদ। প্রাথমিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের অর্থ ছিল সামরিক কর্তৃত্ব কিন্তু পরবর্তীকালে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় বৃহৎ বা শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সাম্রাজ্যবাদ হল এমন একটি নীতি, প্রক্রিয়া বা কার্যধারা যার দ্বারা শক্তিশালী রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে আর অধিকৃত রাষ্ট্র বা তার অধিবাসীগণ পূর্বোক্ত রাষ্ট্রের আধিপত্য স্বীকার করে।

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের দুটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারণা। এই দুই রকম ধারণার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হলেও উভয়ের মধ্যে বেশকিছু মিল ও অমিল দেখতে পাওয়া যায়।

****মিল বা সাদৃশ্য ::-**

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে দুই ধারণার মধ্যে যে মিল আছে তা নিম্নরূপ -

প্রথমত :- উপনিবেশবাদ কিংবা সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক ও

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

অর্থনৈতিক প্রভাব বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। অতএব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই হল উভয়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত :- উপনিবেশবাদ হল সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম মাত্র। কারণ, শক্তিশালী কোনো দেশ যে সমস্ত উপায়ে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে উপনিবেশবাদ হল সেই সমস্ত উপায়ের অন্যতম অংশ।

তৃতীয়ত :- উপনিবেশবাদ কিংবা সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হল অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন চালানো। উপনিবেশবাদ কিংবা সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রকে শোষণ করে নিজ রাষ্ট্রের সার্বিক বৃদ্ধি ঘটায়।

অমিল বা পার্থক্য::-

উপরিউক্ত মিলগুলি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বেশ কিছু অমিল পরিলক্ষিত হয়। যেমন -

প্রথমত :- উপনিবেশবাদ হল কোনো দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ হল কোন দুর্বল রাষ্ট্র বা দুর্বল জাতির ওপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয়ত :- প্রাচীনত্বের বিচারে উপনিবেশবাদ হল অনেক নবীন। পঞ্চদশ শতকে উপনিবেশবাদের প্রসার শুরু হয়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ধারণাটি অনেক প্রবীণ। বলা যায় প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের যুগেও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অস্তিত্ব ছিল।

তৃতীয়ত :- উপনিবেশবাদের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে নিজ দেশের সমৃদ্ধির স্বার্থে উপনিবেশ থেকে সম্পদ আহরণ করা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে দখল করে নিজের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো বা নিজ রাষ্ট্রের সীমানার ব্যাপ্তি ঘটানো।

চতুর্থত :- ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি পঞ্চদশ শতকের পর থেকে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। তারা অবশ্যই নৌ-শক্তিতে বলিয়ান হয়ে এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সুপ্রাচীনকাল থেকেই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি চরিতার্থ করেছে এবং তারা তাদের পদক্ষেপ হিসেবে অন্য দেশের ভূখণ্ড দখল করে নিজের দেশের ভূখণ্ডের সঙ্গে একীভূত করেছে।

পঞ্চমত :- আধিপত্যের দিক থেকে উপনিবেশবাদের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক দেশের জনগণ উপনিবেশে এসে বসবাস শুরু করে কিন্তু তাদের আনুগত্য থাকে মাতৃভূমির উপর। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে সম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের জনগণ অধিকৃত ভূখণ্ডে বসবাস নাও করতে পারে এবং অধিকৃত ভূখণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সেখানে তারা সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ষষ্ঠত :- আধিপত্যের কৌশল হিসেবে যদি দেখা যায় তাহলে ঔপনিবেশিকতাবাদের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক দেশের জনগনের একটা বড় অংশ উপনিবেশে বসবাস করতে করতে সেখানকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে হস্তগত করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বিজিত ভূখণ্ডের উপর সাধারণত রাষ্ট্রীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

সপ্তমত:- উপনিবেশবাদের উদাহরণ হিসেবে আমরা কতগুলি ইউরোপের শক্তির কথা বলতে পারি। যেমন – ইংল্যান্ড ভারত, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর - আমেরিকা, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে উপনিবেশবাদের প্রসার ঘটিয়েছে। অন্যদিকে উনিশ শতকের শেষদিকে আফ্রিকাকে নিয়ে যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছিল তা সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত নিদর্শন।

উপসংহার: সাম্রাজ্যের স্বার্থেই উপনিবেশের সম্পদ ও শক্তি নিয়োজিত হয়। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ হলো অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত দুটি ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কার্যক্ষেত্রে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই মনে করা হয় উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ একে অন্যের পরিপূরক।

তৃতীয় অধ্যায়

Q1. ভারতীয় অর্থনীতিতে রেলপথ প্রসারের ফলাফল আলোচনা করো।

অথবা, ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বা প্রভাব আলোচনা করো।

✍**ভূমিকাঃ** - 1853 খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির আমলে 'গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার কোম্পানির' উদ্যোগে ভারতের সর্ব প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়।তাই তাকে

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

রেলপথের জনক বলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক ডক্টর বিমল চন্দ্র বলেছিলেন- "ভারতের রেলপথের প্রবর্তক ভারতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন।"

উদ্দেশ্যঃ- ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও তার সম্প্রসারণ অন্যতম ঘটনা। বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেলপথ স্থাপন করা হয়। এই রেলপথ স্থাপনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। যেমন-

A) সামরিক কারণঃ- ভারতের যেকোনো স্থানে দ্রুত সেনাবাহিনী পাঠানোর উদ্দেশ্যই লর্ড ডালহৌসি রেলপথ স্থাপনের উদ্যোগ নেন। এছাড়াও সেনাদের অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য, অর্থ প্রভৃতি সরবরাহের জন্যও রেলপথ জরুরি ছিল।

B) কাঁচামাল প্রেরণঃ- ইংরেজদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা। তাই এই কাঁচামাল রেলপরিবহনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন বন্দরে কাঁচামাল পৌঁছে দেওয়া ছিল রেলপথ স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

C) মুনাফা অর্জনঃ- ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা মনে করত ভারতে রেল ব্যবস্থা চালু হলে ইঞ্জিন, মালগাড়ি ও রেলপথের বিভিন্ন সরঞ্জাম বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারবে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রভাবঃ- ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে রেলপথ স্থাপনের সদর্থক ও অনর্থক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

■ রেলপথ স্থাপনের সদর্থক প্রভাব:-

A)আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধিঃ- ভারতে রেলপথ স্থাপনের ফলে বিভিন্ন বন্দর থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পজাতপণ্য, যেমন- কাপড়, সূতো প্রভৃতি সহজেই দেশের বিভিন্ন বাজারে চলে আসে। ফলে আমদানির পরিমাণ 3 গুণ বৃদ্ধি পায়। আবার রেল এর মাধ্যমে চাল, গম, পাট, তুলো, মসলা প্রভৃতি সহজেই সংগ্রহ করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হয়।

B) পরিবহনের উন্নতিঃ- রেলপথ স্থাপনের পূর্বে ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। কিন্তু রেলপথ স্থাপনের ফলে ভারতের মানুষ ও পণ্য পরিবহনে ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

C) কর্মসংস্থানঃ- ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণ এর ফলে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।ভারতীয় ভূমিহীন কৃষকেরা রেলের কাজে নিযুক্ত হয়। 1895 সালে মোট রেল কর্মীর সংখ্যা ছিল 2 লাখ 73 হাজার।

D) শিল্পের বিকাশঃ- রেল ব্যবস্থা ভারতে দ্রুত শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। কারণ কাঁচামাল আমদানি করা ও শিল্পজাত পণ্য বাজারে পৌঁছে দেওয়ার সুবিধা পাওয়া যায় রেল পরিবহনের মাধ্যমে।

■ রেলপথ নির্মাণের নঞর্থক প্রভাবঃ-

A) কুটির শিল্পের অবক্ষয়ঃ- রেলপথ স্থাপনের ফলে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য ভারতের বাজার দখল করে নেয়। এইসব পণ্য-সামগ্রীর সঙ্গে দেশীয় পণ্য পাল্লা দিতে পারেনি। ফলস্বরূপ ভারতীয় কুটির শিল্প বা দেশীয় বাণিজ্য অবক্ষয়ের মুখে পতিত হয়।

B) সম্পদ অপচয়ঃ- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেলপথ নির্মাণে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল, গ্যারান্টি প্রথার মাধ্যমে সরকার 5% সুদ দেয়ার বিনিময়ে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ মুনাফা ও সম্পদ লুট করে নিজের দেশে পাঠায়।

C) দুর্ভিক্ষের প্রকোপঃ- রেলপথের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হতো। ফলে ভারতে খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রেলপথ নির্মাণের ফলে প্রচুর কৃষি জমি নষ্ট হওয়ায় ভারতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়।

মন্তব্যঃ- ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণের বিভিন্ন সুপ্রভাব থাকলেও ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রেলপথ স্থাপন করেছিল। তবে সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে যে রেলপথ প্রসারের ফলে ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের বিকাশ ঘটেছিল।

Q2.অব-শিল্পায়ন বলতে কী বোঝো ও এর কারণ গুলি আলোচনা করো।

অবশিল্পায়ন:-অবশিল্পায়নের আক্ষরিক অর্থ হল- শিল্পের অবনমন বা শিল্পের অধোগতি। অবশিল্পায়ন বলতে বোঝায় মূলত শিল্পায়নের বিপরীতমুখী ধারা অর্থাৎ অর্থনীতিতে যদি শিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং একইসঙ্গে কৃষির গুরুত্ব বাড়তে থাকে তবে তা অবশিল্পায়ন হিসেবে ধরা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব, কোম্পানির অসম শুল্ক নীতি ও অত্যাচার এবং অন্যদিকে দেশীয় অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয়ের ফলে বাংলার তাঁত-বস্ত্রশিল্পসহ অন্য শিল্পের কারিগররা ব্যাপক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, একেই- অবশিল্পায়ন বলা হয়।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

অবশিল্পায়নের কারণ:-

১) দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয়ঃ-

অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং দেশীয় রাজাদের ক্ষমতার অবলুপ্তি তাদের ওপর নির্ভরশীল অভিজাত শ্রেণীকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল । এরাই ছিল দেশের সৌখিন বস্ত্রশিল্পের ক্রেতা। ফলে উচ্চমানের সৌখিন বস্ত্রের বাজার নষ্ট হয়ে যায়।

২)অসম শুল্কনীতিঃ- ইংল্যান্ড তথা ইউরাোপের অন্য দেশগুলিতে ভারতীয় বস্ত্র মূলত ক্যালিকো ও মসলিনের বিপুল চাহিদা ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর থেকে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বস্ত্র আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৮১৩ খ্রিঃ বাংলার মসলিনের ওপর ৪৪% এবং ক্যালিকো কাপড়ের ওপর ৮৬% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়।

৩) কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যনীতিঃ-

বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানি ব্রিটিশ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়। দেওয়ানি লাভের পর শুরু হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের যুগ। Adam Smith- 'Wealth of Nation' গ্রন্থে লিখেছেন – ভারতের অভ্যন্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কায়েম ছিল ভারতীয় স্বার্থবিরোধী। যার ফলে কোম্পানির সাথে দেশীয় বাণিজ্য পেরে উঠছিল না। ফলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অবশিল্পায়ন দেখা দেয়।

৪) মূলধনের অভাবঃ-

অষ্টাদশ শতকে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রের ব্যবহার ঘটিয়ে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয়েছিল মূলধনের জোগান থাকায়।কিন্তু, ভারতে মূলধনের জোগান দেওয়া তো দূরের কথা এদেশের অর্থ ও সম্পদকে কোম্পানি নিংড়ে শোষণ করে নিয়েছিল। ফলে মূলধনের অভাবে অবশিল্পায়ন ছিল এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

৫) মহাদেশীয় অবরোধঃ- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইংল্যান্ডকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনঠাসা করার জন্য মহাদেশীয় অবরোধ ঘোষণা করেন। ফলে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যার দরুন ১৮০৮খ্রিঃ – ১৮০৯ খ্রিঃ মধ্যে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির হার খুব হ্রাস পায়।

****অবশিল্পায়নের ফলাফল :-**

অবশিল্পায়নের সুফল কিছুই ছিল না বরং ভারতীয় অর্থনীতিতে অবশিল্পায়নের একাধিক কুফল লক্ষ্য করা যায়।এই ফলাফল গুলি হল নিম্নরূপ-

১) ভারতীয় শিল্প বিপর্যয়:- এই অবশিল্পায়নের ফলে ভারতীয় তাঁত, বস্ত্র শিল্প, কুটির শিল্প সহ একাধিক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ভারতে সনাতনী কারিগরি শিল্প মূলত বস্ত্রশিল্প গভীর বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল।

২) বেকারত্ব বৃদ্ধি:- অবশিল্পায়নের ফলে প্রচুর সংখ্যক কারিগর কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েন। শুধু বাংলাতেই ১০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছিল। দেশে কর্মহীনতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩) কৃষিকাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি :- অবশিল্পায়নের ফলে বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলি বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ করা শুরু করেন। ফলে শিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং একইসঙ্গে কৃষির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। যার কারণে কৃষিজমি ও শ্রমিকের ওপর চাপ বেড়ে গিয়েছিল।

৪) রপ্তানিকারক দেশথেকে আমদানিকারক:-

অবশিল্পায়নের ফলে ভারত থেকে যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য-পণ্য রপ্তানি করা হতো সেসব ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। ভারত ক্রমশ রপ্তানিকারক দেশ থেকে আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়।

৫) কাঁচামাল রপ্তানিকারক দেশ:- অবশিল্পায়নের ফলে ভারতবর্ষ একটি কাঁচামাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। এখানকার কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করে ইংরেজ বণিকরা ইংল্যান্ডে রপ্তানি করতে থাকে। ভারতের কাঁচা তুলনা, কাঁচা রেশম, নীল, চা প্রভৃতি কাঁচামাল নিয়মিত বিলাতের কারখানাগুলিতে চলে যেতে থাকে। এর ফলে ইংল্যান্ডের শিল্পায়নে গতি আসে।

৬) বিলাতি পণ্য আমদানি:- দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের ফলে ভারত একটি রপ্তানিকারক থেকে আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়। বিলাতের ম্যাঞ্চেস্টার, ল্যাঙ্কাশায়ার অন্যান্য স্থানের শিল্পজাত পণ্য ভারতে আমদানি শুরু হয়। কেবল সুতিবস্ত্র নয়, রেশম ও পশমজাত দ্রব্য, লাোহা, মৃৎশিল্প, কাচ, অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল-তলোয়ার, খোদাই ও কারুকার্যের সঙ্গে জড়িত শিল্প প্রভৃতির যথেচ্ছ আমদানির ফলে দেশীয় শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

৭) অর্থনৈতিক বিপর্যয়:- এই অবশিল্পায়ন অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। অবশিল্পায়নের ফলে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

৮) দারিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষ:- অবশিল্পায়নের ফলে ভারত একটি ধনী ও প্রথম শ্রেণীর অর্থনীতির দেশ থেকে "দরিদ্র" দেশে রূপান্তরিত হয়। দারিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভারতীয় জনজীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে।

৯) নগরজীবনের অবক্ষয়:- অব-শিল্পায়নের ফলে ভারতের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ শহর গুলির অবক্ষয় শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকে মুরশিদাবাদ, সুরাট, মসুলিপট্টম, ঢাকা, তাঞ্জর প্রভৃতি নগর ক্রমে জনবিরল হতে থাকে এবং নগরের অবক্ষয় শুরু হয়।

উপসংহার- পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের একের পর দেশীয় রাজ্য দখল ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রন স্থাপন, ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রকে কার্যত অনাথ ও অভিভাবকহীন করে দেয়। ফলে ভারতের শিল্প বানিজ্যের স্বার্থ রক্ষাকারী কোনো শিল্প সংস্থা বা আর্থিক সংগঠন না থাকায় খুব সহজেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়ে। যার ফলে ধীরে ধীরে ভারতীয় শিল্প গুলি হারিয়ে যেতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (চতুর্থ অধ্যায়)

Q1.সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা?

✍উনিশ শতকে ভারতবর্ষে যে সমস্ত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগর। ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার গুলি তাকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি উপলব্ধি করেন যে সামাজিক কুসংস্কার গুলি দূর করতে না পারলে সমাজ-সভ্যতা অগ্রগতি সম্ভব নয়। আর এই কুসংস্কার গুলি দূর করা সম্ভব একমাত্র শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমেই। তাই তিনি সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সমাজ সংস্কার:- সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমাজে প্রচলিত অমানবিক কুসংস্কার গুলি দূর করার লক্ষ্যে তিনি কতগুলি পদক্ষেপ নেন।

ক) কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা:- তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার ফলে খুব অল্প বয়সে মেয়েদের, বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হতো। ফলে ভবিষ্যৎ -এ ওই সকল নারীর জীবনে সীমাহীন দুর্দশা নেমে আসতো। বিদ্যাসাগর কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

খ) বিধবা বিবাহের প্রবর্তন:- কৌলিন্য প্রথার ফলে অল্প বয়সে বহু নারী বিধবা হয়। বিধবা নারীদের জীবনে করুন দশা বিদ্যাসাগর কে খুবই ব্যথিত করে। তিনি হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র বিশেষত 'পরাশর সংহিতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তার প্রচার এর ফলে বিধবা বিবাহ শেষমেষ আইন সম্মত হয়।

গ) বহু বিবাহের বিরোধিতা:- 19 শতোকে ভারতের হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। 50 হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত এক প্রতিবাদপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু মহাবিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিলে বহু বিবাহের বিষয় স্থগিত হয়।

বিদ্যাসাগর তৎকালীন বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে সরব হন। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, কুষ্ঠ/পুষ্ঠ রোগী হত্যা প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করে।

শিক্ষা সংস্কার :- শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বাল্যকালে সীমাহীন দরিদ্রের মধ্যে লেখাপড়া শেখার সময় ভারতীয় সমাজের করুন অবস্থা উপলব্ধি করেন। আর এই উপলব্ধি থেকে তিনি শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী হন।

ক) নারীদের শিক্ষার প্রসার:- শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির যে উন্নতি ও মুক্তি সম্ভব নয় - তা তিনি যথার্থ উপলব্ধি করে। নারী শিক্ষার প্রসারে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলেন। তিনি বেথুন সাহেবের সহায়তায় 1894 খ্রিস্টাব্দে "হিন্দু ফিমেল স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া নারী শিক্ষার বিস্তারে বিভিন্ন জেলায় নিজে উদ্যোগে 35টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

খ) মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট:- বিদ্যাসাগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো- মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট। 1972 খ্রিস্টাব্দে নিজে খরচায় তিনি এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর কলেজে পরিণত হয়।

গ) বাংলা গদ্যের সংস্কার:- বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করে গন শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

শিক্ষাদান প্রয়োজন। তাই তিনি বাংলা ভাষার সংস্কারের উদ্যোগী হয়। তিনি জটিল ভাষাকে সহজ-সরল করে তোলেন। চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার ও ছোট প্রবশন তিনি চালু করেন।

ঘ) গদ্য রচনা:- বাংলা ভাষার শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণ মানুষের জন শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বহু সাহিত্য রচনা করেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে তিনি বর্ণপরিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, কথা মাল্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতির জন্য ব্যাকরণ কৌমুদী, উপক্রমণিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

সমাজ ও শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর যে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটিয়েছেন তা উনিশ শতকে নবজাগরণের পথকে আরো সুগম করে তোলে।

Q2. মুসলিম সমাজের অগ্রগতিতে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের অবদান আলোচনা করো।
অথবা, মুসলিম সমাজের নবজাগরণে আলীগড় আন্দোলনের ভূমিকা লেখো।

✍**স্যার সৈয়দ আহমেদ খান:-** ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও অগ্রগতির জন্য যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। তিনি আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন-**"He did for his community something like what Raja Ram Mohan Roy had done for the Hindu."** অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় হিন্দুদের জন্য যা যা করেছিলেন, সৈয়দ আহমেদ খানও তার মুসলিম গোষ্ঠীর জন্য সেই ধরনের কিছু কাজ করেছিলেন।

কৃতিত্ব:- সৈয়দ আহমেদ খান এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারী। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার উল্লেখযোগ্য সংস্কারমূলক কাজগুলি হল:-

হিন্দু মুসলিম ঐক্য:-প্রথম জীবনে আহমেদ খান হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আশঙ্কা করেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হলে মুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পরিণত হবে। তাই তিনি অনগ্রসর মুসলিমদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করেন।

সংস্কার দূরীকরণ:- আহমেদ খান মুসলিমদের কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা দূর করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান যে, পবিত্র কোরানে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

শিক্ষার প্রসার:- মুসলিম সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি গাজীপুরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয়, ১৮৬২ সালে অনুবাদ সমিত, বিজ্ঞান সমিত, ১৮৭৫ সালে আলীগড় কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।

নারী মুক্তি:- আহমেদ খান শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি নারীমুক্তের প্রচেষ্টা করেছিলেন। নারীদের বিভিন্ন অসম্মানজনক প্রথা, যেমন পর্দা প্রথা, বহুবিবাহ, তালাকপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন।

আলীগড় আন্দোলন:- উনবিংশ শতকে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি আলীগড় আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন খুদা বক্স, থিয়েডর ব্যাক, আলতাফ হোসেন আলী, চিরাগ আলী প্রমুখেরা।

থিয়েডর ব্যাকের ভূমিকা :- স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের প্রধান সহযোগী ছিলেন থিয়েডর ব্যাক। ইনস্টিটিউট গেজেটএর পত্রিকা প্রকাশ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালান। তার মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের বিরোধিতা করে ইংরেজদের বন্ধুত্ব লাভ করা।

আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি:- শেষ জীবনে আহম্মেদ খান প্রবল হিন্দু বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাই কংগ্রেস দলকে তিনি হিন্দু সংগঠন বলেছিলেন। এর কারণ ছিল থিয়েডর ব্যাক। তিনিই তাকে বুঝিয়েছিলেন সংরক্ষণ ছাড়া মুসলিমদের উন্নতি হবে না।

আন্দোলনের প্রভাব:- আলিগড় আন্দোলন সমাজ সংস্কারে উদ্দেশ্যে গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে তা ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের প্রভাব গ্রামাঞ্চলে পৌঁছায়নি। কেবলমাত্র শহরের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও মুসলিম মানসিকতা অনেকাংশে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এই আন্দোলন।

মন্তব্য :- এত সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে সৈয়দ আহমেদ খান ও তার আলীগড় আন্দোলন অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কারণ উনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিন্দুদের কাছে যা ছিল, আলীগড় আন্দোলনও মুসলিমদের কাছে ঠিক তাই ছিল।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

Q3. চিনের ৪ঠা মে আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ কর।এই আন্দোলনের প্রভাব আলোচনা কর।
অথবা, চীনের 4ঠা মে আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।

✍**ভূমিকা:-** 1911 খ্রিস্টাব্দে এক প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চিনে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই সরকারের কাজকর্মে সাধারণ মানুষ বৃক্ষ বদ্ধ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বিংশ শতকের শুরু থেকেই চীনে বিদেশীদের অধিপত্য ও বিদেশীদের চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন অসম চুক্তির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী চিনাদের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষোভ জমতে থাকে। যার ফলস্বরূপ চীনের জাতীয়তাবাদী ও বুদ্ধিজীবী মানুষেরা 1919 খ্রিস্টাব্দে 4 মে বা মেফোর্ট আন্দোলনের সূচনা ঘটায়।

4 মে আন্দোলনের কারণ:—

A) ইউ আন সি কাই এর প্রতিক্রিয়াশীল নীতি:—
1912 খ্রিস্টাব্দে চীনের সামগ্রিক নেতা ইউয়ান্সিকাই রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর চীনে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কুওমিংটাং দলকে তিনি নিষিদ্ধ করেন। তার এই কাজকর্ম গুলি জনগণকে বৃক্ষ বদ্ধ করে তোলে।

B) জাপানের 21 দফা শর্ত:—
জাপান চীনকে দখল করার জন্য 1915 খ্রিস্টাব্দে চীনের কাছ থেকে 21 দফা শর্ত দাবি করেন। এই দাবিগুলি চীনের সর্বভৌমত্বের পরিপন্থী ছিল তাই চীনের জন মানুষের এই অন্যায়ের দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

C) সাংস্কৃতিক জাগরণ:—
4 মে আন্দোলনের উপকার ছিল চীনের ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যারা পাশ্চাত্য গতিশীল ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে চীনে একটি নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

D) প্রত্যক্ষ কারণ:—
1919 খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীন জাপানের কাছে একুশ দফা দাবিসহ অসমা চুক্তি এবং সান্ট্রং প্রদেশে জাপানি কর্তৃত্ব বাতিলের দাবি জানাই। কিন্তু ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ চীনের কথায় কর্ণপাত না করায় চীনের আপামর জনগণ আসাহতো হয়।

আন্দোলনের সূচনা:—
এরি প্রতিবাদে পিকিং বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ 1919 খ্রিস্টাব্দে 4-মে পিকিং এর টিএন আন মেন স্কয়ারে মিলিত হয়। এই স্বভাবে সেতারা শপথ নেয় যে তারা চীনের ভূখণ্ডের কোন অংশ জাপানকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। বিক্ষোভ ও ধর্মঘটে পিকিং শহর উত্তাল হয়ে ওঠে ছাত্রসমাজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ মেহনতী কৃষক ও শ্রমিক সমাজ এতে অংশ নেয়। এই আন্দোলনের অন্যতম ছাত্র প্রতিনিধি ছিলেন তরুণ নেতা মাউ যে দং।

4-মে আন্দোলনের ফলাফল:—

1. মৌলিক পরিবর্তন:—
এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চিনা জন মানুষের দেশ প্রেম তথা জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয় এবং চীনে আধুনিকতার পথ তৈরি হয়।

2. সাম্যবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি:—
4 মে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চীনের সাম্যবাদ জনপ্রিয় হয়। 1912 খ্রিস্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

3.আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ:—
চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীন তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ফেলতে সমর্থ হয়। যার ফলে চীনে আন্তর্জাতিক মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য প্রভাব:—
এই আন্দোলনের পর চীনের সাহিত্য সংস্কৃতি এক নতুন ধারার বইতে শুরু করে। চীনে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মঞ্চ গড়ে ওঠে। এতে যোগ দেয় চিনা ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক কৃষক সকলেই।

উপসংহার:—
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় মেফোর্থ আন্দোলনের মধ্যে চীনের জাতীয় ও শ্রেণি স্বার্থের প্রতিফলন ঘটেছিল। ঐতিহাসিক জেসানোর মতে ' This combined expression of national and class interest was a silent future of the may 4th movement'.

বিভাগ # খ

পঞ্চম অধ্যায়

1. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট ও শর্তাবলী। এই আইনের গুরুত্ব কি ছিল? 4+4

✍**১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন:-**ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান হওয়ার পর ভারতে ব্রিটিশ শাসন চালু হয়। ১৯০৯ সালে ভারত শাসন আইন চালু হয়, এই আইনের নানান ত্রুটির জন্য ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড কর্তৃক ভারত শাসন আইন চালু হয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে নানান জটিলতার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত বিষয়ক যে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে, তা 1935 সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত।

*****ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট:-**
জাতীয়তাবাদের প্রসার:- বিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে ওঠে, ফলে ব্রিটিশ সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাই তারা নতুন

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার চেষ্টা করে।

আন্দোলনের তীব্রতা:- ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। ফলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি।

বিপ্লবী কার্যকলাপ:- ১৯৩০ এর দশকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। ভগত সিং, বটুকেশ্বর দত্ত , রাজগুরু, বাঘা যতীন প্রমুখের নেতৃত্বে বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

আইন প্রণয়ন:- অবশেষে ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ১৯৩৩ সালে একটি 'শ্বেতপত্র ' প্রকাশ করে। এর প্রস্তাব ও সুপারিশের ভিত্তিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করে।

*****ভারত শাসন আইনের শর্ত:-** ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন শর্ত ছিল। যেমন -

যুক্তরাষ্ট্র গঠন:- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন রাজ্য ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্য তালিকা:- এই আইনের দ্বারা সরকারের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের ক্ষমতা বন্টনের জন্য তিনটি তালিকার কথা বলা হয়। যথা- (i) কেন্দ্রীয় তালিকা, (ii) প্রাদেশিক তালিকা ও (iii) যুগ্ম তালিকা।

অন্যান্য শর্ত:- এই শর্তগুলি ছাড়াও আরো বিভিন্ন শর্তের কথা বলা হয়েছে । যেমন- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, মন্ত্রীসভা গঠন, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন, বড়লাটের ক্ষমতা প্রভৃতি।

*****১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব:-**

রাজনৈতিক অধিকার:- ১৯৩৫ সালের পূর্বে কোন আইনের দ্বারাই ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভারতীয়রা বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে।

ভোটাধিকার লাভ:- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভোটদানের অধিকার পায়। তবে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১৪%।

সংখ্যালঘুদের গুরুত্ব দান:- এই আইনের দ্বারা মুসলিমদের জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্যও সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের কথা বলা হয়।

মন্তব্য:- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই আইনের দ্বারা ভারতীয়দের হাতে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়নি। তাই কংগ্রেস এই আইনকে হতাশাজনক এবং মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ধ্বংসকারী বলে অবিহিত করেছেন ।

Q1. নৌ বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

✍**ভূমিকা :-** ভারত -এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশেষ আন্দোলন হল নৌ বিদ্রোহ। ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আজাদহিন্দ ফৌজ -এর সংগ্রাম ইত্যাদির চাপে ব্রিটিশ সরকারের যখন নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম ঠিক তখনই নৌবিদ্রোহ (১৯৪৬) যেন ভারতের ব্রিটিশ শাসনের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছিল। ড. সুমিত সরকারের মতে, এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বীরোচিত সংগ্রাম।

নৌ বিদ্রোহের কারণ বা পটভূমি :-
নৌ বিদ্রোহের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নজরে পড়ে। কারণগুলি হল –

(a) বেতন বৈষম্য :- ভারতীয় নৌবাহিনীতে প্রবল বর্ণ বৈষম্য ছিল। বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও ভারতীয় নাবিকরা ইংরেজদের মত বেতন পান নি।

(b) বর্ণবৈষম্য :- ভারতীয় নাবিকরা ইংরেজ ও শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের দ্বারা সর্বদাই লাঞ্ছিত হতেন। জাতি ও বর্ণগত কারণে তাঁরা এই লাঞ্ছনার শিকার হতেন।

(c) নিম্ন মানের খাদ্য :- ভারতীয় নৌসেনারা ইউরোপ -এর সেনাদের দের তুলনায় নিম্নমানের ও অল্প পরিমাণে খাবার পেতেন।

(d) পদোন্নতির অভাব :- যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় নৌসেনারা পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হত।

(e) বিপজ্জনক কেন্দ্রে নিয়োগ :- অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতীয় নৌসেনাদের বিপজ্জনক অঞ্চলে নিয়োগ করা হত।

(f) সেনা ছাঁটাই :- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -এর সময় প্রচুর নৌসেনা নিয়োগ করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সরকার বিনা কারণে তাদের বরখাস্ত করে।

(g) বিশ্ব-পরিস্থিতির জ্ঞান :- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় নৌসেনারা বিশ্ব- পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ফলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদেরও ক্ষোভ জন্মায়।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

(h) অভ্যন্তরীন ঘটনাবলি :- দেশের অভ্যন্তরে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, পুলিশ ও বিমান বাহিনীর ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটনা নাবিকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

(i) আজাদ হিন্দ সেনার বিচার :- সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম ভারতীয় নৌসেনাদের খুবই অনুপ্রাণিত করে। এই পরিস্থিতিতে পরাজিত সেনাদের বিচার শুরু হলে দেশের জনগণের সঙ্গে তাঁরাও ক্ষোভে ফেটে পড়ে

নৌ বিদ্রোহের সূত্রপাত ::-
এই সব বিভিন্ন কারণে ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের 'তলোয়ার' নামক জাহাজে ভারতীয় নৌসেনারা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা নৌবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

নৌ বিদ্রোহের প্রসার ::-
তলোয়ার জাহাজের বিদ্রোহের পর আরও ২২টি জাহাজে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর দ্রুত তা করাচি, কলকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন, জামনগর, চট্টগ্রাম, বিশাখাপত্তনম, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য 'কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি' গঠিত হয়। দেশের ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের সমর্থন করে ধর্মঘটে সামিল হয়। বিভিন্ন সংঘর্ষে প্রায় ৩০০ লোক নিহত এবং ২ হাজার আহত হয়।

নৌ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ :- অল্প সময়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এই ব্যর্থতার পিছনে বিদ্যমান কারণগুলি হল –

(A) জাতীয় নেতাদের বিরোধিতা :- কংগ্রেসের অনেক নেতা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে নি। নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, গান্ধিজি প্রমুখ নেতা বিদ্রোহীদের সমালোচনা করেন। সম্ভবত তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার ভয় পাচ্ছিলেন।

(B) বিমান হানার ভয় :- আকাশ থেকে বিমান হানার ভয় ও জাতীয় নেতাদের চাপ আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়।

(C)নৌ বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ :- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব আনলে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে।

নৌ বিদ্রোহের গুরুত্ব বা ফলাফল ::-
অনেক আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত নৌবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এর গুরুত্বকে সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। যেমন –

(i) ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যুঘন্টা :- শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দেয়।

(ii) ব্রিটিশ ভীতির অবসান :- নৌসেনাদের বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের মনে ব্রিটিশ ভীতি দূর করেছিল।

(iii) হিন্দু-মুসলিম ঐক্য :- হিন্দু-মুসলিম নাবিক, এমনকি সাধারণ মানুষ ও এই সময় সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পরিচয় দিয়েছিল।

(iv) মন্ত্রী মিশনের আগমন :- ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্তের মতে, নৌবিদ্রোহের ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ -এর সঙ্গে আলোচনা করতে বিদ্রোহ শুরুর পরের দিনই সরকার মন্ত্রী মিশনকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

(v) ভারত ত্যাগের ভাবনা :- ভারতে এমন আর একটি বিদ্রোহ শুরু হলে তার পরিণাম যে ভয়ংকর হবে একথা বুঝতে পারে। ফলে শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের কথা ভাবতে শুরু করে।

মূল্যায়ন :- অমলেশ ত্রিপাঠি, সুচেতা মহাজন প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেছেন, এই বিদ্রোহ গ্রামাঞ্চলে ও সাধারণ জনমানসে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারে নি। তা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে এই বিদ্রোহ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে ভাবতে বাধ্য করেছিল।

3. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো। এই ঘটনার গুরুত্ব কী ছিল ?
ভূমিকা: ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে সর্বাধিক পৈশাচিক, ভয়াবহ এবং অমানবিক হত্যাকাণ্ড ছিল 1919 খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । এই ঘটনা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংল্যান্ডের অপশাসনকে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছিল ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট :-
কঠোর নির্যাত:- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমনমূলক নীতি ও সীমাহীন অত্যাচার । এইসময় সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহের জন্য ইংরেজ সরকার যে নির্যাতন শুরু করেছিল তা এই ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী ।

আর্থিক সংকট:- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং শিল্প ধ্বংসের ফলে দেশজুড়ে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় যা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।

মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন:- 1919 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

সরকারের পক্ষ থেকে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন পাশ করা হয় । কিন্তু এই আইন ভারতীয়দের দাবিদাওয়া পূরণে ব্যর্থ হয় যা জনমানসে হতাশার সৃষ্টি করে ।

রাওলাট আইন:- প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য কুখ্যাত রাওলাট আইন পাশ করে । এই আইনের ভয়াবহতা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য অনেকাংশে দায়ী ।

রাওলাট সত্যাগ্রহ:- রাওলাট আইনের বিরোধিতা করে গান্ধিজির নেতৃত্বে রাওলাট সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় । এইসময়ে 1919 খ্রিস্টাব্দের 10 এপ্রিল রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে মদত দেবার অপরাধে ড . সৈফুদ্দিন কিচলু ও ড . সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা হলো পাঞ্জাবে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড : এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবে জেনারেল মাইকেল ও ডায়ার এক সমারিক আইন জারি করেন , এরই প্রতিবাদে 13 এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের বাগানে ঘেরা এক স্থানে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ সমবেত হলে জেনারেল ডায়ার – এর নির্দেশে 1600 রাউন্ড গুলি চালানো হলে সেখানে শতাধিক মানুষ নিহত এবং অজস্র মানুষ আহত হন । এই কলঙ্কিত ঘটনা ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত ।

গুরুত্ব :- ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বেশ কিছু গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

প্রথমত, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সমগ্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্ববাসীর কাছে ব্রিটিশ সরকারের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল । ব্রিটিশ সরকারের বর্বরতাকে চিহ্নিত করেছিল ।

দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার প্রতিবাদে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সমবেত হতে শুরু করেছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন । গান্ধিজি লেখেন— " এই শয়তানের সরকারের সংশোধন অসম্ভব , একে ধ্বংস করতেই হবে । "

তৃতীয়ত, এই ঘটনার প্রতিবাদ ভারতের বাইরে ইংল্যান্ডেও হয় । প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যামকুইন মন্তব্য করেন— " One of the worst outrages in the whole of our history " , এর পরিপ্রেক্ষিতে হান্টার কমিশন গঠিত হয় এবং জেনারেল ডায়ারকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ।

চতুর্থত, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল এই নৃশংস ঘটনা ও অন্যায়ের সুবিচার করা ।

_____ষষ্ঠ অধ্যায়_____

Q1. ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আইনের উপর একটি নিবন্ধ লেখ ?

অথবা, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর। এই আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে টীকা লেখ ?

✍ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ গণআন্দোলন হলো 42 এর বিপ্লব বা আগস্ট আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে এত বড় গণ-আন্দোলন ইতিপূর্বে গড়ে ওঠেনি। জওহরলাল নেহেরুর মতে **"It was essentially spontaneous mass upheaval..."**

পটভূমি:- 1942 খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমি বা কারণগুলি হল:-

1. নিত্যপয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি:-
1939 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার প্রভাবও ভারতে পরে। ভারতের খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

2. ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহা:-
অসহযোগ আন্দোলন,আইন অমান্য আন্দোলন শহরবাসীদের পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করেছিল যার ফলে একটা সর্বভারতীয় গণ আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়েছিল।

3. ব্রিটিশ শোষন ও পীড়ন:-
বহুদিন ধরে ব্রিটিশ শোষন ও শাসনে বিরক্ত ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

4. ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতা:-
সর্বোপরি ক্রিপস প্রস্তাবে ভারতকে স্বাধীনতা দানের কোন উল্লেখ না থাকায় এই প্রস্তাব ব্যর্থ হলে ভারতীয়দের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এক লহমায় মিলিয়ে গিয়ে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ:- 1942 খ্রিস্টাব্দের 14 ই জুলাই কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ওয়ার্ধায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। 8 ই আগস্ট বোম্বাইএ সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ভারতছাড়ো প্রস্তাব করলে ওই দিন রাত্রে মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করে এবং কংগ্রেসকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ফল স্বরুপ মহাত্মা গান্ধী দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন **"We shall either free india or die in the attempt."** গান্ধীজীর এই ঘোষণায় 9 আগস্ট সমগ্র ভারতবাসী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

আন্দোলনের প্রকৃতি:-
সভা-সমিতি শোভাযাত্রা ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এই আন্দোলনে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী ও মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তমলুকে 73 বছর বয়সে গান্ধী বুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা, অসমীয়া কনকলতা বড়ুয়া আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয়।

আন্দোলনের প্রসার:-
এই আন্দোলন প্রথমে বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুনা কলকাতা, নাগপুর, কানপুর সহ বিভিন্ন শহরে শুরু হয় বাংলার মেদিনীপুরের তমলুকে গঠিত হয় স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার বিহারের মুঙ্গেরএ, ভাগলপুর, যুক্ত প্রদেশের বালিয়া, সুলতানপুর, উড়িষ্যার বালেশ্বর প্রভৃতি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মূল কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

নেতৃবৃন্দ:-
1916 দল যুগান্তর দল ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সর্ব-ভারতীয় নেতাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাম মনোহর লোহিয়া, অরুনা আশরাফ আলী প্রমূখ।

সরকারের দমননীতি:-
আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নিষ্ঠুর ভাবে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে সরকারি হিসাব থেকে জানা যায় পুলিশ 538 ঠিক জায়গায় গুলি চালিয়ে 1028 জনকে হত্যা ও 3000 জনকে আহত করে। যদিও বেসরকারি মতে এ সংখ্যা ছিল আরো বেশী।

ব্যর্থতার কারণ:-এই আন্দোলন ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে পরিমাণ ব্যাপকতা অর্জন করেছিল সেই তুলনায় সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, কারণ:-
1. ব্রিটিশদের মতো প্রবল রাজ শক্তির দমন নীতির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনগণের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না।
2. নেতৃত্ব ও সংগঠন ও তার জন্য আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।
3. আন্দোলনে সংহতি ও সমন্বয় শক্তির অভাব ছিল।
4. সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি বৃহৎ দল এই আন্দোলনে যোগদান না করায় তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

গুরুত্ব:- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ভারত ছাড়া আন্দোলন সাময়িক ব্যর্থ হলেও তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে ছিল আন্দোলনের গুরুত্ব গুলি হল:-
1. ওই আন্দোলন প্রমাণ করেছিল যে জনগণের মনে কংগ্রেসের প্রভাব গভীর।
2. মানুষ যে স্বাধীনতার জন্য সব কিছু হারাতে রাজি তাও বুঝতে পেরেছিল।
3. এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার হস্তান্তর কে চূড়ান্ত করেছিল।
4. ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে দেশব্যাপী যে জাতীয় জাগরণ ও ঐক্যবোধ গঠিত হয় তা স্বাধীনতার সোপান রচনা করেছিল।
5. এই আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থে এক গণ বিপ্লব এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক।

মূল্যায়ন:-
ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছিল। ইউরোপের বুকে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন সারা ভারত জুড়ে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বিশ্ব রাজনীতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবশেষে অধ্যাপক তরুণ ভুঁইয়ার কথায় বলতে পারি **"এই আন্দোলনের ফলে একটি অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে এবং এর ফলে 1947 খ্রিস্টাব্দে ভারত ত্যাগে ইংরেজরা বাধ্য হয়।"**

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা :: 1942 খ্রিস্টাব্দের 9 আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে ভারতের হাজার হাজার নারী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। 9 আগস্ট ভোর রাতেই কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সকল সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। একমাত্র নারীদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারীদের যোগদান আইন অমান্য আন্দোলনের মতো পরিকল্পিত ও কর্মসূচিভিত্তিক না হলেও নারিরা বিভিন্নভাবে এই আন্দলোনে যোগদানকরেছিল।

অহিংস আন্দোলন সংগঠিত করে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সুচেতা কৃপালনী আবার অরুনা আসফ আলি এ আন্দোলনের বৈপ্লবিক কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। এসময় উষা মেহতা গোপনে জাতীয় কংগ্রেসের বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করতেন। এসময় মহিলা স্বেচ্ছাসেবী দ্বারা গঠিত ভগিনী সেনার সদস্যরা খুবই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করেছিলেন। যেমন আসামের 14 বছরের কিশোরী কনকলতা বড়ুয়া পাঞ্জাবের গৃহবধূ ভোগেশ্বরী ফুকননী প্রমুখ বিরঙ্গনা মহিলার নাম ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে মেদিনীপুরের মহিলারা বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল। গান্ধী বুড়ি নামে খ্যাত মাতঙ্গিনী হাজরা 1942 খ্রিস্টাব্দের 29 সেপ্টেম্বর তমলুক থানা দখল করার নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে জখম হন ও পরে মৃত্যুবরণ করেন। বীরভূমের শান্তিনিকেতন অঞ্চলে এই

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

আন্দোলনকে সংগঠিত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন সুনিতা সেন, নন্দীতা কৃপালনী, এলা দত্ত, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, মায়া ঘোষ প্রমুখ।

যাইহোক, নারীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে গান্ধীজী মন্তব্য করেছেন যে **"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যখন লেখা হবে নারিদের বিরত্বের কথা সর্বাধিক স্থান গ্রহন করবে"**।

সপ্তম অধ্যায়

Q1. ঠান্ডা লড়াই কাকে বলে ? ঠান্ডা লড়াইয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা করো।

ভূমিকা:— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর আদর্শগত দিক থেকে সমগ্র পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র জোট আবার অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্র ও জোর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দুই রাষ্ট্র জোট সমগ্র পৃথিবীতে নিজেদের সামগ্রিক ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্র বিস্তারের উদ্দেশ্য লড়াইয়ের আবর্তিত হয় তা ঠান্ডা লড়াই নামে পরিচিত।

ঠান্ডা লয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি:—

বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঠান্ডা লড়াইয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

a)আদর্শগত সংঘাত:—

অধ্যাপক H.F হার্ট ম্যান, জন ইস্কোনিয়ার প্রমুখের মতে ঠান্ডা লড়াই প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে পশ্চিমে ধনতান্ত্রিক জোটের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক জোটের আদর্শগত সংঘাত ছিল।

b)সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা:—

ওয়ালটার লিপম্যান তার " the cold war" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে রাশিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। লিফম্যান এর অভিমত পরবর্তীকালে উইলিয়াম এ উইলিয়াম লোড ঐতিহাসিক সমর্থন করেন প্রথম পর্বের ঠান্ডা লড়াই পরবর্তী কালে তা দূর করা যেত কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনমনীয় মনোভাবের জন্য তা সম্ভব হয়নি।

c) অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা:—

গ্রাবিয়াল কল্ব, কডেল হাল, প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সম্প্রসারণের ফলে ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা মার্শাল পরিকল্পনা বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে। বিশ্ব অর্থনীতি চালকের আসন লাভ করার চেষ্টা করা। সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করলে তা অনুগামী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমেরিকার বিরোধিতা তৈরি করে।

d) রক্ষণশীল ব্যাখ্যা:—

এই মতবাদে বিশ্ববাসীদের মতে ঠান্ডা লড়াই ছিল আদর্শগত বিরোধ এবং এর জন্য দায়ী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী আদর্শ এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নের উগ্র সম্প্রসারণ নীতির জন্য পৃথিবীতে আতঙ্ক ও নিরাপত্তা হীনতা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করলে ফ্রান্স ইতালি ইত্যাদি কমিউনিস্ট দলকে জঙ্গিপথের দিশা দেখিয়ে পশ্চিমে দুনিয়ার আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে। এইভাবে রাশিয়া ঠান্ডা লড়াই এর প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

e) বাস্তববাদী ব্যাখ্যা:—

হেন্স যে মারগেন থাউ এবং লুই যে হ্যালের নেতৃত্বে একদল ঐতিহাসিকের মতে ঠান্ডা লড়াই এর জন্য এককভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দায়ী ছিল না হয় উভয়পক্ষেই দায়ী ছিল, না হয় কোন পক্ষই দায়ী ছিল না আবার মরগানের মতে রুশ সম্প্রসারণ নীতি ও সাম্যবাদী আদর্শকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করেনি। আর অপরদিকে আমেরিকা ধনতান্ত্রিক জোটের রক্ষক হিসাবে রাশিয়াও মেনে নিতে চাইছিল না।

মূল্যায়ন:—

ঠান্ডা লড়াই শব্দটিকে মার্কিন উদ্যোগ প্রতি বার্নেট বারুদ সর্বপ্রথম ব্যবহার করলেও এবং ওয়াল্টার লিপম্যান শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তুললেও ইতিহাসে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী প্রভাব থেকে বিশ্ব রাজনৈতিক রক্ষার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সাম্যবাদের প্রসার ঘটায় তাই বলা যায় ঠান্ডা লড়াই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

Q2.কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (২০১৭)

ভূমিকা :- কিউবা হল ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপ। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্লাট চুক্তি দ্বারা কিউবার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করার অধিকার পায়।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট :-

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -এর পরবর্তীকালে ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত কিউবায় দ্বীপে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

এক স্বল্পকালীন দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যার নাম কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সংকট।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পটভূমি :-
কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পশ্চাতে সংঘটিত বিভিন্ন দিক গুলি হল –

(১) বাতিস্তা সরকারের ভূমিকা :-
১৮৯৮ খ্রি. স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর কিউবা উন্নতির লক্ষ্যে মার্কিন মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এই সুযোগে মার্কিন পুঁজিপতিরা কিউবার অর্থনীতির মূলভিত্তি আখের খেতের ৪০ ভাগ দখল করে নেয়। কিউবার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমেরিকা তার অনুগামী ফ্যালজেনিকো বাতিস্তাকে ১৯৫৪ খ্রি. রাষ্ট্রপতি পদে বসায়। কিন্তু তিনি মার্কিন পুঁজিবাদের তাঁবেদারে পরিণত হওয়ায় কিউবাবাসী বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়।

(২) ফিদেল কাস্ত্রোর ভূমিকা :-
বাতিস্তা সরকারের জনবিরোধী কাজকর্মের প্রতিবাদে কিউবার তৎকালীন ছাত্রনেতা ফিদেল কাস্ত্রো তীব্র সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ক্রমশ জনসমর্থন আদায় করে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্বারা বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটিয়ে কাস্ত্রো কিউবার ক্ষমতা দখল করেন (১৯৫৯ খ্রি. ১ জানুয়ারি)। কিউবার রাষ্ট্রপতি কাস্ত্রো এরপর পুঁজিবাদী আমেরিকার দিক থেকে সরে এসে রাশিয়া, চিন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিউবায় মার্কিন পুঁজিপতিদের চিনি কলগুলি জাতীয়করণ করেন। তার পাশাপাশি মার্কিন পুঁজিপতি গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন ব্যাংক ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলিও জাতীয়করণ করেন।

৩) কাস্ত্রো অপসারণে আমেরিকার ভূমিকা :-
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কাস্ত্রোর এরকম কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে নানাভাবে কাস্ত্রো সরকারের পতনের পরিকল্পনা নেয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের (CIA) গোপন সহায়তায় ১৪০০ ভাড়াটে সৈন্য মার্কিন জাহাজে করে কিউবার ফ্লোরিডা উপকূলের কাছে পিগ উপসাগরে পৌছোয়। বিদ্রোহীদের সহায়তার জন্য মার্কিন বি-২৬ বিমান প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কিউবার সেনাদল তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলে মার্কিন চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

(৪) কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি গঠন :-
কাস্ত্রো সরকার ৫০ লক্ষ কিউবাবাসীকে রক্ষার জন্য রাশিয়ার সাহায্যে কিউবাতে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রো রাশিয়া থেকে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র (IRBM Intermediate Range Ballistic Missiles) গোপনে আমদানি করে কিউবাতে প্রতিস্থাপন করেছিলেন।

আণবিক যুদ্ধ :-
এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে বিশ্ব এক ভয়াবহ আণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

ঠান্ডা লড়াইয়ের ওপর কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের প্রভাব কিউবায় রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির বিরুদ্ধে আমেরিকা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। রাশিয়াও পাল্টা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

(১) আমেরিকার প্রতিক্রিয়া :-
কিউবা আমেরিকার দক্ষিণসীমা ফ্লোরিডা থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কাজেই এখান থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র সহ সমস্ত পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তাই ব্যাহত করতে পারে। কিউবায় রাশিয়ার এই প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিটি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে অস্থির করে তোলে।

(২) কিউবা অবরোধ :-
বিচলিত কেনেডি কিউবায় আর কোনো ক্ষেপণাস্ত্র যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তার চতুর্দিকে নৌ-অবরোধের আদেশ দেন। সেই সঙ্গে ২২ অক্টোবর (১৯৬২ খ্রি.) এক বেতার ঘোষণা মারফত বিশ্ববাসীকে এই ব্যবস্থার কথা জানিয়েও দেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, কিউবাগামী সমস্ত জাহাজ, এমনকি সোভিয়েত জাহাজও যথাযথ অনুসন্ধানের পরই কিউবায় ঢোকার অনুমতি পাবে।

(৩) রাশিয়ার প্রত্যুত্তর :-
মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির ঘোষণায় রাশিয়ায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সোভিয়েত সরকার তার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়। সেনাবিভাগের কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয় এবং সবাইকে কাজে যোগ দিতে বলা হয়। এমনকি আসন্ন বিদায়ী কর্মচারীদের অবসরগ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। সেইসঙ্গে রাশিয়া দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দেয় যে, কিউবাগামী কোনো সোভিয়েত জাহাজ পথমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হলে যেন সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানো হয়।

(৪) রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগ :-
কিউবা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তিনপক্ষই রাষ্ট্রসংঘে বিষয়টি উত্থাপন করে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উথান্ট এবং বিশ্বের জোটনিরপেক্ষ বিভিন্ন রাষ্ট্র দু-পক্ষের কাছেই শান্তিরক্ষার অনুরোধ জানাতে থাকে। শেষপর্যন্ত ২৭ অক্টোবর (১৯৬২ খ্রি.) রুশ প্রধানমন্ত্রী কুরুশ্চেভ মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডিকে জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

কিউবা আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিউবা থেকে যদি নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় এবং তুরস্ক থেকে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি যদি অপসারণ করা হয় তাহলে রাশিয়াও কিউবা থেকে সমস্ত সামরিক বাহিনী অপসারণ করবে।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের অবসান :-

২০ নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রি. সোভিয়েত রাশিয়া কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সরিয়ে নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কিউবার বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ তুলে নেয়। এইভাবে দুই মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধির প্রভাবে বিশ্ব একটি সর্বনাশা মহাযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পায়।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের গুরুত্ব :-
কিউবা সংকটের স্থায়িত্বকাল সামান্য হলেও বিশ্ব রাজনীতিতে এই ঘটনার ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(১) যুদ্ধোদ্যোগ হ্রাস
এই সংকটের ফলেই শেষপর্যন্ত মস্কো ও ওয়াশিংটনের তরফে যুদ্ধাদ্যোগ হ্রাস পেতে থাকে।

(২) যানবতার জয়
এই সংকটকে কেন্দ্র করে বিশ্ব একটি ভয়ঙ্কর দিকে যাত্রা করলেও শেষ পর্যন্ত হিংসার বিরুদ্ধে সংযম, শুভবুদ্ধি ও মানবতাবাদ জয়যুক্ত হয়। ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পায়।

(৩) পারস্পরিক আলোচনা
আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়শক্তিই এরপর থেকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের পথ গ্রহণ করে। ফলে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে।

(৪) অস্ত্র হ্রাস :-
এই সংকটের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হল পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে আণবিক বোমা পরীক্ষার ওপর আংশিক বাধানিষেধ আরোপ হয়।

(৫) হটলাইন স্থাপন :-
কিউবা সংকটের পরোক্ষ প্রভাবে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগের জন্য হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিনের মধ্যে হটলাইন যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

(৬) কিউবায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :-
শেষ পর্যন্ত কিউবায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার :- আমেরিকার ভূখণ্ডের কাছাকাছি অবস্থিত পশ্চিম গোলার্ধের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল কিউবা। কিউবার সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপ এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তার সুসম্পর্ক আমেরিকার সামনে রাজনীতির নতুন সমীকরণ তৈরি করে।

Q2. ট্রুম্যান নীতি কী? মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল ? 4+4

❐ **ভূমিকা :** 1947 খ্রিস্টাব্দের 12 মার্চ মার্কিন সিনেটের এক যৌথ অধিবেশনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণ বা সশস্ত্র সংখ্যালঘু কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর যে-কোনো দেশকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেবে যা তাঁর নাম অনুসারে 'ট্রুম্যান নীতি' নামে পরিচিত।

❐ **পটভূমি:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলির আর্থিক সংকটের সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। এরপর সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রিস ও তুরস্কে সাম্যবাদের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়। গ্রিসে সাম্যবাদের প্রসার প্রতিরোধ করার জন্য আমেরিকা এই ঘোষণা করে।

❐ **উদ্দেশ্য :** এই নীতি ঘোষণার পশ্চাতে আমেরিকার কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। এগুলি হল :
(i) সাম্যবাদের প্রতিরোধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদকে প্রতিরোধ করার জন্য আমেরিকা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই নীতি গ্রহণ করে।
(ii) অস্ত্র বিক্রি: এই নীতি ঘোষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অর্থসাহায্যের নাম করে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিকে অস্ত্র বিক্রি করা।
(iii) বাণিজ্যের প্রসার: সবশেষে, মার্কিন শিল্পজাত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

❐ **গুরুত্ব :**
(i) তুরস্কে সাম্যবাদের প্রতিরোধ: রাশিয়া ও তার সাম্যবাদী মতাদর্শ থেকে তুরস্ককে প্রভাবমুক্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর অর্থসাহায্য করে। তুরস্কের স্বাধীনতা অটুট থাকে ।
(ii) গ্রিসে কমিউনিস্টদের দমন: গ্রিসের রাজতন্ত্রী সরকারকে কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য আমেরিকা 400 মিলিয়ন ডলার সাহায্য করে। মার্কিন সাহায্যে বলীয়ান হয়ে গ্রিস কমিউনিস্টদের দমন করে।
(iii) ইরানের সঙ্গে চুক্তি: সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত করার জন্য ইরানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থসাহায্য করে এবং ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করে। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল ইরানের তেলের খনিগুলিকে দখল করা।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

(iv) ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনা: ট্রুম্যান নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমি দেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতা করে। ফলে মার্কিন পুঁজিবাদের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাত ঘটে এবং ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়।

❐ মার্শাল পরিকল্পনা:
1947 খ্রিস্টাব্দের 5 জুন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি মার্শাল হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায়— যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ইউরোপীয় দেশগুলিকে আমেরিকার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের জন্য সাম্যবাদের প্রসার ঘটছে। তাই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থসাহায্য করবে এই অর্থ দিয়ে। তারা নিজেদের দেশকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর করবে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত কোনো পরিকল্পনায় এই অর্থ ব্যয় করা চলবে না। এটি 'মার্শাল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত।

❐ মার্শাল পরিকল্পনা উদ্দেশ্য:-
(i) যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দেশগুলিকে অর্থসাহায্য করে সোভিয়েত সাম্যবাদ থেকে মুক্ত রাখা।
(ii) অর্থসাহায্য গ্রহণকারী দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি গ্রহণের ওপর আমেরিকার প্রভাব বিস্তার করা।
(iii) অর্থসাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলিকে মার্কিন নীতিতে আস্থাভাজন তৈরি করা ও মার্কিন জোটের শক্তি বৃদ্ধি করা।
(iv) অর্থসাহায্য দিয়ে পূর্ব ইউরোপের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে মার্কিন পণ্যের বাজার তৈরি করা।

❐ গুরুত্ব :-
(i) ইউরোপের উন্নয়ন: মার্শাল পরিকল্পনার আর্থিক সাহায্য পেয়ে ইউরোপের শিল্পক্ষেত্রে 1/4 অংশ এবং কৃষিতে 1/10 অংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে ইউরোপের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
(ii) 16টি দেশকে সাহায্য: এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকা 16টি দেশকে 1,200 কোটি ডলার সাহায্য করে। এতে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির অর্থনীতির উন্নতি ঘটে।
(iii) মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস: মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে অর্থ সাহায্য পেয়ে পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্সের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।
(iv) কমিউনিস্টদের পরাজয়: আমেরিকার কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়ে গণতান্ত্রিক দলগুলি নির্বাচনে কমিউনিস্টদের পরাজিত করে।
(v) ঠান্ডা লড়াই শুরু: আমেরিকার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে গণতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী জোটের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে রাশিয়া ও আমেরিকা এই দুই জোটের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়।
(vi) সমাজতান্ত্রিক জোট গঠন: মার্শাল পরিকল্পনার জবাব দেওয়ার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া তার অনুগত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কমিকন (COMECON) গঠন করে।

❐ মূল্যায়ন: ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়। সাম্যবাদের প্রসার রোধ হয় এবং ইউরোপের আর্থিক উন্নতি ঘটে। 1952 খ্রিস্টাব্দে প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার পর মার্শাল পরিকল্পনার অবসান হয়।

Q3.জোট নিরপেক্ষ বলতে কী বোঝো? ভারতে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের কারণ ও উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করো।

✍ **জোট নিরপেক্ষ নীতি:—**
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গোটা বিশ্ব পরস্পর বিরোধী জোটে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ঠান্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়। স্বাধীনতার পর ভারত বর্ষ এই দুই বিবাদমান জোটের কোনটিতে যোগ না দিয়ে সব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব বা সম দূরত্ব বজায় রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা জন্য নিরপেক্ষ নীতি বলে। জোট নিরপেক্ষ নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে J. Bartan বলেছেন জোট নিরপেক্ষতা বল তুই বোঝায় সমাজতান্ত্রিক জোট ও ইঙ্গ মার্কিন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে দূরে সরে থেকে বিদেশ নীতির নির্ধারণ ও পরিচালনা করা। পশ্চিমী পণ্ডিতেরা দুইশক্তি জোট থেকে বন্ধুত্ব বা সম দূরত্বের নীতি গ্রহণের নীতি কে নির্জট ব্যবস্থা বলে থাকেন। আবার অনেকেই বলেছেন জোট নিরপেক্ষ বা নির্জট আন্দোলন ছিল ঠান্ডা লড়াই এর বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের সঙঘবদ্ধ প্রতিবাদ।

ভারতবর্ষে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের রূপকার ও প্রথম প্রবক্তা জহরলাল নেহেরু মনে করেন সামরিক জোটের প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্ব শান্তি আনা যায় না বরং সামরিক জোট যুদ্ধ সৃষ্টি করে। স্বাধীন ও পক্ষপাতি নীতি গ্রহণ করে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নেহেরুর প্রধান লক্ষ্য।

জোট নিরপেক্ষ নীতির গঠনের কারণ বা উদ্দেশ্য:—
১. ভৌগোলিক অবস্থান:—
ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের পররাষ্ট্র নীতি গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে ভারত অবস্থিত হওয়ার ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সচ্ছল তাই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারতের নেতৃত্বদানের বিষয়টি ছিল স্বাভাবিক।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

২. আদর্শগত উপাদান:—
গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতির অনুরাগী ছিলেন মৌর্য সম্রাট অশোক। তিনি অহিংসার আদর্শে তার সাম্রাজ্য শাসন করতেন। অনুরূপভাবে শান্তিবাদী আদর্শের দাঁড়ায় ভারতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। তাই তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করতেন যে শান্তিপূর্ণ উপায় আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

৩. জাতীয় সংরক্ষণ:—
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল অনুন্নয়ন বা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের নেতৃবৃন্দ ধনতান্ত্রিক জোট বা সমাজতান্ত্রিক জোট কোনটিতে যোগ না দিয়ে মিশ্র অর্থনৈতিক গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪. রাজনৈতিক কারণ:—
স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু রাজনৈতিক দিক থেকে পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ কোনটিতে সমর্থন করেননি তিনি ঠান্ডা লড়াই এর যুগে এই আদর্শকে সমর্থন না করে দুটি থেকে সম দূরত্ব বজায় রাখেন " বিশ্বের পক্ষে ও আমাদের পক্ষে যা ক্ষতিকর তা আমরা নিরদ্রিধায় নিন্দা করব"।

৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান:—
সদ্য স্বাধীনতার প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মনে হয়েছিল বিবাদমান জোটে যোগদান করলে তারা আরো বিবাদে জড়িয়ে পড়বে ফলে বিশ্ব শান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। তাই তারা জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে স্থিতিশীল অবস্থা বাজায় রাখতে চেয়েছিল।

উপসংহার:—
তৃরুটি বিচ্যুতি সাফল্য ব্যর্থতার বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিশ্ব রাজনীতিকে আলোড়িত করে তোলে। তবে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আদর্শ নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা এক মেরু বিশ্ব ও নেতৃত্ব দানের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে।

___অষ্টম অধ্যায়___

1. সার্কের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করো। এর উদ্দেশ্য কী ছিল?
OR, SAARC কী? এর গঠন বা উদ্দেশ্য কি ছিল? এর মূল্যায়ন করো?

✍ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্বে যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছিল তেমনি আঞ্চলিক সহায়তার জন্য গোটা বিশ্বে বহু সংগঠন (SEATO, CENTO, ASIAN) গড়ে উঠেছিল। 1985 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি কে নিয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে SAARC বা সার্ক বলে।

সম্পূর্ণ নামঃ- South Asian Association for Regional Co- Operation.

সদর দপ্তরঃ- SAARC - এর সদর দপ্তর হল নেপালের কাঠমান্ডু।

সদস্য রাষ্ট্রঃ- 1985 খ্রি: SAARC- এর প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য ছিল সাতটি দেশ।যথা- ১) ভারত, ২) বাংলাদেশ, ৩) নেপাল, ৪) ভুটান, ৫) পাকিস্তান, ৬) মালদ্বীপ, ৭)শ্রীলঙ্কা । সম্প্রতি 2007 সালে আফগানিস্তান SAARC-এর সদস্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

SAARC প্রতিষ্ঠার পটভূমি :-
জিয়াউর রহমানের শ্রীলঙ্কা সফর:- 1979 খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জিয়াউর রহমান শ্রীলঙ্কা সফরে গেলে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি কে নিয়ে এক সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন।

SAARC প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ:- জিয়াউর রহমানের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের বিদেশমন্ত্রী 1983 খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্মেলনে SAARC প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

SAARC এর প্রতিষ্ঠা:- 1950 খ্রিস্টাব্দে এইসব রাষ্ট্রগুলি মিলিত হয়ে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনের জন্য SAARC প্রতিষ্ঠা করেন।

SAARC এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য :-
1985 খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি SAARC প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য গুলি হল:-

১) উন্নয়নের প্রসার:- এই সংগঠনের সদস্য রাষ্ট্র গুলির অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক দিক থেকে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রসার ঘটানো।

২) জনকল্যাণ:- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৩) আত্মনির্ভরতা:- সদস্য রাষ্ট্রগুলো কে সকল দিক থেকে সাহায্য দিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলা।

৪) নিরাপত্তা রক্ষা:- দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা করা ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ করা।

৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক লেনদেন:- সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আর্থিক ও সামাজিক সাহায্য প্রদান করা।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

৬) সাংস্কৃতিক লেনদেন:- দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলি তথা সদস্য রাষ্ট্র গুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক লেনদেন করা।

৭) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার:- ব্যবসা-বাণিজ্যের আমদানিকৃত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে রপ্তানি করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

৮) অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা:- সদস্য রাষ্ট্রগুলির একে অপরের ভৌগোলিক অখন্ডতা বজায় রাখা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

৯) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান:- সদস্য রাষ্ট্র গুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা।

SAARC এর মূল্যায়ন :-

1985 সালে SAARC একাধিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় এই সার্ক বা SAARC এর বিশেষ ভূমিকা পালন করা হয়।

১) সহযোগিতা প্রদান:- SAARC দক্ষিণ এশিয়ায় সদস্য রাষ্ট্র গুলির মধ্যে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা প্রদান করে এবং সদস্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ভূমিকা পালন করে।

২) কর্মসূচির বাস্তবায়ন:- SAARC নেপালের কাঠমান্ডু তে সদর দপ্তর স্থাপন করে কর্মসূচি গুলির বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছে।

৩) অর্থনৈতিক লেনদেন:- SAARC দক্ষিণ এশিয়ার সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে লেনদেনের জন্য সুব্যবস্থা করেছে। বাণিজ্যিক সহযোগিতায় স্থাপন করেছে।

৪) সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ:- দক্ষিণ এশিয়া তথা গোটা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ করার জন্য সার্ক বা SAARC পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫) ভিসা সমস্যার সমাধান:- SAARC দক্ষিণ এশিয়ার সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভিসা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৬) খাদ্য নিরাপত্তা:- SAARC পার্শ্ববর্তী দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৭) শিশু কল্যাণ ও পুরস্কার:- SAARC দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শিশু কল্যাণ মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক বহু কীর্তি ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে মাত্র সাতটি দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত হলেও, এই সংগঠনটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে গেছে।

2. বি-উপনিবেশীকরণ বলতে কী বোঝ? এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তাৎপর্য আলোচনা করো ?

3. স্বাধীন ভারতের প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর ?

সূচনা:-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। অধ্যাপক এইচ.ডি. ডিকিনসন বলেছেন **"অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হলো প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া সেখানে কি দ্রব্য কত পরিমানে উৎপাদিত হবে, কিভাবে, কখন, কোথায় উৎপাদিত হবে এবং শেষে কাদের মধ্যে বন্টিত হবে তাকেই বোঝায়।"**

উদ্দেশ্য:- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গঠনের পেছনে মূলত যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো:- 1. দ্রুত দারিদ্র দূরীকরণ; 2. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও তার ব্যবহার, 3. আঞ্চলিক স্তরে সুষম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি 4. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষা; 5.ভূমিসংস্কার।

এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তবে প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী ::-

পরিকল্পনা দেশের সম্পদ নিয়োজিত করে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়এর বার্ষিক পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মাত্রা প্রসার এর বিষয় মাথায় রেখে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

বৈশিষ্ট্য:- 1. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার করা। 2. মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ করা। 3. দেশের আর্থিক অর্থনীতি ত্বরান্বিত করা এবং সেই উদ্দেশ্যে রাস্তা তৈরি, পরিবহন সম্প্রসারণ, সেচ বন্টন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। 4. খাদ্য সঙ্কট দূর করা, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও আর্থিক অসমতা দূর করা প্রভৃতি।

বাস্তবায়ন :-

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ছিল 2378 কোটি টাকা। এর মধ্যে উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয়এর জন্য 17.5%, সেচ প্রকল্পের জন্য 8.1%, যোগাযোগ উন্নতির জন্য 28 শতাংশ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য 12.9 শতাংশ , শিল্পের জন্য আর মাত্র 8.4% বরাদ্দ হয়। এই পরিকল্পনায় 200 কোটি টাকা বিদেশি সাহায্য এসেছিল আমেরিকা ও বিশ্ব ব্যাংক থেকে।পরিকল্পনায় নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছিল প্রায় 370 মাইল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

সীমাবদ্ধতা:-

এই পরিকল্পনায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল যথা:-

1. এই পরিকল্পনা কালে ভারী শিল্প স্থাপনের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছিল 2.পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য স্বল্প মেয়াদী প্রকল্পগুলি উপেক্ষিত হয়

3. সর্বোপরি পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ 2378 কোটি টাকা হলেও বাস্তবে দেখা যায় খরচ হয়েছিল মাত্র 1960 কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:-

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং বেসরকারি উদ্যোগ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনায় প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ এর মডেল এর উপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়, তাই এই পরিকল্পনাকে নেহেরু -মহলানবিশ মডেল ও বলা হয়।

উদ্দেশ্য:-

1. জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা, 2.জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, 3. প্রাথমিক ও ভারী শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দ্রুত শিল্পায়ন করা, 4. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা, 5.কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটানো।

পদক্ষেপ ও অগ্রগতি ::- এই পরিকল্পনায় ব্যয় করা হয় 4800 কোটি টাকা তবে পরিকল্পনা সাফল্য আশানুরূপ হয়নি। এই পরিকল্পনায় যানবাহন, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ, সেচ, বিদ্যুৎ শিল্প ও খনিতে অধিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে বলা হয়েছিল।

ত্রুটি:-

1.ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য কারণে 4 হাজার 600 কোটি টাকা করা হয়।

2. কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এই পরিকল্পনা পৌঁছাতে পারেনি।

3. কয়লা এবং ইস্পাত উৎপাদন ও তার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ছিল।

গুরুত্ব:-এই পরিকল্পনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।-

1. এই পরিকল্পনার শক্তি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছিল

2. ভারী শিল্প ও শিল্প প্রযুক্তির অগ্রগতি ও যথেচ্ছ হয়েছিল। যেমন এই পরিকল্পনার কালেই ইংল্যান্ডের সহায়তায় দুর্গাপুরে, জার্মান সহায়তায় রাউরকেল্লা এবং রাশিয়ার সহযোগিতায় বোকারো ও ভিলাই তে লৌহ ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে।

3. অন্তত 90 লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:-

সরকার 1961 খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য:-

1. প্রতি বছর 6 শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি

2. খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়া

3. ইস্পাত রসায়ন জ্বালানি-বিদ্যুৎ শিল্পে সম্প্রসারণ।

4. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ।

5.বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বন্টন ইত্যাদি।

পদক্ষেপ ও অগ্রগতি:-

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যয় করা হয় 11 হাজার 600 কোটি টাকা। পরিকল্পনায় 30 শতাংশ কৃষি উৎপাদন 70% শিল্প উৎপাদন এবং 30% জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয় কিন্তু এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয় কারণ 1962 খ্রিস্টাব্দে ভারত চীন যুদ্ধ, 1965 খ্রিস্টাব্দে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, 1964-1965 তে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে সাহায্য করেছিল। এগুলির ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনই পরিকল্পনা খাতের একটি অংশ প্রতিরক্ষা খাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

মূল্যায়ন:-

এই পরিকল্পনায় মাত্র 1 কোটি 45 লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল ফলে বেকার সমস্যার সমাধান ঘটেনি। এ কারণে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ যথেষ্ট ভাবে বেড়ে যায়।তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতার ফলে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ধাক্কা খায় তাই চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হলেও তার প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে এই তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা ভারতবর্ষের আর্থিক কাঠামো মজবুত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয় এবং তা কিছুটা সফলও হয়।

******ॐ*****

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার" (দ্বিতীয় অধ্যায়)

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ::-

1. আমেরিকা মহাদেশ কে আবিষ্কার করেন?
✍ ইতালীয় নাবিক তথা স্পেনীয় অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিঃ আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন।

2. ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে পোর্তুগিজ বাণিজ্যকুঠি ছিল?
✍ ভারতের বোম্বাই, গোয়া, কোচিন, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, চট্টগ্রাম, হুগলি প্রভৃতি স্থানে পোর্তুগিজ বাণিজ্যকুঠি গড়ে উঠেছিল।

3. জে. এ. হবসনের বইটির নাম কী?
✍ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জে. এ. হরসনের বিখ্যাত বইটির নাম 'Imperialism: A Study (সাম্রাজ্যবাদ : একটি সমীক্ষা')। ১৯০২ খ্রিঃ প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

4. হিলফারডিং-এর লেখা বইটির নাম কী ?
✍ হিলফারডিং-এর লেখা বিখ্যাত বইটির নাম Finance Capital। গ্রন্থটি ১৯১০ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।

5. বাণিজ্যিক পুঁজি/মূলধন কাকে বলে?
✍ শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশগুলিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় তথা বাণিজ্যের সূত্রে যে বিপুল পরিমাণ মূলধন গড়ে তোলে, তা 'বাণিজ্যিক পুঁজি' বা 'বাণিজ্যিক মূলধন' নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লবের সুবাদে এই বাণিজ্যিক পুঁজি ক্রমে শিল্প মূলধনে পরিণত হয়ে তাদের মুনাফাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

6. মার্কেন্টাইলবাদ কী?
✍ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ইউরোপে যে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ সমালোচনার সুরে তাকে 'মার্কেন্টাইলবাদ' নামে অভিহিত করেছেন। বুলিয়ান সঞ্চয়, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, শুল্ক প্রাচীর গড়ে তুলে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি, সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি মার্কেন্টাইলবাদী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য।

7. কোন্ ইউরোপীয় দেশ চিনের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল?
✍ ষোড়শ শতকে (১৫১৬ খ্রিঃ) মিং রাজবংশের অধীনে পোর্তুগিজরাই চিনের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

8. ১৬১২ খ্রিঃ ভারতের কোথায় প্রথম ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়?
✍ ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুরাট বন্দরে ১৬১২ খ্রিঃ প্রথম ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি গড়ে ওঠে।

9. বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চিনের কোন্ দুটি বন্দর নির্দিষ্ট ছিল?
✍ ক্যান্টন ও ম্যাকাও।

10. লগ্নি পুঁজি কাকে বলে?
✍ অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিল্প বা বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফা যখন পুনরায় শিল্প বা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হয়, তখন তাকে লগ্নি পুঁজি বলা হয়। এইভাবে পুঁজিপতিদের হাতে অচিরেই 'পুঁজির পাহাড়' সঞ্চিত হয় এবং পাহাড়-প্রমাণ পুঁজি বিনিয়োগের নব নব ক্ষেত্র অনুসন্ধান সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দেয়।

11. 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলতে কী বোঝানো হয়?
✍ ইউরোপের কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাবিদ মনে করতেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত পশ্চাদপদ জাতিগুলিকে সভ্যতার আলোকে আলোকিত করার নৈতিকদায় ইউরোপীয় জাতিগুলির রয়েছে। এই তথাকথিত দায়বদ্ধতা 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বা 'সাদা চামড়ার দায়বদ্ধতা' নামে পরিচিত। ব্রিটিশ লেখক রুডইয়ার্ড কিপলিং, ফরাসি লেখক জুলি ফেরি প্রমুখ এই মতবাদের প্রবক্তা।

12. সোশ্যাল ডারউইনবাদের প্রবক্তা কে?
✍ সোশ্যাল ডারউইনবাদের প্রবক্তা হারবার্ট স্পেনসার।

13. ভাস্কো-দা-গামা কবে ভারতে আসেন ?
✍ পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮ খ্রিঃ ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে পদার্পণ করেছিলেন।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

14. কত সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়?
✍ ১৭৭৬ খ্রিঃর ৪ জুলাই আমেরিকাস্থিত 'ত্রয়োদশ ব্রিটিশ উপনিবেশ' একত্রে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই গঠিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

15. কোন্ দেশ 'মশলা দ্বীপপুঞ্জ' নামে বিখ্যাত ছিল?
✍ ইন্দোনেশিয়ার মালুকু দ্বীপ 'মশলা দ্বীপপুঞ্জ' নামে বিখ্যাত ছিল।

16. 'নতুন বিশ্ব' বলতে কী বোঝো?
✍ কলম্বাসের ভৌগোলিক অভিযানের সূত্রে আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব সামনে আসার পর ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা 'পুরাতন বিশ্ব' আর আমেরিকা 'নতুন বিশ্ব' নামে পরিচিতি পায়। 'নতুন বিশ্ব' নামকরণের কৃতিত্ব অপর স্পেনীয় অভিযাত্রী আমেরিগো ভেসপুচির প্রাপ্য। ১৫০৩ খ্রিঃ লেরেঞ্জো দ্য মেডিচিকে লেখা এক চিঠিতে কলম্বাস-আবিষ্কৃত মহাদেশকে তিনি 'Mundus Novus' বা 'নতুন বিশ্ব' নামে অভিহিত করেন।

17. 'ওয়েলথ্ অব নেশনস' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
✍ মার্কিন সেনাপতি কমোডোর পেরি ১৮৫৪ খ্রিঃ সর্বপ্রথম রচনা করেন।

18. কোন্ মার্কিন সেনাপতি সর্বপ্রথম জাপানে পদার্পণ করেন?
✍ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ খ্রিঃ 'ওয়েলথ্ অব নেশনস' গ্রন্থটি জাপানে পদার্পণ করেন।

19. সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে জে. এ. হবসনের মূল বক্তব্য কী ছিল?
✍ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাদাতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে. এ. হবসন। তাঁর বহুখ্যাত 'Imperialism: A Study (1902) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, পশ্চিমি দেশগুলিতে ধন-বণ্টনের বৈষম্যের ফলে পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর মূলধন জমে যায়। এই মাত্রাতিরিক্ত মূলধনের লগ্নির নব নব ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য তারা নিজের দেশের সরকারকে সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধ্য করে।

20. উপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝো?
✍ ল্যাটিন 'কলোনিয়া' শব্দটি থেকে এসেছে ইংরেজি 'কলোনি' বা উপনিবেশবাদ শব্দটির উদ্ভব, যার অর্থ 'মানব সমাজের একটি স্থানান্তরিত অংশ'। সাধারণভাবে উপনিবেশ বলতে বোঝায় রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ভূখণ্ড, যে ভূখন্ড উক্ত রাষ্ট্রের কাছে নির্দিষ্টভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ওই ভূখণ্ডের যাবতীয় সম্পদ আধিপত্যস্থাপনকারী দেশটির স্বাথে ব্যবহৃত হয়।

21. 'জাতি ও জাতি বৈষম্য' ধারণাটি কোন্ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল?
✍ 'জাতি ও জাতি বৈষম্যে'র ধারণাটির মূলে ছিল ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির দ্বারা নিজেদেরকে 'শ্রেষ্ঠতর' এবং এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে 'নিকৃষ্টতর' মনে করার মানসিকতা। এর দ্বারা ওই সকল অঞ্চলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল।

22. শিল্প বিপ্লব সর্বপ্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল?
✍ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

23. কোন্ মার্কিন সর্বপ্রথম জাপানে পদার্পণ করেন?
✍ কমোডর পেরি, ১৮৫৪ খ্রিঃ।

24. ক্যাপ্টেন কুক কোন্ কোন্ দেশ আবিষ্কার করেন?
✍ অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে ইংরেজ নাবিক ও আবিষ্কারক ক্যাপ্টেন কুক নিউজিল্যান্ড (১৭৬৯ খ্রিঃ), অস্ট্রেলিয়া (১৭৭০ খ্রিঃ) ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ (১৭৭৮ খ্রিঃ) আবিষ্কার করেন।

25. সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝায়?
✍ ল্যাটিন শব্দ 'ইম্পেরিয়াম' থেকে ইংরেজি 'ইম্পেরিয়ালিজম' বা সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি এসেছে, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'সামরিক কর্তৃত্ব'। প্রকৃত অর্থে, কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোনো রাষ্ট্রের উপর ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপনকেই সাম্রাজ্যবাদ বলা যেতে পারে। 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি ইতিহাসে বহুচর্চিত হলেও বর্তমানে যথেষ্টই নিন্দিত ও ঘৃণিত।

26. হবসন-লেনিন তত্ত্ব বলতে কী বোঝো?
✍ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য হলেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে. এ. হবসন এবং রুশতাত্ত্বিক ভি. আই. লেনিন। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

সম্পর্কে তাঁদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা 'হবসন-লেনিন তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে শিল্প বিপ্লবের ফলে পুঁজিপতিদের হাতে সঞ্চিত পাহাড়-প্রমাণ উদ্‌বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের নব নব ক্ষেত্র অনুসন্ধানকেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণরূপে দায়ী করা হয়েছে।

27. আফ্রিকা কেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ নামে পরিচিত ছিল ?
✍ সুপ্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপের তথাকথিত 'সভ্য' জাতিগুলির কাছে আফ্রিকা ছিল অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত এর উপকূল রেখা ভিন্ন অভ্যন্তর ভাগের কোনো তথ্যই ইউরোপবাসীর জানা ছিল না। তাই আফ্রিকাকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' বলা হয়েছে।

28. আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে 'কাড়াকাড়ি' শুরু হয়েছিল কেন?
✍ প্রথমত, আফ্রিকার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি লোভ। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের সামারিক গুরুত্ব । তৃতীয়ত, 'মন্‌রো নীতি'র জন্য আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় দেশগুলির বিস্তৃতির পথ রুদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কারণে ইউরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল।

29. আমেরিকা কবে স্বাধীনতা লাভ করে?
✍ ১৭৮৩ খ্রিঃ আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে।

30. ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা কবে গঠিত হয়?
✍ ১৯১০ খ্রিঃ।

31. ১৮১৬ খ্রিঃর সগৌলির সন্ধিতে কোন্ কোন্ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল?
✍ সিমলা, নৈনিতাল, মুসৌরি, কুমায়ুন, কুলু, মানালি, গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

32. কে কবে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ (পেগু) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন?
✍ বড়োলাট লর্ড ডালহৌসি ১৮৫২-১৮৫৩ খ্রিঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশকে (পেগু) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

33. গন্ডামাকের সন্ধি কবে, কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
✍ ১৮৭৯ খ্রিঃ লর্ড লিটন ও আফগান আমির শের আলির মধ্যে।

34. কোন্ কোন্ দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গঠিত?
✍ জাভা, সুমাত্রা, বালি এবং বোর্ণিও দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গঠিত হয়। হল্যান্ডের ডাচ বা ওলন্দাজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

35. আটলান্টিক ক্রীতদাস ব্যবসা বলতে কী বোঝো?
✍ আমেরিকায় কৃষি উৎপাদন সচল রাখতে আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকায় ক্রীতদাস রপ্তানির যে লাভজনক ব্যবসা গড়ে উঠেছিল, তা আটলান্টিক ক্রীতদাস ব্যবসা নামে পরিচিত।

36. 'ত্রয়োদশ উপনিবেশ' বলতে কী বোঝো?
✍ ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও ধর্মান্ধতায় অতিষ্ঠ হয়ে বহু ইংরেজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে আমেরিকায় বসবাস করতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে তারা আমেরিকাস্থিত ওলন্দাজ ও ফরাসি শক্তিকে বিতাড়িত করে আমেরিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে তেরোটি উপনিবেশ স্থাপনে সমর্থ হয়। এগুলিকে একত্রে 'ত্রয়োদশ উপনিবেশ' বলে।

37. শুল্ক সংরক্ষণ নীতিটি কী?
✍ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'শুল্ক সংরক্ষণ নীতি'। এই নীতির মূল কথা হল দেশীয় শিল্পপতিদের স্বার্থে নিজ দেশের পণ্য-শুল্ক যথাসম্ভব হ্রাস করে বিদেশি পণ্যে অত্যধিক হারে শুল্ক ধার্য করা। এই নীতিতে শুল্ক প্রাচীর গড়ে তুলে বিদেশি পণ্যের আমদানিতে বাধাদান করা হয়।

38. সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে লেনিনের মূল বক্তব্য কী ছিল?
✍ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাদাতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন রুশ তাত্ত্বিক ভি. আই. লেনিন। তাঁর বহুখ্যাত 'Imperialism: The Highest Stage of Capitalism' (১৯১৬ খ্রিঃ) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—পুঁজিবাদের জঠরে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। পুঁজিবাদীরা তাদের উদ্‌বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগ করে আরও মুনাফার উদ্দেশ্যে তারা অনগ্রসর দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। তবে উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্র সীমিত

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

হওয়ায় পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

39. 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্ব' বলতে কী বোঝো? তত্ত্বটিকে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছিল?

✍ ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তাঁর 'On The Origin of Species' গ্রন্থে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বে'-র অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে শুধু যোগ্যতম প্রাণীরাই বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি এই তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে ডারউইন-এর তত্ত্বকে নিজেদের স্বার্থপূরণকারী তত্ত্ব হিসেবে ব্যবহার করে এবং প্রচার করে যে, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবনধারণের উপকরণে ঘাটতি দেখা দিলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য বা শক্তিশালী জাতিই এই সংঘাতে জয়ী হয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকবে।

40. 'বুল নির্দেশনামা' বলতে কী বোঝো?

✍ সমুদ্রাভিযানের এলাকা নিয়ে প্রাথমিক পর্বের দুই অগ্রণী দেশ স্পেন ও পোর্তুগালের মধ্যে বিরোধ বাধলে তৎকালীন পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার ১৪৯৩ খ্রিঃ যে নির্দেশনামার মাধ্যমে দুই দেশের সমুদ্রাভিযানের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেন, তাকে 'বুল নির্দেশনামা' বলে।

41. ডেভিড লিভিংস্টোন কে ছিলেন?

✍ ধর্মপ্রচার ও মানব-কল্যাণের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে যেসকল খ্রিস্টান মিশনারি আফ্রিকায় এসেছিলেন, স্কট মিশনারি ডেভিড লিভিংস্টোন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। লন্ডন মিশনারি সোসাইটির সদস্য এই সমাজসেবী চিকিৎসক আফ্রিকায় দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি নীল নদের উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন।

42. বেলজিয়ামের উদ্যোগে 'কঙ্গো-ফ্রি-স্টেট' কবে গঠিত হয়?

✍ ১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ বেলজিয়ামের উদ্যোগে 'কঙ্গো ফ্রি-স্টেট' গঠিত হয়।

43. কোন্ ইউরোপীয় দেশ ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করে?

✍ পোর্তুগাল। পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রিঃ ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন।

44. 'নীল জল নীতি' কী?

✍ ভারতে পোর্তুগিজ বাণিজ্যকুঠির অধ্যক্ষ আলবুকার্কের সমুদ্রাভিমুখী সাম্রাজ্যবাদী নীতি 'নীল জল নীতি' নামে পরিচিত। তার এই নীতির মূল কথা ছিল, ভারতীয় ভূখণ্ডে দুর্গ নির্মাণ অপেক্ষা সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে আরও দৃঢ়তর করা। সামুদ্রিক শক্তির জোরেই তিনি গোয়া, মালাক্কা, হরমুজ প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন।

45. টমাস রো কে ছিলেন?

✍ ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত হিসেবে স্যার টমাস রো ১৬১৫ খ্রিঃ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। তিনি বেশ কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সমর্থ হন।

46. দূরপ্রাচ্য বলতে কী বোঝো?

✍ পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি প্রাচ্যদেশীয় চিন ও জাপানকে 'দূরপ্রাচ্য' বলে অভিহিত করেছিল। ভৌগোলিক দূরত্বের পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত নিজ সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের মোহে আচ্ছন্ন এই দুই দেশ বহির্বিশ্বের সঙ্গে সকল বিষয়েই স্বেচ্ছারোপিত দূরত্ব বজায় রেখে চলত। তাই এরা 'দূরপ্রাচ্য' হিসেবে অভিহিত হয়েছিল। ভারতীয় দৃষ্টিতে অবশ্য এদেরকে 'নিকট প্রাচ্য' বলাই সংগত।

47. মুক্তদ্বার নীতি/উন্মুক্ত দ্বার নীতি কী ?

✍ মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন হে চিনের খন্ডীকরণ রোধের জন্য এবং চিনে বিদেশিদের বাণিজ্যিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৯৯ খ্রিঃ এক ঘোষণার দ্বারা চিনকে উন্মুক্ত করে দেন। এটি 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' বা Open Door Policy নামে পরিচিত। বস্তুতপক্ষে চিনে মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল এই ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য। জওহরলাল নে একে 'অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন।

48. সিসিল রোডস্ কে ছিলেন?

✍ সিসিল রোডস্ ছিলেন একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী ও প্রশাসক। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যান্ডের উপনিবেশ স্থাপনে তিনি বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেন।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের মধ্যবর্তী অঞ্চল তিনি জয় করেন এবং স্থানটি তাঁর নামানুসারে 'রোডেশিয়া' নামে পরিচিত হয়।

49. 'বুয়র যুদ্ধ' কবে কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল?

✍ দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে বসবাসকারী ওলন্দাজরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল। এদের 'বুয়র' নামে অভিহিত করা হয়। ১৮৯৯ খ্রিঃ আফ্রিকার অরেঞ্জ ও ট্রান্সভালের বুয়রদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের 'যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংল্যান্ড জয়লাভ করে" এবং বুয়র রাজ্য দুটি অধিকার করে নেয়।

50. ইন্টারন্যাশনাল আফ্রিকান অ্যাসোসিয়েশন' (আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সংঘ) কবে কী উদ্দেশ্যে গঠিত হয়?

✍ ১৮৭৬ খ্রিঃ ব্রাসেলস্ সম্মেলনে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের উদ্যোগে 'ইন্টারন্যাশনাল আফ্রিকান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়।

আফ্রিকার কঙ্গোয় বেলজিয়ামের উপনিবেশ স্থাপনের স্বীকৃতি ও কঙ্গো উপত্যকার উন্নয়নের জন্য নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

51. 'ক্রুগার টেলিগ্রাম'//'জেমসন রেইড' কী?

✍ দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে হীরা ও সোনার খনি আবিষ্কৃত হলে ডা. জেমসনের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ ১৮৯৬ খ্রিঃ ট্রান্সভালে অভিযান করেন। তাঁর অভিযান প্রতিহত হয়। এই ঘটনা 'জেমসন রেইড' নামে খ্যাত। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই সাফল্যের জন্য ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট পল ক্রুগারকে টেলিগ্রাম করে অভিনন্দন জানান। এটি 'ক্রুগার টেলিগ্রাম' নামে খ্যাত। এই টেলিগ্রাম ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে।

52. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন্ কোন্ অঞ্চলে ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল?

✍ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্নাম, কোচিন-চিন, টংকিং ও কম্বোডিয়ায় ফরাসি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই চারটি রাজ্য নিয়ে ১৮৮৭ খ্রিঃ 'ফরাসি ইন্দোচিন' গড়ে ওঠে। পরে লাওস এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

53. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন্ কোন্ অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল?

✍ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

54. বর্ণবৈষম্য নীতি বলতে কী বোঝো?

✍ সাদা-কালো মানুষের ভেদাভেদ, অশ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মানুষের ঘৃণা, অবজ্ঞা ও নীপিড়ন থেকেই 'বর্ণবৈষম্য' কথাটির উৎপত্তি। আধুনিক যুগে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নীতি প্রচলিত ছিল। বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে আফ্রিকার কালো মানুষদের নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হতে হত।

55. নেলসন ম্যান্ডেলা কে ছিলেন?

✍ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। দীর্ঘ ২৭ বছরের কারাবাসের পর ১৯৯৪ খ্রিঃ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি 'গান্ধিজির মানসপুত্র' হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত।

56. 'নব্য সাম্রাজ্যবাদ' বলতে কী বোঝো?/কোন্ সময়কালকে 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলে অভিহিত করা হয় এবং কেন?

✍ প্রাচীন অথবা মধ্যযুগে 'সাম্রাজ্যবাদ' মূলত ভৌমিক অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ইউরোপের শিল্পায়িত দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহার লক্ষ্য ভূমি দখল নয়, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে সেই অঞ্চলের অর্থনীতি, প্রজাশক্তি ইত্যাদিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এই চরিত্র বদলই 'নব্য সাম্রাজ্যবাদ' নামে পরিচিত। ১৮৭১-১৯১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালকে 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়।

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি : নিয়মিত ও অনিয়মিত সাম্রাজ্য (তৃতীয় অধ্যায়)

****প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:-**

1. কোন্ চার্টার আইনে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বন্ধ হয়ে যায়?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ ১৮১৩ খ্রিঃর সনদ আইনে ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান হয় এবং অন্য যে-কোনো ব্রিটিশ কোম্পানির নিকট ভারতে বাণিজ্যের দরজা খুলে যায়।

2. নানকিং-এর সন্ধির দুটি শর্ত লেখো।
✍ প্রথম আফিম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চিন ব্রিটিশদের সঙ্গে অপমানজনক নানকিং-এর সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। এর দ্বারা—(ক) ক্যান্টন, সাংহাই, অ্যাময়, ফুচাও, নিংগপো—চিনের এই পাঁচটি বন্দর ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য ও বসবাসের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হয়, (খ) এই বন্দরগুলিতে ইউরোপীয়রা নিজস্ব কনসাল নিয়োগের অধিকার পায়; (গ) হংকং বন্দর চিরকালের জন্য ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়; (ঘ) 'কো-হং' প্রথা বাতিল হয়।

3. আলিনগরের সন্ধি কত খ্রিঃ কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
✍ ১৭৫৭ খ্রিঃর ৯ ফেব্রুয়ারি সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য, দুর্গ নির্মাণ ও নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের অধিকার পায়। এর ফলে কোম্পানির প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।

4. কোন্ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা জমিদারদের জমির উপর মালিকানা স্বত্ব দিয়েছিল?
✍ ১৭৯৩ খ্রিঃ বাংলা সুবায় লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জমির উপর মালিকানা স্বত্ত্ব প্রদান করেছিল। এই অধিকার বলে জমিদার রাজস্ব প্রদানে অক্ষম কৃষককে তার জমি থেকে উৎখাত করে তার জমি দখল করে নিতে পারত এইভাবে স্বাধীন কৃষক ক্রমে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়।

5. কে, কবে পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন?
✍ বড়োলাট লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৯ খ্রিঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে পাঞ্জাব রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পাঞ্জাবে প্রথম ব্রিটিশ প্রশাসক নিযুক্ত হন হেনরি লরেন্স।

6. সর্বশেষ চার্টার অ্যাক্ট কবে প্রবর্তিত হয়?
✍ ১৮৫৩ খ্রিঃ সর্বশেষ চার্টার অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়।

7. কোন্ আইন দ্বারা কলকাতায় সুপ্রিমকোর্ট (১৭৭৪ খ্রিঃ) স্থাপিত হয়?
✍ ১৭৭৩ খ্রিঃ রেগুলেটিং অ্যাক্টের দ্বারা ১৭৭৪ খ্রিঃ কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়।

8. পলাশির লুণ্ঠন বলতে কী বোঝো?
✍ পলাশির যুদ্ধের পর মসনদে বসে মিরজাফর লর্ড ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের প্রায় ১.৭০ কোটি টাকা ও অন্যান্য উপঢৌকন দান করেন। বাৎসরিক প্রায় দেড় লক্ষ পাউন্ড আয়ের জমিদারি কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হয়। ফলে রাজকোশ শূন্য হয়ে যায় এর ওপর কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে বাংলার আর্থিক সম্পদ শোষণ করতে থাকে। এই অবস্থাকে 'পলাশির লুণ্ঠন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

9. ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
✍ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এলিজা ইম্পে।

10. সূর্যাস্ত আইন বলতে কী বোঝো?
✍ লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বলা হয় যে, প্রতি বাংলা বছরের শেষ দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে জমিদার বা তালুকদারকে তাদের প্রদেয় রাজস্ব পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় তার সমগ্র জমিদারি বা জমিদারির অংশ বিশেষ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। এই বিধি 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত।

11. ক্যান্টন বাণিজ্য কাকে বলে?
✍ 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর' চিনের মাঞ্চুজু রাজবংশ বিদেশিদের সঙ্গে যাবতীয় সংযোগ ত্যাগ করে চলত, অন্যদিকে ইউরোপীয় জাতিগুলি চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে বদ্ধ পরিকর ছিল। এমতাবস্থায় চিনের আদালত ১৭৫৯ খ্রিঃ এক নির্দেশনামার দ্বারা একমাত্র ক্যান্টন বন্দরকেই বিদেশি বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করে। এইভাবে ক্যান্টন বন্দরকে কেন্দ্র করে চিনে বিদেশিদের যে এক-বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যপ্রথার সূচনা হয়, তা-ই 'ক্যান্টন বাণিজ্যপ্রথা' নামে পরিচিত।

12. ভারতে কবে রেলপথ প্রথম স্থাপিত হয়?
✍ বড়োলাট লর্ড ডালহৌসির উদ্যোগে ১৮৫৩ খ্রিঃ বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত ২১ মাইল রেল

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়।

13. 'দস্তক' কী?/ফারুকশিয়ারের ফরমান বলতে কী বোঝো?
✍ 'দস্তক' হল এক ধরনের বাণিজ্যিক ছাড়পত্র। ১৭১৭ খ্রিঃ মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমানে প্রাপ্ত এই অধিকার বলে কোম্পানি 'দস্তক' বা ছাড়পত্র দেখিয়ে বাংলায় বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চালাতে পারত।

14. ১৮১৩ খ্রিঃর সনদ আইনের গুরুত্ব কী ছিল?
✍ (ক) ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান হয় এবং অন্য যেকোনো ব্রিটিশ কোম্পানির জন্য ভারতে বাণিজ্যের দরজা খুলে যায়; (খ) এই আইনের ২৯ নং ধারায় বলা হয় যে, এখন থেকে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোম্পানি বছরে অন্তত এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। ভারতে ইংরেজ শাসনে এটাই প্রথম শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ।

15. কোন্ দুটি স্থানের মধ্যে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়?
✍ ১৮৫৩ সালে বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত ২১ মাইল দুরত্বে ভারতের প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়।

16. স্বত্ববিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন?
✍ বড়লাট লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৮ খ্রিঃ রাজ্যগ্রাসী স্তত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন।

17. চিনে মুক্তদ্বার নীতি কে প্রবর্তন করেন?
✍ মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন হে ১৮৯৯ খ্রিঃ চিনে মুক্তদ্বার নীতি (open door policy) ঘোষণা করেন।

18. কাও-তাও প্রথা কী ?
✍ চিনা সম্রাটের প্রতি বিদেশি রাষ্ট্রের বশ্যতা প্রকাশস্বরূপ নজরানা প্রদানকারী রাষ্ট্রগুলির দূতেরা চিনা প্রথা অনুযায়ী তিনবার নতজানু হয়ে নয়বার মাথা ঠুকে সম্রাটকে অভিবাদন জানাতেন। এই প্রথা 'কাও-তাও' প্রথা নামে পরিচিত।

19. কবে এবং কাদের মধ্যে বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়?
✍ ১৮০২ খ্রিঃ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

20. গ্যারান্টি ব্যবস্থা কাকে বলে ?
✍ ভারতে রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার 'গ্যারান্টি প্রথা'র প্রবর্তন করে। এই প্রথা অনুযায়ী বেসরকারি লগ্নিকারী সংস্থাগুলিকে তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ বা ভরতুকি প্রদানের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা ১৮৬৯ খ্রিঃ পর্যন্ত চালু ছিল।

21. 'অন্ধকূপ হত্যা' কী ?
✍ ইংরেজ কর্মচারী হলওয়েল অভিযোগ করেন যে, সিরাজ-উদ্-দৌলা ১৭৫৬ খ্রিঃর ২০ জুন কলকাতা দখল করার পর বন্দি ১৪৬ জন ইংরেজ সৈন্যকে একটি ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বিহীন ঘরে আটক করে রাখেন। পরদিন গরম ও শ্বাসকষ্টে ১২৩ জন সৈন্যকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ঘটনাকে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন।

22. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়?
✍ বড়োলাট লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রিঃ ২৪ নভেম্বর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল—ভারতে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় ভাষা, আইন, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় পন্ডিতদের এই কলেজে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা হয়।

23. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কী?
✍ ১৭৯৮ খ্রিঃ লর্ড ওয়েলেসলি—প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মূল বক্তব্য হল কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হলে—(ক) ইংরেজরা ওই রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব থেকে রক্ষা করবে; (খ) বিনিময়ে ওই রাজা তাঁর রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখতে ও তার ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য থাকবেন; (গ) ওই রাজার দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকবেন এবং (ঘ) কোম্পানির বিনা অনুমতিতে ওই রাজা অপর কোনো শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারবেন না।

24. ১৭৬০ খ্রিঃর বিপ্লব বলতে কী বোঝো?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রিঃ মিরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং মিরজাফরের জামাতা মিরকাশিমকে সিংহাসনে বসান। বিনা রক্তপাতে বাংলায় ক্ষমতার এই হস্তান্তর '১৭৬০ খ্রিঃর বিপ্লব' নামে পরিচিত।

25. সিরাজ-উদ্-দৌলার সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের দুটি কারণ উল্লেখ করো।
✍ ইঙ্গ-সিরাজ বিরোধের প্রধান কারণ হিসেবে—(ক) সিংহাসনে আরোহণের সময় কোম্পানি কর্তৃক তাঁকে কোনোরূপ উপঢৌকন প্রেরণ না করা; (খ) নবাবের নির্দেশ অমান্য করে কলকাতায় ইংরেজদের বলপূর্বক দুর্গ নির্মাণ; (গ) নবাবের অসৎ কর্মচারী কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় আশ্রয় দান ও নবাবের হাতে প্রত্যর্পণে অস্বীকার; (ঘ) দস্তকের অপব্যবহার; (ঙ) নবাবের আত্মীয় স্বজন ও পারিষদবর্গের সঙ্গে নবাব-বিরোধি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া—প্রভৃতিকে দায়ী করা যায়।

26. পলাশির বিতর্ক বলতে কী বোঝো?
✍ পলাশির যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিক পি. জে. মার্শাল, রজতকান্ত রায়, ব্রিজেন গুপ্ত প্রমুখ মুর্শিদাবাদ দরবারে অভিজাতবর্গের সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র, কোম্পানির বলপূর্বক দুর্গ নির্মাণ, দস্তকের অপব্যবহার প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে, এস. সি. হিল, সি. এ. বেইলি প্রমুখ নবাব সিরাজের অহমিকাবোধ, অর্থলোভ, কলকাতা আক্রমণ প্রভৃতিকে দায়ী করেছেন। এই বিতর্কই 'পলাশির বিতর্ক' নামে পরিচিত।

27. দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?
✍ ১৭৬৫ খ্রিঃ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি বাংলায় রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচারের ভার পায়, আর নবাবের হাতে থাকে ফৌজদারি বিচার ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব। এইভাবে দেওয়ানি ও নিজামতের দায়িত্ব দুই আধিকারিকের হাতে থাকায় যে অভিনব শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়, তা 'দ্বৈত শাসন' নামে পরিচিত।

28. মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায় কারা?
✍ ১৭৬৫ খ্রিঃ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে মহম্মদ রেজা খাঁ বাংলার এবং সিতাব রায় বিহারের 'নায়েব নাজিম' পদে নিযুক্ত হন। তারা কোম্পানির স্বার্থরক্ষার যন্ত্রে পরিণত হন।

29. কর্নওয়ালিস কোড বলতে কী বোঝো?
✍ ভারতে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা তথা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য বড়োলাট লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিঃ কিছু নিয়মাবলি প্রবর্তন ও বিধিবদ্ধ করেন। এটি 'কর্নওয়ালিস কোড' বা 'কর্নওয়ালিস সংহিতা' নামে পরিচিত।

30. আমিনি কমিশন কে কী উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন?
✍ ওয়ানের হেস্টিংস ১৭৭৬ খ্রিঃ আমিনি কমিশন গঠন করেন।

উদ্দেশ্য : (i) জমির সঠিক পরিমাপ নির্ধারণ, (ii) পাঁচসালা বন্দোবস্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ এবং (ii) নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্যানুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

31. শোর-গ্রান্ট বিতর্ক বলতে কী বোঝো?
✍ লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে ভূমিরাজস্বের প্রকৃতি নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। কোম্পানির রাজস্ব বিভাগের প্রধান স্যার জন শোর বলেন যে, মোগল আমলে জমিদাররাই ছিলেন জমির মালিক, তাই তাদের সঙ্গেই জমি বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্যদিকে, কোম্পানির দলিল বিভাগের প্রধান গ্রান্ট বলেন যে, মোগল আমলে সরকার ছিলেন জমির মালিক, তাই সরকারী তত্ত্বাবধানেই জমির বন্দোবস্ত করা উচিত। এই বিতর্কই শোর-গ্রান্ট বিতর্ক নামে পরিচিত।

32. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পশ্চাতে কর্নওয়ালিসের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
✍ (1) বাৎসরিক বা সময়ানুক্রমিক নিলাম ব্যবস্থার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি। (II) চিরকালীন। ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব লাভ এবং (III) কোম্পানির অনুগ্রহ পুষ্ট একটি অভিজাত শ্রেণি গড়ে তোলা, যারা সরকারের প্রধান সমর্থক রূপে কাজ করবে।

33. রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝো?
✍ ১৮২০ খ্রিঃ স্যার টমাস মনরো ও ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার রিড দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

করেন। এই ব্যবস্থায় সরকার সরাসরি রায়ত বা কৃষকের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত করত, কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর সঙ্গে নয়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের মোট খরচ বাদ দিয়ে যা বাকি থাকবে তার ৫০ শতাংশ রায়তদের ভূমিরাজস্ব হিসেবে নির্ধারিত হত। রায়ত সরাসরি সরকারের কাছে রাজস্ব প্রদান করত বলে এই ভূমিব্যবস্থা 'রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত।

34. মহলওয়ারি বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝো?

✍ হোল্ট ম্যাকেঞ্জি ও এলফিনস্টোন ১৮২২ খ্রিঃ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লি অঞ্চলে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক—একটি 'মহল' বা তালুক সৃষ্টি করা হত এবং কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যৌথভাবে রাজস্ব দেবার শর্তে ওই মহলের ইজারা দেওয়া হত। 'মহল' ধরে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত বলে এই ব্যবস্থা মহলওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত।

35. অবশিল্পায়ন বলতে কী বোঝো?

✍ অবশিল্পায়ন হল শিল্পায়নের বিপরীত অবস্থা। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে কোম্পানির শোষণ ও নিপীড়ন, ব্রিটিশ পণ্যের অবাধ আমদানী, বৈষম্যমূলক শুল্ক নীতি প্রভৃতির ফলে চিরাচরিত ভারতীয় কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্প নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং কৃষি নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরা এই অবস্থাকে অবাশপায়ন' আখ্যা দিয়েছেন।

36. বক্সারের যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল?

✍ ১৭৬৪ খ্রিঃ বাংলার পলাতক নবাব মিরকাশিম ও তাঁর সহযোগী অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা এবং দিল্লির মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনির সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

37. 'অ্যাকওয়ার্থ কমিটি'র দুটি সুপারিশ উল্লেখ করো।

✍ ভারতীয় রেলব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ১৯১৯ খ্রিঃ স্যার উইলিয়াম অ্যাকওয়ার্থের সভাপতিত্বে গঠিত 'অ্যাকওয়ার্থ কমিটি' যে সুপারিশ প্রদান করে, তাতে রেলব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতি পাঁচ বছরে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ, দেশের সাধারণ বাজেট থেকে রেল বাজেটের পৃথকীকরণ, রেলপথের ওপর বেসরকারি নিয়ন্ত্রণের অবসান, সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতির কথা বলা হয়।

38. নজরানা প্রথা বলতে কী বোঝো?

✍ 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর' রূপে চিনের সম্রাটের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ কোরিয়া, আন্নাম, শ্যামদেশ, জাপান প্রভৃতি প্রতিবেশি দেশগুলির প্রতিনিধিরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চিনের সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে প্রচুর অর্থ বা উপঢৌকন প্রদান করতে বাধ্য থাকত। এটি নজরানা প্রথা নামে পরিচিত ছিল।

39. ক্যান্টন বাণিজ্যের অবসান কীভাবে ঘটেছিল?

✍ ক্যান্টন বাণিজ্যে আরোপিত নানা ধরনের কঠোর শর্ত ও অপমানজনক প্রথা সমানাধিকারের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী বিদেশি জাতিগুলির কাছে প্রতিবন্ধকস্বরূপ ছিল। তাই তারা এই প্রথার অবসানে বদ্ধপরিকর ছিল। শেষপর্যন্ত প্রথম আফিম যুদ্ধে (১৮৩৯-৪২) চিনের পরাজয়ের ফলে ইংরেজরা চিনের উপর অপমানজনক নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২) চাপিয়ে দেয় এবং ক্যান্টন বাণিজ্যপ্রথার অবসান ঘটে।

40. চিনের শতাব্দীব্যাপী অবমাননা বলতে কী বোঝো?

✍ ১৮৩৯ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৯ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় একশত বছর ব্যাপী বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে চিনের উপর বিভিন্ন বৈষম্যমূলক চুক্তি চাপিয়ে দেয় ও চিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হতে থাকে। একেই চিনের প্রতি শতাব্দীব্যাপী অবমাননা বলা হয়।

41. সম্পদের বহির্গমন/'Drain of wealth' বলতে কী বোঝো?

✍ পলাশির যুদ্ধের পর থেকে, বিশেষত কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে কোম্পানি, কোম্পানির কর্মচারীরা এবং বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা বাংলা থেকে নানান বৈধ-অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে স্বদেশে পাঠাতে থাকে। এইভাবে ভারত থেকে ব্যাপক হারে সম্পদ ইংল্যান্ডে চলে যাওয়াকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরা সম্পদের বর্হিগমন' আখ্যা দিয়েছেন।

42. চিনের রুদ্ধদ্বার নীতি কী ছিল?

✍ 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর' রূপে চিনের মঞ্চু রাজবংশ বিদেশি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নিকৃষ্টতর মনে

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

করে তাদের সঙ্গে যাবতীয় সংযোগ ত্যাগ করে চলত। নানাবিধ কঠোর ও অপমানজনক বিধি-নিষেধের প্রাচীর গড়ে তুলে বিদেশিদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র রাখার এই চিনা মানসিকতা 'চিনের রুদ্ধদ্বার নীতি' নামে পরিচিত।

43. স্বত্ববিলোপ নীতি কী?

✍ ১৮৪৮ খ্রিঃ লর্ড ডালহৌসি—প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে বোঝায়, কোম্পানি সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সেই রাজ্য কোম্পানির অধিকারে আসবে, ওই রাজার কোনো দত্তক 'পুত্রের উত্তরাধিকার স্বীকার করা হবে না। তবে কোম্পানির আশ্রিত করদ রাজ্য এবং স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে ওই নীতি প্রযুক্ত হবে না।

44. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ?

✍ ভারতভূমিতে প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরশাসননীতির অবসান ঘটিয়ে পাশ্চাত্যের আধুনিক ও যুগোপযোগি 'আইনের শাসন' বা আইনের সমতা বিধান নীতির প্রবর্তন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। 'আইনের শাসন' বলতে বোঝায়—(ক) আইনের চোখে সকলেই সমান, (খ) কোন মানুষই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সকলেই আইনের অধীন, (গ) আইন হবে নিরপেক্ষ এবং সবাইকে তা সমানভাবে নিরাপত্তা দেবে, (ঘ) সরকারী আইন সকলকেই মেনে চলতে হবে প্রভৃতি। যদিও বহুক্ষেত্রেই 'আইনের শাসন' নীতির যথাযথ প্রয়োগ ঘটেনি।

45. এজেন্সি ব্যবস্থা কাকে বলে?

✍ কোম্পানি এদেশে প্রথম দিকে পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য কিছু ইংরেজ কর্মচারী তাদের অধীনস্থ ভারতীয় ফড়ে, দালাল ও পাইকারদের উপর নির্ভর করত। এই ব্যবস্থা বাতিল করে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানির নিজস্ব এজেন্সি হাউস তৈরি করে কোম্পানির এজেন্টদের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা এজেন্সি প্রথা নামে পরিচিত।

46. অন্ধকূপ হত্যার কাহিনিটি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য?

✍ হলওয়েল-প্রচারিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনিটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা (ক) একটি ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে ১৪৬ জন বন্দিতে আটক রাখা সম্ভব নয়; (খ) মৃত ১২৩ জন বন্দির নামের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের অনেকেই আগের দিন যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন, (গ) সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এই ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। নবাবের চরিত্র হনন এবং নিজেদের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্যই ইংরেজ কর্মচারী হলওয়েল এই কাহিনির অবতারণা করেছেন।

47. মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের দুটি কারণ উল্লেখ করো।

✍ ইঙ্গ-কাশিম বিরোধের প্রধান কারণ ছিল—(ক) ইংরেজের প্রভাব ও কর্তৃত্বমুক্ত হয়ে মিরকাশিমের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার প্রচেষ্টা, যথা—মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর, ইউরোপীয় কায়দায় সেনাবাহিনীর সংগঠন, ফরাসি সেনাপতি নিয়োগ প্রভৃতি, (খ) ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীন বাণিজ্য ও দস্তকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মিরকাশিমের প্রতিবাদ এবং দেশীয় বণিকদের ওপর থেকে বাণিজ্যশুল্ক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত।

48. ১৮১৮ খ্রিঃকে কে 'ভারতের ইতিহাসে জলবিভাজিকা' বলেছেন এবং কেন?

✍ ১৮১৮ খ্রিঃ মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতে ইংরেজদের সবচেয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর অবসান ঘটে এবং ভারতে ইংরেজ শক্তি অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। ভারতে স্থাপিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৮১৮ খ্রিঃর পর 'ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে' পরিণত হয়। তাই ঐতিহাসিক স্পিয়ার ১৮১৮ খ্রিঃকে ভারত ইতিহাসের 'জলবিভাজিকা' বলেছেন

49. ভারতের ইতিহাসে ১৮৩৩ খ্রিঃর সনদ আইনের গুরুত্ব কী ছিল?

✍ (ক) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত ও চিনে বাণিজ্যিক অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। (খ) বাংলার গভর্নর জেনারেলকে এখন থেকে 'ভারতের গভর্নর জেনারেল' উপাধি দিয়ে তাঁর হাতে কোম্পানির ভারত সাম্রাজ্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পন করা হয়।

50. অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' বলতে কী বোঝ?

✍ 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' হল এমন এক কূটনৈতিক রক্ষাকবজ, যার সাহায্যে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক বিদেশে বসবাস করা সত্ত্বেও বিদেশি আইনের আওত থেকে মুক্ত থাকেন এবং স্বদেশীয় আইন ও বিচারব্যবস্থার অধীনেই শাসিত হন।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে মাঞ্চুজু শাসনাধীন চিন প্রথমে ইংল্যান্ড এবং পরে ফ্রান্স, পোর্তুগাল প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে নিজ সার্বভৌমত্ব হরনকারী এই অধিকার প্রদানে বাধ্য হয়।

"সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া" (চতুর্থ অধ্যায়)

*****প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ::-**

1. আলেকজান্ডার ডাফ কে ছিলেন?

✍ স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ বাংলাদেশে স্কটিশ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৩০ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন', যেটি পরবর্তীকালে 'স্কটিশ চার্চ' কলেজ নামে পরিচিত হয়। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়।

2. চুঁইয়ে পড়া নীতি কী?

✍ লর্ড বেন্টিঙ্কের আইন সচিব ও খ্যাতনামা পন্ডিত টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ১৮৩৫ খ্রিঃ তার বিখ্যাত 'মিনিটস্' বা প্রতিবেদনে বলেন যে, প্রথমে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তৃত হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। ফিলটার বা জল পরিশ্রুতকরণ যন্ত্রের জল যেমন নীচে চুঁইয়ে পড়ে, তেমনি পাশচাত্য শিক্ষাও ক্রমশ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এটিই 'filtration theory' বা 'চুঁইয়ে পড়া নীতি' নামে পরিচিত।

3. দলিত কাদের বলা হত?

✍ মারাঠা 'দলন' শব্দ থেকে দলিত শব্দের উৎপত্তি, যার আক্ষরিক অর্থ হল পদদলিত বা অবহেলিত। ভারতীয় বর্ণ-বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় প্রান্তিক স্তরে অবস্থিত শোষিত, বঞ্চিত, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী 'দলিত' নামে পরিচিত ছিল। গান্ধিজি 'দলিত' শব্দের পরিবর্তে 'হরিজন' (ঈশ্বরের সন্তান) শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণভাবে মাহার, নাদার, চামার, এঝাবা, পুলায়া, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জনগোষ্ঠী দলিত নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে এদেরকে 'তপশিলি জাতি', 'তপশিলি উপজাতি' নামে সমাজভুক্ত করা হয়েছে।

4. মানুষ গড়ার আদর্শে কে বিশ্বাসী ছিলেন?

✍ স্বামী বিবেকানন্দ 'মানুষ গড়া'র আদর্শে (man-making religion) বিশ্বাসী ছিলেন। যে ধর্ম মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সেই ধর্মকে স্বামীজি গ্রহণ করেননি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদহীন সনাতন মানবধর্মের জয়গান তিনি গেয়েছেন।

5. কোন্ গভর্নর জেনারেল অ্যাংলিসিস্ট-ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবাদী-পাশ্চাত্যবাদী) বিতর্কের অবসান ঘটান?

✍ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মেকলে" মিনিটস্-এর দ্বারা প্রভাবিত হন এবং ১৮৩৫ খ্রিঃর ৭ মার্চ তাঁর বিখ্যাত ঘোষণার দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে মান্যতা দিয়ে প্রাচ্যবাদী-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্কের অবসান ঘটান।

6. কবে এবং কেন স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়?

✍ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে বড়োলাট লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে ১৯১৭ খ্রিঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের দুজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

7. কেরালায় কে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন?

✍ শ্রীনারায়নগুরুর নেতৃত্বে কেরালায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

8. চিনে কোন্ বছর মে ফোর্থ আন্দোলন শুরু হয়েছিল?

✍ ১৯১৯ খ্রিঃ চিনে মে ফোর্থ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

9. সাহুকার/সাউকার কাদের বলা হয়?

✍ 'সাউকার' শব্দের অর্থ টাকাপয়সা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত মারওয়ারি ব্যবসায়ী শ্রেণি। চতুঃবর্ণ ভিত্তিক হিন্দু সমাজে 'সাহু' বা 'সাউকার'রা বৈশ্য-বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হিসেবে অভিহিত। ইংরেজ-সৃষ্ট নব্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে এই মহাজন শ্রেণি ঋণদাতা ও সুদখোর মহাজন হিসেবে শোষক শ্রেণির প্রতীক হয়ে ওঠে ১৮৭৫ খ্রিঃর 'দাক্ষিণাত্য কৃষক হাঙ্গামা'য় এই সাউকার শ্রেণি আক্রমণের অন্যতম লক্ষ হয়ে উঠেছিল।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

10. একশো দিনের সংস্কার/শত দিবসের সংস্কার' কী ছিল ?

✍ জাপানের কাছে পরাজয়ের পর চিনে জাতীয়তাবাদী সংস্কার শুরু হয়। কাং-ইউ-ওয়ে নামে পন্ডিতের সুপারিশের ভিত্তিতে সম্রাট কোয়াং সু ১৮৯৮ খ্রিঃর ১১ জুন এক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যা ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১০০ দিন চালু ছিল। সেই কারণে এই সংস্কার কর্মসূচি 'শত দিবসের সংস্কার' নামে খ্যাত।

11.তাইপিং বিদ্রোহ কবে এবং কোথায় হয়েছিল?

✍ ১৮৫০-৬৪ খ্রিঃর মধ্যে দক্ষিণ চিনের কোয়াংসি প্রদেশে হ্যাং-শিউ-চুয়ান-এর নেতৃত্বে তাইপিং বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ক্রমে এই বিদ্রোহ উত্তরে পিকিং, পূর্বে সাংহাই ও পশ্চিমে তিব্বতীয় পার্বত্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিঃ বিদ্রোহীর নানকিং দখল করে সেখানে তাইপিং রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিল।

12.হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন কোন্ খ্রিঃ প্রবর্তিত হয়?

✍ বড়োলাট লর্ড ক্যানিং-এর আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্রিঃ হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়।

13.নব্যবঙ্গীয় কারা?

✍ হিন্দু কলেজের তরুণ ও মননশীল অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নেতৃত্বে ওই কলেজের একদল ছাত্র উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মেতে ওঠেন। তাঁরা 'নব্যবঙ্গ' নামে পরিচিত এবং তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনই হল 'নব্যবঙ্গ আন্দোলন'।

14.চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাদের বলা হত?

✍ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বলতে কোনো নিয়োগ কর্তার অধীনে চুক্তিতে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণিকে বোঝায় যারা নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ে বিদেশে কাজ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। উনিশ শতকে ভারত ও চিনের অনেক দরিদ্র মানুষ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কাজ করতে যেত।

15.আর্য সমাজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
অথবা, আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

✍ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে 1875 খ্রিঃ বোম্বাইতে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

16. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন?

✍ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন জেম্‌স উইলিয়াম কোলভিল।

17.চার্লস উড কে ছিলেন?

✍ চার্লস উড ছিলেন কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতিকল্পে ,১৮৫৪ খ্রিঃ তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ' বা নির্দেশনামা জারি করেন।

18.প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?

✍ আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ ১৮৬৭ খ্রিঃ মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। একাজে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

19. ১৯২৪-২৫ খ্রিঃ ভাইকম সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব কে দেন?

✍ দক্ষিণ ভারতের ভাইকমে শ্রীনারায়ন গুরুর নেতৃত্বে ১৯২৪-২৫ খ্রিঃ নিম্নবর্গের মানুষের মন্দিরে প্রবেশের আন্দোলন বা ভাইকম সত্যাগ্রহ গড়ে উঠেছিল।

20.তাইপিং বিদ্রোহ কবে এবং কেন শুরু হয়েছিল?

✍ মাঞ্চ সরকারের অপদার্থতা, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন, চিনে বিদেশিদের আধিপত্য এবং, তজ্জনিত দেশবাসীর দুরবস্থা প্রভৃতির বিরুদ্ধে হ্যাং-শিউ-চুয়ান 'তাইপিং' নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে চিনে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

21.কে, কবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন?

✍ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিঃ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

22. 'বক্সার প্রোটোকল' কবে সম্পাদিত হয় ?
অথবা, 'বক্সার প্রোটোকল' কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?

✍ ১৯০১ খ্রিঃর ৭ সেপ্টেম্বর চিনের কিং রাজ বংশ ও বক্সার বিদ্রোহ দমনে সাহায্যকারী আটটি ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে 'বক্সার প্রটোকল' স্বাক্ষরিত হয়।

23.উডের ডেসপ্যাচ কী?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ১৮৫৪ খ্রিঃ একটি শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনামা জারি করেন। এতে সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ স্থাপন, তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির কথা বলা হয়। এগুলি উডের নির্দেশনামা নামে খ্যাত। এর উপর ভিত্তি করেই আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে একে 'ম্যাগনাকার্টা' বা মহাসনদ বলা হয়।

24. সত্যশোধক সভা'র প্রতিষ্ঠাতা কে?
✍ জ্যোতিবা ফুলে ১৮৭৩ খ্রিঃ 'সত্যশোধক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

25.বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা কে ছিলেন?
✍ বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

26. ড.সান-ইয়াৎ-সেন প্রস্তাবিত তিনটি নীতি কী কী ছিল?/'সান-মিন-চুই' বলতে কী বোঝো?
✍ ড. সান ইয়াৎ-সেন ১৮৯৮ খ্রিঃ চিনা জনগণের জন্য 'সান-মিন-চুই' বা তিনটি নীতি ঘোষণা করেন। এই তিনটি নীতি হল—জন জাতীয়তাবাদ, জন গণতন্ত্রবাদ এবং জন জীবিকাবাদ বা জন সমাজতন্ত্র।

27.দিকু কাদের বলা হত?
✍ 'দিকু' শব্দের অর্থ প্রতারক বা প্রবঞ্চক। আদিবাসী-উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ইংরেজদের আশ্রিত ও মদতপুষ্ট জমিদার, জোতদার, মহাজন, ঠিকাদার প্রভৃতি মধ্য- স্বত্বভোগীদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাদের শোষণ ও নিপীড়নে উপজাতিদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এই বহিরাগত মধ্যস্বত্বভোগীরাই আদিবাসীদের কাছে 'দিকু' নামে অভিহিত হত।

28. ভাইকম সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝো?
✍ দক্ষিণ ভারতের ভাইকমে একটি হিন্দু মন্দিরের নিকটবর্তী রাস্তা নিম্নবর্গের মানুষের চলাচলের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এই রাস্তায় তাদের চলাচল এবং মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দাবিতে শ্রীনারায়নগুরু ১৯২৪ খ্রিঃ যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা 'ভাইকা সত্যাগ্রহ' নামে খ্যাত।

29. দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন কত খ্রিঃ কোন্ বড়লাট পাস করেন?
✍ ১৮৭৮ খ্রিঃ বড়োলাট লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন (ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট) পাস করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন।

30.কুয়ো-মিন-তাং দলের প্রতিষ্ঠাতা কে?
✍ ড. সান-ইয়াৎ-সেন ১৯১২ খ্রিঃ কুয়ো-মিন-তাং

31. ৪ মে আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?
✍ ভার্সাই সন্ধিতে চিনের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদে চিনা বুদ্ধিজীবী সমাজ, নারী, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি একত্রিতভাবে বিদেশি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ১৯১৯ খ্রিঃর ৪ মে চিনে যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা ৪ মে আন্দোলন নামে পরিচিত। চেন-তু-শিউ, লি-তা-চাও প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতা। এই আন্দোলনের শ্লোগান ছিল 'জিও গুয়ো' বা দেশকে রক্ষা করো।

32.স্বামী বিবেকানন্দের লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।
✍ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা দুটি গ্রন্থের নাম হল—'বর্তমান ভারত' ও 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য'।

33.'বিবেকবর্ধিনী' নামক পত্রিকা কে প্রকাশ করেন?
✍ বীরসালিঙ্গম পাত্তুলু/'বিবেকবর্ধিনী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

34.পুণা চুক্তি কত খ্রিঃ কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
✍ ১৯৩২ খ্রিঃর ২৪ সেপ্টেম্বর গান্ধিজি ও ড. বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে পুণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

35.চার্লস উড কে ছিলেন?
✍ চার্লস উড ছিলেন কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি। ১৮৫৪ খ্রিঃ তিনি ভারতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত যে বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ' ঘোষণা করেন, তার জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়।

36. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী ?
✍ ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করে তিনি প্রচার করেন যে, ইতিহাসের গোড়া থেকেই ভারতে হিন্দু ও মুসলিম দুটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধি ও যুদ্ধরত জাতি। এদেশে তাদের সহাবস্থান সম্ভব

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

নয়। তাই মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এই রাজনৈতিক মতাদর্শই দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত। পরবর্তীতে জিন্নাহ্ প্রমুখ এই মতাদর্শকে আরও পল্লবিত করে দেশভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলেন।

37. কাকে, কেন 'দক্ষিণের বিদ্যাসাগর' বলা হয় ?/বীরসালিঙ্গম পাণ্ডুলু স্মরণীয় কেন?

✍ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে বীরসালিঙ্গম পাণ্ডুলু দক্ষিণ ভারতে বিধবা বিবাহের সমর্থনে জনমত গঠন করেন এবং নিজ উদ্যোগে অনেকগুলি বিধবা বিবাহ সুসম্পন্ন করেন। ১৮৭১ খ্রিঃ দাক্ষিণাত্যে তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'বিধবাবিবাহ সমিতি'। তাই মহাদেব গোবিন্দ রানাডে তাঁকে 'দক্ষিণের বিদ্যাসাগর' অভিধায় ভূষিত করেছেন।

38. ডেভিড হেয়ার স্মরণীয় কেন?

✍ স্কটল্যান্ডের ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহায়তা করেন এবং নিজ উদ্যোগে পটলডাঙা অ্যাকাডেমি (হেয়ার স্কুল) স্থাপন করেন। ইংরেজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সুলভে বিতরণের জন্য তার উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিঃ স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারে তার এই অবদানের জন্য ডেভিড হেয়ারকে 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করা হয়।

39. 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' কাকে কেন বলা হয়?

✍ রাজা রামমোহন রায় হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন, নারী জাতির উন্নতিতে সচেষ্ট হন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের সূচনা করেন এবং সর্বোপরি পথ প্রদর্শকরূপে সামাজিক অগ্রগতির পথে যাবতীয় বাধাগুলিকে দূর করতে সচেষ্ট হন। তাই তাঁকে 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' বলা হয়।

40. 'তিন আইন' বলতে কী বোঝো?/ব্রাত্ম বিবাহ আইন' বলতে কী বোঝ?

✍ বাল্য বিবাহ রদ, পুরুষের বহুবিবাহ রদ এবং অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ করা হল 'তিন আইন'। ১৮৭২ খ্রিঃ ব্রাত্মসমাজের প্রচেষ্টায় 'তিন আইন' পাস হয়েছিল। তাই এই আইন 'ব্রাহ্ম বিবাহ আইন' নামেও পরিচিত।

41. 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' কাদের বলা হত?

✍ ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তারে প্রথম সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য—উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড। এঁরা একত্রে 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' নামে পরিচিত। তাঁদের উদ্যোগে ১৮০০ খ্রিঃ শ্রীরামপুরে ছাপখানা ও ১৮১৮ খ্রিঃ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবাদপত্রের প্রকাশনাতেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

42. জ্যোতিবা ফুলেকে মনে রাখা হয় কেন?

✍ উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক হলেন জ্যোতিবা ফুলে। ১৮৭৩ খ্রিঃ তিনি সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তিনি বর্ণভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন এবং নারী সমাজ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাদের সামাজিক মর্যাদা দানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি 'দীনবন্ধু' নামে একটি মারাঠি সাপ্তাহিকের সূচনা করেন।

43. সৈয়দ আহম্মেদ খান প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সংগঠনের নাম লেখো?

✍ ১. সায়েন্টিফিক সোসাইটি অফ আলিগড় (১৮৬৫ খ্রিঃ)।
২. অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৮৭৫ খ্রিঃ)।
৩. ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশান (১৮৮৫ খ্রিঃ)।
৪. মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন (১৮৯৩ খ্রিঃ)।

44. আলিগড় আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

✍ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ১৮৭৫ খ্রিঃ আলিগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এই আলিগড় কলেজকে কেন্দ্র করে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, সমাজমনস্কতা, রাজনৈতিক চেতনার জাগরণের যে প্রচেষ্টা চালান, তা আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বীজ এখানেই প্রথম রোপিত হয়।

45. নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

✍ ১৯২০ খ্রিঃ লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইতে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলি হল—

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

(i) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক আন্দোলনের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত ও সসংবদ্ধ করা,
(ii) বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া,
(iii) শ্রমিক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন করা,
(iv) শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জাগরণ ঘটানো প্রভৃতি।

46. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'দ্বিজ' বলা হয় কেন?/কবে এবং কোথায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়?
✍ 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ 'দুইবার জন্মে যা'। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আক্ষরিক অর্থেই দ্বিজ। অর্থাৎ এর জন্ম দু-বার—প্রথমবার ১৯২০ খ্রিঃ রাশিয়ার তাসখন্দে, প্রতিষ্ঠাতা এম. এন. রায়। দ্বিতীয়বারের প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ খ্রিঃ ভারতের কানপুরে, প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, এস. বি. ঘাটে প্রমুখ। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'দ্বিজ' বলা হয়েছে।

47. 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি' কারা ,কবে ও কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন?
✍ মাদাম ব্লাভাটস্কি কর্নেল ওলকট ১৮৮৬ খ্রিঃ মাদ্রাজের আদিয়ারে 'থিওসফিক্যাল করেন।

48. শুদ্ধি আন্দোলন কী?
✍ উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে আর্য সমাজ হিন্দু পুনরজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এরই অঙ্গ হিসেবে আর্য সমাজের নেতৃত্বে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের 'শুদ্ধি' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিন্দুধর্মে পুনরায় ফিরে আসার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রক্রিয়া 'শুদ্ধি' আন্দোলন নামে পরিচিত।

49. এশিয়াটিক সোসাইটি কে, কবে কী উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন?
✍স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ খ্রিঃ কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এদেশে প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যাচর্চার প্রসার।

50. পারসি সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দুজন ব্যক্তির নাম লেখো।
✍ দাদাভাই নৌরোজি ও বেহরামজি মেরওয়ানজি মালাবারি।

51. 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' বলতে কী বোঝো?
✍ ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ খ্রিঃর ১৬ আগস্ট তার কুখ্যাত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতিতে মুসলিম, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, হিন্দু সম্প্রদায়কে আবার বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দু—এই দুটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত করে অনুন্নত হিন্দুদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

52. অ্যাংলো হিন্দু স্কুল কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
✍ রাজা রামমোহন রায়, ১৮১৫ খ্রিঃ কলকাতায়।

53. হিন্দু কলেজ কবে, কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়?
✍- স্যার হাইড ইস্ট, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার প্রমুখের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিঃ কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
54. র‍্যালে কমিশন কবে গঠিত হয়? এই কমিশনের দুজন ভারতীয় সদস্যের নাম লেখো।
✍ ১৯০২ খ্রিঃ লর্ড কার্জনের আমলে র‍্যালে কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের দুজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি ও সৈয়দ হুসেন বিলোগ্রামী।

55. স্কুল বুক সোসাইটি কে, কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন?
✍ইংরেজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তা সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ খ্রিঃ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

56: স্কুল সোসাইটি (ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি)কে, কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন?
✍ কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং সেগুলির উন্নতিকল্পে ১৮১৮ খ্রিঃ ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় পটলডাঙা অ্যাকাডেমি, যা বর্তমানে হেয়ার স্কুল নামে পরিচিতি পেয়েছে।

57. ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের দুজন নেতার নাম লেখো।
✍ ডিরোজিয়োর অকাল প্রয়াণের পর তাঁর কয়েকজন অনুগামী—রামতনু লাহিড়ী, কুন্নমোহন

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

58. আত্মীয় সভা কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
✍ রাজা রামমোহন রায়, ১৮১৫ খ্রিঃ।

59. কে, কোন্ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চিনে মাঞ্চুজু রাজবংশের পতন ঘটান?
✍ কুয়োমিনতাং দলের প্রতিষ্ঠাতা ড. সান-ইয়াৎ-সেন ১৯১১ খ্রিঃর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চিনে দু-শো বছরের অত্যাচারী মা রাজবংশের পতন ঘটান এবং চিনে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

60. মাঞ্চু রাজবংশের শেষ শাসক কে ছিলেন?
✍ নাবালক শাসক পুঁ-ই।

61. মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটে কবে? চিনে রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে কবে?
✍ ১৯১২ খ্রিঃ মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটে। চিনে রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান

62. চিনে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সরকার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই প্রজাতন্ত্রের প্রথথ রাষ্ট্রপতি কে? ✍ ১৯১২ খ্রিঃ, ড. সান-ইয়াৎ-সেন।

63. কে, কবে চিনে কুয়ো-মিন-তাং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন?
✍ইউয়ান-সি-কাই, ১৯১৩ খ্রিঃ কুয়ো-মিন-তাং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

64. চিনে কে, কবে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন?
✍ সান-ইয়াৎ-সেন, ১৯১৩ খ্রিঃ, ইউয়ান-সি-কাই-এর বিরুদ্ধে চিনে 'দ্বিতীয় বিপ্লবে'র ডাক দেন। ১৯১২ খ্রিঃ চিনে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন ড. সান ইয়াৎ সেন।

65. 'মেকলে মিনিট' কী?
✍ ১৮১৩ খ্রিঃর সনদ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ক দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ১৮৩৫ খ্রিঃ শিক্ষা সংক্রান্ত যে বিখ্যাত প্রতিবেদন পেশ করেন তা 'মেক্‌লে মিনিটস্' নামে পরিচিত। এই প্রতিবেদনে মেকলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তৃত হলে 'filtration theory' অনুযায়ী তা ধীরে ধীরে সাধরণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

66. ব্রাহ্ম সমাজের যে-কোনো দুটি সমাজ সংস্কারমূলক কাজের উল্লেখ করো।
✍ ব্রাহ্মসমাজ জাত-পাতের বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিল এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষে সওয়াল করেছিল। এ ছাড়া সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান সংগঠক রাজা রামমোহন রায়। ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনের জেরেই ব্রিটিশ সরকার ১৮৭২ খ্রিঃ 'তিন আইন' পাস করতে বাধ্য হন।

67. ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৮১৩ সালের সনদ আইনের গুরুত্ব কী ছিল?
✍ ১৮১৩ খ্রিঃর সনদ আইনের ২৯ নং ধারায় বলা হয় যে, ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোম্পানি এখন থেকে বছরে অন্তত ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। ভারতে ইংরে শাসনে শিক্ষাখাতে এটাই প্রথম ব্যয় বরাদ্দ। কিন্তু এই ১ লক্ষ টাকা প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হবে, তার স্পষ্ট নিদের্শিকা আইনে না থাকায় অচিরেই নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

68. প্রাচ্যবাদী (ওরিয়েন্টালিস্ট) ও পাশ্চাত্যবাদী (অ্যাংলিসিস্ট) বিতর্ক বলতে কী বোঝো?
✍ ১৮১৩ খ্রিঃর সনদ আইনের ২৯ নং ধারায় ভারতে শিক্ষাপ্রসারের জন্য যে বিতর্ক দেখা দেয়। প্রাচ্যবাদীদের পক্ষে ছিলেন কোলব্রক, উইলসন এবং পাশ্চাত্যবাদীদের লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়—তা প্রাচ্য না পাশ্চাত্য—কোন্ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হবে তা নিয়ে পক্ষে ছিলেন ডাফ্, মেকলে, রাজা রামমোহন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এটিই প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক নামে পরিচিত।

69. উনিশ শতকে বঙ্গীয় নবজাগরণ বলতে কী বোঝো?
✍ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে এক যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী আলোড়ন দেখা যায়। এর প্রভাবে সমকালীন ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্লবিক জাগরণ ঘটে তাকে অনেকে বঙ্গীয় নবজাগরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

70. সমাজ সংস্কারে নব্যবঙ্গীয়দের ভূমিকা কী ছিল?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামী ছাত্ররা, যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত ছিলেন তাঁরা হিন্দু ধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা মূলত যুক্তিবাদী ও প্রগতিপন্থী ছিলেন। তাঁরা যেমন মূর্তি পূজা, উপবীত ধারনের বিরোধিতা করেছিলেন তেমনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বাক্ স্বাধীনতার স্বপক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন।

71. ডিরোজিও কেন কর্মচ্যুত হন?

✍ উৎসাহের আতিশয্যে নব্যবঙ্গীয়রা হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর তীব্র আক্রমন হেনে অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরনে মেতে ওঠেন। তাদের স্বাধীনতাস্পৃহা ও উগ্র সংস্কারকামীতা শাসক ব্রিটিশের পাশাপাশি সনাতনপন্থী ভারতীয়দেরও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তোলে। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ নব্যবঙ্গীয়দের প্রেরণাদাতারূপে ডিরোজিওকেই দায়ী করেন এবং তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

72. ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে লর্ড বেন্টিঙ্কের ভূমিকা কীরূপ?

✍ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে লর্ড বেন্টিঙ্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মেকলে মিনিট্সের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতে ইংরাজি শিক্ষার প্রসারকে তিনি সরকারী নীতি হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৩৫ খ্রিঃ কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, এটিই ছিল ভারতবর্ষে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান।

73. শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ে'র মূল কথা কী?

✍ আধুনিক ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি ঘোষণা করেন, সব ধর্ম সত্য এবং সব ধর্মমত অনুসরণেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদের কোনো কারণ নেই, ঈশ্বর আসলে এক ও অভিন্ন। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান রয়েছে মানুষের অন্তরে, 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' করলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। তাঁর মতে "যত মত তত পথ" এবং "যত্র জীব তত্র শিব।"

74. মুসলমান সমাজের জাগরনে আলিগড় আন্দোলনের ভূমিকা কি ছিলো?

✍(১) এই অন্দোলন হতাশাগ্রস্ত ও পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজে নতুন আশা- আকাঙ্খার সঞ্চার করে। (২) মুসলমান সমাজে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। (৩) মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাতন্ত্র্য বোধের সৃষ্টি হয়। (৪) এই কলেজ থেকেই পরবর্তীকালে বহু খ্যাতনামা মুসলিম সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব হয়।

75. ''আর্য সমাজ' কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?

✍ (i) হিন্দু ধর্মের ওপর ব্রাহ্ম, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের আক্রমন প্রতিরোধ;

(ii) বৈদিক যুগের গৌরব ও পবিত্রতায় হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা;

(iii) সমাজ সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়ন।

76. The Loyal Muhammedans of India পুস্তিকা কার রচনা? এর বিষয়বস্তু কী?

✍ The Loyal Muhammedans of India পুস্তিকার রচয়িতা হলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। এই পুস্তিকায় তিনি প্রচার করেন যে, বিপদের দিনে ভারতে ব্রিটিশের প্রকৃত বন্ধু মুসলমান সম্প্রদায়। মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারি মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অল্প এবং অধিকাংশ মুসলমানই ছিল ব্রিটিশের অনুগত। আসলে সৈয়দ আহমেদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের মুসলিম বিদ্বেষ হ্রাস করা এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়নে ইংরেজের সহযোগিতা লাভ করা।

77. দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' কেন পাশ করা হয়?

✍ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের অন্যায় আচরন, সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, সম্পদের বহির্গমন, অবশিল্পায়ন প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করা হতে থাকে। উপরন্তু, লর্ড লিটনের শাসনকালে সংবাদপত্রগুলি তার আর্থিক অপব্যয় ও অনাবশ্যক যুদ্ধনীতির তীব্র সমালোচক হয়ে উঠলে তিনি তাঁদের স্বাধীনতা হরনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৮৭৮ খ্রিঃ 'দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন' নামক কণ্ঠরোধকারী আইন পাশ করেন।

78. সৈয়দ আহমেদ খান কেন মুসলিমদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন?

✍ জীবনের একটি পর্বে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা প্রচার করলেও পরবর্তীকালে ব্রিটিশের ভেদনীতিতে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন দেখা যায়। কংগ্রেসকে তিনি 'হিন্দু সংগঠন' এবং কংগ্রেসের আন্দোলনকে 'অস্ত্রবিহীন গৃহযুদ্ধ' বলে তীব্র বিষোদগার করতে থাকেন। আর

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

এই কারণেই 'হিন্দু প্রতিষ্ঠান' কংগ্রেসে মুসলিমদের যোগদানে নিষেধ করেন।

79. 'গোরক্ষিনী সভা' কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
✍ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮৮২ খ্রিঃ 'গোরক্ষিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

80. 'পত্তিদার' কাদের বলা হত?
✍ 'পত্তিদার' শব্দের অর্থ হল জমির মালিক। ঔপনিবেশিক শাসনকালে গুজরাটে কুনবি সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামের ভূমিরাজস্ব আদায়কারী স্থানীয় মোড়ল বা আধিপত্যকারী সম্প্রদায়কে পত্তিদার বলা হত।

ঔপনিবেশিক ভারতের শাসন (পঞ্চম অধ্যায়)

****প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ::-**

1. রাওলাট আইনের পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল?
✍ ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়াই ছিল রাওলাট আইনের উদ্দেশ্য।

2. ভারতীয়রা সাইমন কমিশন বর্জন করেছিল কেন?
✍ ভারতীয়রা সাইমন কমিশন বয়কট করেছিল প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনের সব সদস্যই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ, কোনো ভারতীয়কে এতে নেওয়া হয়নি; দ্বিতীয়ত, ভারতীয়রা দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উপযুক্ত হয়েছে কি না-তা বিচারের দায়িত্ব ভারতের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের দেওয়ায় ভারতবাসী এটিকে জাতীয় অপমান বলে গণ্য করে।

3. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দুজন বিদেশি অভিযুক্তের নাম লেখো।
✍ মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত মোট ৩৩ জন ব্যক্তির মধ্যে দুজন বিদেশি হলেন ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক নেতা ফিলিপ স্প্র্যাট ও বেঞ্জামিন ব্রাডলি।

4. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কবে পাস হয়?
✍ মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন ১৯০৯ খ্রিঃ পাস হয়েছিল।

5. কবে এবং কাদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
✍ ১৯১৬ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা উভয় দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় এবং স্থির হয় যে, (ক) কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ যুগ্মভাবে সরকারের কাছে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি পেশ করবে; (খ) মুসলিম লিগ কংগ্রেসের 'স্বরাজ'-এর আদর্শ গ্রহণ করবে এবং (গ) কংগ্রেস মুসলিম লিগের পৃথক নির্বাচনের দাবি মেনে নেবে।

6. কবে ও কোথায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়?
অথবা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'দ্বিজ' বলা হয় কেন?
✍ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আক্ষরিক অর্থেই দ্বিজ। অর্থাৎ এরজন্মদু-বার—প্রথমবার ১৯২০ খ্রিঃ রাশিয়ার তাসখন্দে, প্রতিষ্ঠাতা এম. এন. রায়। দ্বিতীয়বারের প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ খ্রিঃ কানপুরে, প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, এস. বি. ঘাটে প্রমুখ । তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'দ্বিজ' বলা হয়েছে।

7. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কতজন শ্রমিক নেতা অভিযুক্ত হন?
✍ মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দেশি-বিদেশি মিলিয়ে মোট ৩৩ জন শ্রমিক নেতা অভিযুক্ত হন।

8. কে, কবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন?
✍ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ খ্রিঃর ১৬ আগস্ট তাঁর কুখ্যাত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি' ঘোষণা করেন।

9. মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনের গুরুত্ব কী?
✍ ১৯৪০ খ্রিঃ মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে হিন্দু ও মুসলিমদের দুটি পৃথক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং জাতি হিসেবে মুসলিমদের জন্য পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি জানানো হয়। এইজন্য 'লাহোর প্রস্তাব' 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও পরিচিত। এরপর থেকেই পাকিস্তান গঠনের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

10. সিমলা সাক্ষাৎকারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব কে দেন?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ বড়োলাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সিমলা সাক্ষাৎকারে (১৯০৬ খ্রিঃ) মুসলিম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন আগা খাঁ।

11. পুণা চুক্তি কত খ্রিঃ স্বাক্ষরিত হয়?
✍ ১৯৩২ খ্রিঃর ২৪ সেপ্টেম্বর গান্ধিজি ও তপশিলি হিন্দু সমাজের নেতা বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে 'পুণা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

12. বিশ শতকে বাংলায় কবে মন্বন্তর হয়েছিল?
✍ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৩ খ্রিঃ (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) বাংলায় মন্বন্তর হয়েছিল। এই মন্বন্তর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামেই ইতিহাসে পরিচিত।

13. রাওলাট সত্যাগ্রহের সূচনা কে করেন এবং কবে?
✍ দমনমূলক রাওলাট আইনের প্রতিবাদে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধি, ১৯১৯ খ্রিঃ 'রাওলাট সত্যাগ্রহের' সূচনা করেন।

14. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা বলতে কী বোঝো? কেন শুরু হয়?
✍ ভারতে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের বিপুল অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। শ্রমিকদের থেকে কমিউনিস্টদের আলাদা করা এবং তাদের দমন করার জন্য সরকার 'জন নিরাপত্তা বিল' ও 'শিল্প বিরোধ বিল' নামে দুটি দমনমূলক আইন পাস করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৩ জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯ খ্রিঃ) রুজু করা হয়।

15. 'মাহাদ মার্চ কী?
✍ মহারাষ্ট্রের কোলাবায় চৌদার জলাশয়ের জল যাতে ৩ অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্যবহার করতে পারে, সেই দাবিতে আম্বেদকরের নেতৃত্বে ১৯২৭ খ্রিঃর ২০ মার্চ সহস্রাধিক মানুষের যে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়, তা 'মাহার মার্চ' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, এখানেই জনতা আম্বেদকরকে 'বাবাসাহেব' অভিধায় ভূষিত করে।

16. সিমলা ডেপুটেশান কী? অথবা, 'সিমলা দৌত্য' বলতে কী বোঝো?
✍ আগা খাঁ সহ ৩৫ জন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চিবল্ডের প্ররোচনায় ১৯০৬ খ্রিঃর অক্টোবরে সিমলায় গিয়ে বড়োলাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলিম সমাজের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা দাবি করেন। বড়োলাট মুসলিমদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘটনা 'সিমলা দৌত্য' নামে খ্যাত।

17. ঔপনিবেশিক ভারতে দেশীয় রাজ্য বলতে কী বোঝানো হত?
✍ ১৯৪৭ খ্রিঃ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রায় ৬০০টি স্বশাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। আয়তনে এরা ছিল দেশের মোট আয়তনের শতকরা ৪৮ ভাগ এবং মোট জনসমষ্টি ছিল প্রায় ৯ কোটি। এগুলিকে দেশীয় রাজ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

18. ১৯৩২ খ্রিঃর পুনা চুক্তি কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
✍ ব্রিটিশ সরকার 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি'র মাধ্যমে ভারতীয় হিন্দু সমাজের কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে দিতে উদ্যোগী হলে মহাত্মা গান্ধি সরকারের এই দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে পুণার যারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। দীর্ঘ অনশনে তাঁর প্রাণ সংশয় দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তাঁর প্রাণ রক্ষা এবং হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৩২ খ্রিঃর ২৪ সেপ্টেম্বর গান্ধিজি ও তপশিলী হিন্দু সমাজের নেতা বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে 'পুণা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এর দ্বারা হিন্দু সমাজের যৌথ নির্বাচনের নীতি স্বীকৃত হয়।

19. ১৯১৬ খ্রিঃর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের গুরুত্ব কী ছিল?
✍ (ক) ১৯১৬ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে পুনরায় ঐক্য স্থাপিত হয়। প্রায় এক দশক পর জাতীয় কংগ্রেসের এই দুই গোষ্ঠীর মিলন পুনরায় কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করে। (খ) লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

20. মর্লে-মিন্টো আইনে কী বিষয় সংরক্ষণ করা হয়?
✍ -মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আসন সংরক্ষণ করা হয়। বলাবাহুল্য, এই সরকারি সিদ্ধান্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়েছিল।

21. ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইনে কার হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ ১৯৩৫-খ্রিঃর ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেলের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের 'সংরক্ষিত' বিষয়ে তাঁর হাতে যেমন চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়, তেমনি 'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপের পূর্ণ অধিকারও তিনি পেয়েছিলেন । এছাড়াও এই আইনানুযায়ী তিনি কিছু 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' ও 'স্ববিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা' ভোগ করতেন।

22. মর্লে-মিন্টো আইনের দুটি ত্রুটি উল্লেখ করো।
✍ প্রথমত, এই আইনের দ্বারা ভারতবর্ষে কোনো দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, দ্বিতীয়ত, এই আইনে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আসন সংরক্ষণ করা হয়। বলাবাহুল্য, এই সরকারি সিদ্ধান্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়েছিল।

23. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগে ডালহৌসি কোন্ কোন্ রাজ্য দখল করেন?
✍ স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসি একে একে সাতারা (১৮৪৮ খ্রিঃ), সম্বলপুর ও জৈৎপুর (১৮৪৯), বাগৎ (১৮৫০), উদয়পুর (১৮৫২), ঝাঁসি (১৮৫৩), নাগপুর (১৮৫৪), কর্ণাটক.(১৮৫৫) প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

24. মর্লে-মিন্টো আইন প্রণয়নের দুটি কারণ উল্লেখ করো।
✍ প্রথমত, জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সরকারের সপক্ষে রাখা এবং দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করা।

25. ১৯০৯ খ্রিঃর মর্লে-মিন্টো আইন কীভাবে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দিয়েছিল?
✍ মুসলিম সম্প্রদায়কে হাতে রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ১৯০৯ খ্রিঃ মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তন করে। এতে (ক) মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন এবং (খ) মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হয়। এইভাবে শাসনক্ষেত্রে দ্বিজাতি তত্ত্বের আমদানি করে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

26. কোন্ আইন কাউন্সিল আইন নামে পরিচিত?
✍ ১৯০৯ খ্রিঃ প্রবর্তিত মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনটি 'কাউন্সিল আইন' নামে পরিচিত।

27. মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কী ছিল?
✍ (ক) মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষা করা, (খ) কংগ্রেসের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করে মুসলিমদের জন্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং (গ) মুসলিমদের জন্য আধুনিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

28. রাওলাট সত্যাগ্রহ কী?
✍কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধিজির সভাপতিত্বে ১৯১৯ খ্রিঃ 'সত্যাগ্রহ সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। ৬ এপ্রিল সর্বভারতীয় ধর্মঘট পালিত হয়। রাওলাট আইন-বিরোধী এই আন্দোলন 'রাওলাট সত্যাগ্রহ' নামে পরিচিত।

29. ১৯১৯ খ্রিঃ জালিয়ানওয়ালা বাগে কী ঘটেছিল?
✍ রাওলাট আইনের প্রতিবাদে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক প্রাচীর ঘেরা উদ্যানে ১৯১৯ খ্রিঃ ১৩ এপ্রিল । বহু মানুষ সমবেত হন। অমৃতসরের সামরিক শাসক জেনারেল মাইকেল ও'ডায়ারে নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার বিনা প্ররোচনায় প্রায় দশ হাজার নিরস্ত্র মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেন এবং এতে সহস্রাধিক মানুষ হতাহত হন। এই ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড' নামে কুখ্যাত। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশের দেওয়া 'নাইট' খেতাব বর্জন করেন।

30. জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ডের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
✍ ডেভিড লয়েজ জর্জ ছিলেন জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ডের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

31. মন্টেগু-চেমসফোর্ড' সংস্কার আইন প্রণয়নের দুটি কারণ উল্লেখ করো।
✍প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে তা প্রশমিত করা; কিছু সীমিত প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সহযোগিতা লাভ, পূর্ববর্তী মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ প্রভৃতি কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ খ্রিঃ মন্টেগু-চেমফোর্ড সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

32. মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইনের দুটি শর্ত উল্লেখ করো।
✍(ক) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা ও আয় বণ্টন করা হয়। (খ) প্রতিরক্ষা, ডাকব্যবস্থা, রেল যোগাযোগ, মুদ্রা ব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হয়, আর আইনশৃঙ্খলা, পুলিশি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বিষয়গুলির দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত হয়।

33. মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের দুটি ত্রুটি উল্লেখ করো।
✍(ক) এই আইনের দ্বারা ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়নি, (খ) এই আইনের দ্বারা কোনো দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেন্দ্রে ভাইসরয় এবং প্রদেশে গভর্নর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হন।

34. মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের গুরুত্ব কী ছিল?
✍ (ক) মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের দ্বারা ভারতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সূচনা হয় এবং ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ঘটে। (খ) প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারের মধ্য দিয়ে শাসনব্যবস্থার ভারতীয়করণের পথ প্রশস্ত হয়।

35. কবে, কোথায় ভারতের প্রথম কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়?
✍ ১৮২০ খ্রিঃ পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জে।

36. ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে স্বদেশীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা দুটি শিল্প সংস্থার নাম লেখো।
✍ (ক) ১৯০৭ খ্রিঃ জামসেদজি টাটা কর্তৃক জামশেদপুরে প্রতিষ্ঠিত টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি' (TISCO)।
(খ) ১৯২৩ খ্রিঃ স্যার এম. বিশ্বেশরাইয়া কর্তৃক ভদ্রাবতীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহীশূর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস'।

37. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতির দুটি কারণ উল্লেখ কর।
✍ (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে ব্রিটেনের কলকারখানাগুলির অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, আর অবশিষ্টাংশ যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে দৈনন্দিন শিল্পজাত সামগ্রির রপ্তানি ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় জাপান ও আমেরিকা ভারতীয় বাজার দখল করতে এগিয়ে এলে তা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পপতিদের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করে। (খ) ১৯২৯-৩৩ খ্রিঃর বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা ভারতে শিল্পায়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল।

38. সাইমন কমিশন কবে, কী উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়?
✍ ১৯২৭ খ্রিঃ ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে 'সাইমন কমিশন' গঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল—(ক) ১৯১৯ খ্রিঃর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা এবং (খ) ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।

39. 'নেহেরু রিপোর্ট' কী
✍ ভারতীয়রা যে নিজেদের সংবিধান নিজেরাই রচনা করতে সমর্থ—তা প্রমাণ করার জন্য ১৯২৮ খ্রিঃ মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটি যে 'খসড়া সংবিধান' রচনা করে তা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত।

40. ১৩৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইন প্রণয়নের দুটি কারণ উল্লেখ করো।
✍ ১৯১৯ খ্রিঃর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হলে একদিকে গান্ধিজির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি, অন্যদিকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তান্বিত করে তোলে। তাছাড়া সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও গোলটেবিল বৈঠকগুলির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নতুন সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইন পাস হয়।

41. ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইনের দুটি শর্ত/(বৈশিষ্ট্য) উল্লেখ করো।
✍ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের সরকার গঠন, (খ) কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভার ব্যবস্থা।

42. ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব উল্লেখ করো।
✍ (ক) এই আইন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে, (খ)

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের নীতি বাস্তবায়িত হয় এবং (গ) এই আইনের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান গড়ে ওঠে।

43. ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইনে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' বিষয় বলতে কী বোঝ?
✍ ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত'। দেশের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, রিজার্ভ ব্যাংক, মুদ্রা, শান্তি-শৃঙ্খলা, ধর্ম প্রভৃতি 'সংরক্ষিত' বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এই বিষয়ে গভর্নর জেনারেল ও তার তিনজন উপদেষ্টার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত করা হয়। অন্যদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি 'হস্তান্তরিত' বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই বিষয়গুলি গভর্নর জেনারেল তার মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে পরিচালনার দায়িত্ব পান। অবশ্য, মন্ত্রীসভার পরামর্শ গ্রহণ বা বর্জনের চূড়ান্ত ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের হাতে ছিল।

44. কবে, কোন্ আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন করা হয়?
✍ ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইনানুসারে ১৯৩৭ খ্রিঃ ব্রহ্মদেশকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

45. মুসলিম লিগ কবে ও কেন 'মুক্তি দিবস' পালন করে?
✍ মুসলিম লিগ ১৯৩৯ খ্রিঃর ২২ ডিসেম্বর 'মুক্তি দিবস' পালন করে। ১৯৩৭ খ্রিঃ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের বিপুল সাফল্য মুসলিম লিগকে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা না করেই ভারতকে 'যুদ্ধরত দেশ' বলে ঘোষণা করলে প্রতিবাদ হিসেবে সব প্রদেশের কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে। কংগ্রেসের শাসনপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করার জন্য মুসলিম লিগ 'মুক্তি দিবস' পালন করে।

46. কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা' বলতে কী বোঝ?
✍ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার রোধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ খ্রিঃ মুজাফ্ফর আহমেদ, শওকত ওসমানি, নলিনী গুপ্ত ও এস. এ. ডাঙ্গেকে গ্রেপ্তার করে ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। এই মামলা 'কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। এই মামলায় তাঁদের চার বছরের কারাদন্ড হয়।

47. বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় কেন?
✍ ১৯২৮ খ্রিঃ গুজরাটের সুরাট জেলার বরদৌলি তালুকের কৃষকরা বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বৃহত্তর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। নিম্নবর্ণের কৃষক কালিপরাজদের উপর উচ্চবর্ণের কৃষক উজালিপরাজদের অত্যাচারে কৃষকরা বিক্ষুব্ধ ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার রাজস্বের পরিমাণ ২৭ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করলে, আন্তর্জাতিক বাজারে তুলোর দাম পড়ে গেলে এবং জলসেচের সংকট দেখা দিলে কৃষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

48. বারদৌলি সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝো?
✍ ১৯২৮ খ্রিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে গুজরাটের সুরাট জেলার বরদৌলি তালুকের কৃষকরা, ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও অনাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনে নামে তা বরদৌলি সত্যাগ্রহ নামে ইতিহাসে পরিচিত পেয়েছে। আন্দোলনের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত বর্ধিত রাজস্বের হার অনেকটাই প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

49. নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী লিগ কে, কবে গঠন করেন?
✍ ১৯৩২ খ্রিঃ গান্ধিজি, নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী লিগ গঠন করেন।

50. কেরালায় কবে, 'মন্দির প্রবেশ দিবস' পালিত হয়?
✍ ১৯৩১ খ্রিঃর ১ নভেম্বর কেরালায় 'মন্দির প্রবেশ দিবস' পালিত হয়।

51. 'কাইজার-ই-হিন্দ' ও 'কায়েদ-ই-আজম' নামে কারা পরিচিত ছিলেন?
✍ মহাত্মা গান্ধি, 'কাইজার-ই-হিন্দ' ও মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ 'কায়েদ-ই-আজম' নামে পরিচিত ছিলেন।

52 'বেঙ্গল প্যাক্ট' কবে, কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
✍ ১৯২৩ খ্রিঃ স্বরাজ্য দল ও জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের মধ্যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয়।

53. বিভাজন ও শাসন নীতি' (Divide and rule) কী?
✍ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এদেশের বিভিন্ন

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

জাতি, ধর্ম ও ভাষার মধ্যে বিভেদের কৃত্রিম প্রাচীর গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়। ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্রিটিশের অনুসৃত এই ভেদনীতি 'বিভাজন ও শাসন নীতি' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, এদেশে সর্বপ্রথম জন লরেন্স পাঞ্জাবের সেনাবাহিনীতে এই 'বিভাজন ও শাসননীতি' কার্যকরী করেন।

54. 'চেম্বার অব প্রিন্সেস' কী?

✍ ১৯১৯ খ্রিঃর মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের মাধ্যমে গঠিত দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিসভা 'চেম্বার অব প্রিন্সেস' নামে পরিচিত। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১২০ জন। উদ্দেশ্য ছিল— দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দেওয়া ও উভয়ের সম্পর্ক নির্ধারন করা। ১৯২১ খ্রিঃ দিল্লির লালকেল্লায় এই চেম্বারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

55. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করে লর্ড ওয়েলেসলি কোন্ কোন্ রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন?

✍ হায়দ্রাবাদ (১৭৯৮ খ্রিঃ),সুরাট (১৭৯৯ খ্রিঃ), তাঞ্জোর (১৮০০ খ্রিঃ), অযোধ্যা (১৮০১ খ্রিঃ), কর্ণাটক (১৮০১ খ্রিঃ), মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও (১৮০২ খ্রিঃ), ভোঁসলে (১৮০৩ খ্রিঃ), ইন্দোর (১৮১৭ খ্রিঃ) প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য তথা রাজাগণ কোম্পানির সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

56. পঞ্চাশের মন্বন্তর বলতে কী বোঝো?

✍ ১৯৪৩ খ্রিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় ব্রিটিশ সরকারের সীমাহীন অর্থনৈতিক শোষণ, সেনাদের জন্য খাদ্যশস্য মজুতকরণের নীতি এবং সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে উৎপাদন হ্রাস ও কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয় ও লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে তা ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

57. ১৯২৯ খ্রিঃর 'শিল্পবিরোধ বিল' ও 'জননিরাপত্তা বিলে' কি বলা হয়েছিল?
অথবা, ভারতীয়রা এই বিল দুটির বিরোধিতা করেছিল কেন?

✍ ভারতে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের বিপুল অগ্রগতি স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৯ খ্রিঃ 'শিল্পবিরোধ বিল' ও 'জননিরাপত্তা বিল' নামে দুটি দমনমূলক আইন পাশ করে। প্রথম বিলটির দ্বারা শ্রমিক ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয় এবং ধর্মঘটকে রাজদ্রোহ বলে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় বিলটির দ্বারা শ্রমিক সংগঠকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকার পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশ সমূহ (ষষ্ঠ অধ্যায়)

*****প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ::-**

1. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

✍ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হিদেকি তোজো।

2. ক্যাবিনেট মিশন কেন ভারতে আসে?

✍ ভারতের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার জন্য ১৯৪৬ খ্রিঃ তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন ভারতে আসে।

3. ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্যের নাম লেখো।

✍ ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ খ্রিঃ ভারতে আগত তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশনের সদস্যরা ছিলেন - ভারত' সচিব স্যার পেথিক লরেন্স, বাণিজ্যসভার সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং নৌবাহিনীর প্রধান এ. ভি. আলেকজান্ডার।

4. রসিদ আলি দিবস কবে এবং কেন পালিত হয়েছিল?

✍ দিল্লির সামরিক আদালত আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলিকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে তার মুক্তির দাবিতে মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠন, ১৯৪৬-খ্রিঃর ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেদিন দুপুরে ছাত্ররা মিছিল করে ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চালায়। এর প্রতিবাদে পরদিন অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি রশিদ আলি দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

5. কার নেতৃত্বে ঝাঁসি রেজিমেন্ট গঠিত হয়?
✍ সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সিঙ্গাপুর নিবাসী প্রবাসী ভারতীয় চিকিৎসক শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন তাঁর উজ্জ্বল কর্মজীবন ছেড়ে 'ঝাঁসির রানী ব্রিগেড'-এর নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। তিনি 'ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী' নামে পরিচিত ছিলেন।

6. লিনলিথগো প্রস্তাব অথবা আগস্ট প্রস্তাব কবে ঘোষিত হয়?
✍ ১৯৪০ খ্রিঃর ৮ আগস্ট লিনলিথগো প্রস্তাব অথবা আগস্ট প্রস্তাব ঘোষিত হয়।

7. ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাবে গান্ধিজি কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন?
✍ ক্রিপস্ প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রসঙ্গ না থাকায় হতাশ গান্ধিজি একে 'ফেল পড়া ব্যাঙ্কের উপর আগামি দিনের চেক' ('a post-dated cheque on a crashing bank') বলে অভিহিত করেছেন। আর 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি এই প্রস্তাবকে 'দুর্ভাগ্যজনক প্রস্তাব' ('the ill-fated proposal') বলে অভিহিত করেন।

৪. সি. আর. ফর্মূলা কী?/'রাজাজী সূত্র' বলতে কী বোঝ?
✍ জাতীয় অখণ্ডতা বজায় রেখে লিগের পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেসে নেতা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী ১৯৪৪ খ্রিঃ যে সমাধানসূত্র পেশ করেন, তা তাঁর নামানুসারে সি. আর. ফর্মূলা বা রাজাজী সূত্র নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনায় প্রথমে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পরে গণভোটের মাধ্যমে দেশভাগের বিষয়টির নিষ্পত্তির কথা বলা হয়।

9. সুভাষচন্দ্র বসু কাকে 'পূর্ব এশিয়ার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক' বলে অভিহিত করেন?
✍ সুভাষচন্দ্র বসু রাসবিহারী বসুকে 'পূর্ব এশিয়ার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক' বলে অভিহিত করেছেন।

10. তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
✍ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত।

11. কোন্ জাহাজে নৌবিদ্রোহ শুরু হয়?
✍ বোম্বাই বন্দরে নোঙররত নৌপ্রশিক্ষণ জাহাজ 'তলোয়ার'-এ ১৯৪৬ খ্রিঃর ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল।

12. 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া' এই স্লোগানের উদ্দেশ্য কী ছিল?
✍'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া'—জাপানের এই স্লোগানের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত দুটি—
(i) এশিয়ায় মার্কিন আগ্রাসন রোধ করা; এবং, (ii) এশিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্য লিপ্সা চরিতার্থ করা।

13. ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ১৯৪০ খ্রিঃর আগস্ট ঘোষণা বলতে কী, বোঝো?
✍ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর সমর্থন তথা সাহায্য লাভের জন্য বড়োলাট লর্ড লিনলিথগো ১৯৪০ খ্রিঃর আগস্ট মাসে (৮ আগস্ট) কয়েকটি সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন :
(ক) যুদ্ধান্তে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করা,
(খ) বড়োলাটের কার্যনির্বাহী পরিষদে অধিক সংখ্যক ভারতীয় গ্রহণ,
(গ) ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে যুদ্ধ পরামর্শদাতা সংস্থা গঠন প্রভৃতি। এগুলি 'আগস্ট ঘোষণা' নামে পরিচিত।

14. কে, কবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন?
✍ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, ১৯৪২ খ্রিঃর ১ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন।

15. 'বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া যুগ্ম বিকাশ তত্ত্ব'টি কার?
✍ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নিজের আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাপান - ১৯৩০-৪০ এর দশকে এই নীতি গ্রহণ করেছিল।

16. তানাকা মেমোরিয়াল' কী?
✍ জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী প্রধানমন্ত্রী জাপানের সম্রাট হিরোহিতোর কাছে ১৯২৭ খ্রিঃ প্রেরিত এক প্রতিবেদনে জানান যে, পূর্ব এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য জাপানের উচিত যুদ্ধনীতি গ্রহণ করা। এই প্রতিবেদন 'তানাকা মেমোরিয়াল' নামে পরিচিত।

17. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা কী?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ বড়োলাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রিঃর ৩ জুন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। এটি 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবের প্রধান দিকগুলি হল :
(ক) সমগ্র ভারতকে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি ডোমিনিয়ানে বিভক্ত করা হবে;
(খ) মুসলিম প্রধান সিন্ধু, বালুচিস্তান, পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলাকে নিয়ে 'পাকিস্তান' গঠিত হবে;
(গ) দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন থাকতে পারবে অথবা যে-কোনো ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে। এবং
(ঘ) প্রত্যেক ডোমিনিয়নে গণপরিষদ বা আইনসভা নিজ নিজ সংবিধান রচনা করবে।

18. 'মেইজি পুনরুত্থান' কাকে বলে?
✍ ১৮৬৮ খ্রিঃ শোগুন যোশিনোবু (কেইকি)-র পদত্যাগের মধ্য দিয়ে জাপানে দীর্ঘ ২৬৮ বছর (১৬০০-১৮৬৮) স্থায়ী শোগুনতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং ১৪ বছর বয়স্ক মেইজি সম্রাট মুৎসোহিতো ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে শোগুনতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে মেইজি শাসকদের পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠানকে 'মেইজি পুনরুত্থান' বা 'Restoration বলে অভিহিত করা হয়েছে।

19. ১৯৩৯ খ্রিঃ কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করেছিল কেন?
✍ ভারতীয় জাতীয় নেতাদের সঙ্গে কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা না করে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়ায় কংগ্রেস ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রতিবাদে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে।

20. ক্রিপস্ মিশন কবে ও কেন ভারতে এসেছিল?
✍ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ খ্রিঃর ২৩ মার্চ ক্রিপস্ মিশন ভারতে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে কিছু সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ক্রিপস্ মিশন ভারতে আসে।

21. ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি 'ক্রিপস প্রস্তাব' প্রত্যাখ্যান করেছিল কেন?
✍ ক্রিপস্ প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ছিল না; ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভারতীয়দের কোনো অধিকার ছিল না এবং প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার দেওয়া হয় বলে জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। অন্যদিকে এই প্রস্তাবে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না বলে মুসলিম লিগ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

22. গান্ধিজি কোন্ পত্রিকায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন?
✍ গান্ধিজি 'হরিজন' পত্রিকায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন।

23. ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারী সমাজ কীরূপ ভূমিকা নিয়েছিল?
✍ নারী সমাজের সক্রিয় তথা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ইতিবৃত্ত। তারা সভা-সমিতি, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং প্রভৃতিতে অংশ নেন। অরুনা আসফ আলি, সুচেতা কৃপালিনী প্রমুখের নেতৃত্বের নারী সমাজ সংগঠিত হয়। মেদিনীপুরের ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা, পাঞ্জাবের গৃহবধু ভোগেশ্বরী দেবী, আসামের ১৩ বছরের কিশোরী কনকলতা বড়ুয়া প্রমুখ বীরাঙ্গনা ভারতছাড়ো আন্দোলনে শহিদ হন।

24. তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার কী কী উদ্যোগ নিয়েছিল?
✍ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে গড়ে ওঠা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ব্রিটিশ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। পাশাপাশি ১৯৪২ খ্রিঃ ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত মেদিনীপুরে ত্রাণসংগ্রহ ও বণ্টনের কাজে তারা জোর দিয়েছিল। সালিশি সভার আয়োজন করে গ্রাম্য বিবাদের নিষ্পত্তিতেও তারা উদ্যোগ নিয়েছিল।

25. মাতঙ্গিনী হাজরা স্মরণীয় কেন?
✍ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন মেদিনীপুরের ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা । তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের নারী বাহিনী 'ভগিনী সেনা'র অন্যতম সদস্যা এই বৃদ্ধার নেতৃত্বে তমলুক থানা ঘেরাও কর্মসূচি গৃহীত হয়। থানা ঘেরাও কালে তিনি পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়লেও জাতীয় পতাকাকে ভুলুণ্ঠিত হতে দেননি। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য একজন গ্রাম্য বিধবার এই আত্মত্যাগ তাঁকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি 'গান্ধিবুড়ি' নামে সমধিক পরিচিত।

26. সুভাষচন্দ্র বসু কোন্ অধিবেশনে প্রথমবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ ১৯৩৮ খ্রিঃ, জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন।

27. সুভাষচন্দ্র বসু কোন্ অধিবেশনে দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন? তিনি কাকে পরাজিত করেন?
✍ ১৯৩৯ খ্রিঃ, জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি গান্ধিজি-সমর্থিত প্রার্থী ড. পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করেন।

28. সুভাষচন্দ্র বসু কবে ও কেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন?
✍ জাতীয় আন্দোলনের অভিমুখ নিয়ে গান্ধিজি ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। এমতাবস্থায়, ১৯৩৯ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র গান্ধিজির আপত্তি অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি পদপ্রার্থী হন এবং গান্ধি-সমর্থিত প্রার্থীকে পরাজিত করে সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু, এর পরেই সুভাষচন্দ্র গান্ধি-গোষ্ঠীর ক্রমাগত অসহযোগিতার সম্মুখীন হন এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ১৯৩৯ খ্রিঃ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।

29. 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর মুখপত্রের নাম কী ছিল?
✍ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর মুখপত্রের নাম ছিল 'বিপ্লবী'।

30. 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' কে কবে গঠন করেন?
✍ এম. এন. রায় ১৯৪০ খ্রিঃ 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন।

31. 'বিদ্যুৎ বাহিনী' কে গঠন করেন?
✍সতীশচন্দ্র সামন্ত 'বিদ্যুৎ বাহিনী' গঠন করেন।

32. 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর নারীবাহিনীর নাম কী ছিল?
✍ 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'-এর নারীবাহিনীর নাম ছিল ভগিনী সেনা।

33. 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর কয়েকটি ব্রিগেডের নাম করো।
✍ 'গান্ধি ব্রিগেড', 'সুভাষ ব্রিগেড', 'আজাদ ব্রিগেড', 'নেহেরু ব্রিগেড', 'ঝাঁসির রানি ব্রিগেড' প্রভৃতি।

34. আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকজন সেনাধ্যক্ষের নাম করো।
✍শাহট্ওয়াজ খান, জি. এস. ধিলো, পি. কে. সায়গল প্রমুখ।

35. 'আজাদ হিন্দ সরকার' কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
✍ ১৯৪৩ খ্রিঃর ২১ সেপ্টেম্বর, সিঙ্গাপুরে।

36. 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ' কী?
✍ আজাদ হিন্দ বাহিনীর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বিজয়ের পর সুভাষচন্দ্র বসু এদের নামকরণ করেন যথাক্রমে 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ'।

37. ঝাঁসির রানির বাহিনী বিখ্যাত কেন?
✍ স্বাধীনতার মরণপণ সংগ্রামে নারী সমাজের বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তটি হল নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদি সেনার ঝাঁসির রানি ব্রিগেড। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় ১৫০০ নারীকে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে ওঠে। শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই বাহিনীর সদস্যরা 'রানি' নামে অভিহিত হতেন। ১৯৪৪ খ্রিঃ বার্মার যুদ্ধে ঝাঁসির রানি বাহিনী খুবই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

38. 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক কেন দেওয়া হয়েছিল?
✍ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৬ খ্রিঃর আগস্টে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হলে মুসলিম লিগ তথা জিন্না অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। সম্ভাব্য হিন্দু প্রাধান্য থেকে মুক্তি ও 'পাকিস্তান' দাবি আদায়ের জন্য সরকারের উপর চাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জিন্না ১৯৪৬ খ্রিঃর ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন।

39. 'কলকাতা হত্যাকাণ্ড' বা 'The Great Calcutta killing' কী?
✍ 'পাকিস্তান' দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম লিগ ১৯৪৬ খ্রিঃর ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র ডাক দিলে বাংলার লিগ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির প্রত্যক্ষ মদতে এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ১৬ আগস্ট

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

থেকে পরবর্তী চারদিন ধরে মুসলিম লিগের সমর্থকরা হিন্দুদের ওপর অকথ্য আক্রমণ চালায়। সহস্রাধিক হিন্দু নর-নারী অত্যাচারিত, ধর্ষিত,অগ্নিদগ্ধ, বিকলাঙ্গ তথা হতাহত হয়ে কলকাতার ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করে। The Statesman পত্রিকা গণহত্যার এই ঘটনাকে 'The Great Calcutta killing' শিরোনামে প্রকাশ করে।

40. ভারতের স্বাধীনতা আইনে কী বলা হয়েছিল?
✍ ভারতের স্বাধীনতা আইনে বলা হয়—
(ক) ১৯৪৭ খ্রিঃর ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে;
(খ) দুটি রাষ্ট্রের পৃথক আইনসভা থাকবে;
(গ) নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রেই ১৯৩৫ খ্রিঃর ভারত শাসন আইন বলবৎ থাকবে;
(ঘ) দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবেঅথবা ভারত ও পাকিস্তান—যে-কোনো একটি রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে প্রভৃতি।

41. ওয়াভেল পরিকল্পনা কী ছিল?
✍ ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপট হিসেবে বড়োলাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ খ্রিঃর ১৪ জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এটি ওয়াভেল পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এতে
(ক) শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান রচনা;
(খ) সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন;
(গ) বড়োলাটের কার্যনির্বাহী সভায় বড়োলাট ও প্রধান সেনাপতি বাদে সব ভারতীয় সদস্য গ্রহণ প্রভৃতির কথা বলা হয়।

42. সিমলা বৈঠক কবে ও কেন আহ্বান করা হয়?
✍ ১৯৪৫ খ্রিঃর ২৫ জুন সিমলা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপট হিসেবে বড়োলাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ খ্রিঃর ১৪ জুন যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, সেই পরিকল্পনার বিষয়গুলি নিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি এই বৈঠকের আহ্বান করেছিলেন। কংগ্রেসের তরফে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মুসলিম লিগের পক্ষে জিন্না এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

43. 'র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ' কী?
✍ পাঞ্জাব ও বাংলার কোন্ কোন্ অঞ্চল ভারত ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণের জন্য স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে একটি সীমান্ত কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৪৭-খ্রিঃর ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন। এটি 'র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ' নামে খ্যাত।

44. স্বাধীন ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত হয় ও কবে কার্যকরী হয়?
✍ 'খসড়া কমিটি'র তৈরি করা সংবিধান ১৯৪৯ খ্রিঃর ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ খ্রিঃর ২৬ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকরী হয়।

45. রাসবিহারী বসু স্মরণীয় কেন?
✍ঢাকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম সদস্য রাসবিহারী বসু একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন, যিনি ১৯১২ খ্রিঃ বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি দেশব্যাপী এক সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে গ্রেফতারি এড়ানোর জন্য তিনি 'পি. এন. ঠাকুর' ছদ্মনামে জাপানে চলে যান এবং পরবর্তীকালে জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে 'আজাদ হিন্দু 'ফৌজ' গঠন করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক' অভিধায় ভূষিত করেছেন।

46. ১৯৩৯ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ কেন?
✍১৯৩৯ খ্রিঃ কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধিজীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি পদপ্রার্থী হন এবং গান্ধি-মনোনীত প্রার্থী ড. পট্টভি:সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সভাপতি নির্বাচিত হন। এর ফলে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় এবং গান্ধিজির অসহযোগিতার কারণে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে সুভাষচন্দ্র নিজস্ব পথে স্বাধীনতা আন্দালনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

47. ভারত কবে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়?
✍১৯৫০ খ্রিঃর ২৬ জানুয়ারি ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

48. জাপান কেন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছিল?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍ প্রথমত—বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রেক্ষাপটে জাপান তার অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে উত্তর পূর্ব চিনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়ার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রতি তার লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল।
দ্বিতীয়ত—জাপানে জনবিস্ফোরণ এবং তজ্জনিত বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান ও কর্মসংস্থান জাপানকে মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণে প্রণোদিত করেছিল।
তৃতীয়ত—ভৌগোলিক বিচারে মাঞ্চুরিয়া ছিল একাধারে জাপান এবং রাশিয়ার সীমান্ত সন্নিকটস্থ অঞ্চল। তাই মাঞ্চুরিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্যে এই দুই শক্তির মধ্যে বিরোধ শুর হয়। শেষ পর্যন্ত জাপান ১৯৩১ খ্রিঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে বসে।

49. জাপান কেন পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল?
✍ জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজো ১৯৪১ খ্রিঃর অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একটি চুক্তির প্রস্তাব দিলে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমেই ইন্দো-চিন অঞ্চলে জাপানি আগ্রাসন বন্ধের দাবি জানায়। জাপান এই প্রস্তাবে সম্মত না হলে যুক্তরাষ্ট্র ১৯১১ খ্রিঃর জাপ-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিটি বাতিল করে দেয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ জাপান ১৯৪১ খ্রিঃর ৭ ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়।

50. ইন্দোনেশিয়া কোন্ কোন্ দ্বীপ নিয়ে গঠিত?
✍ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জেগে ওঠা জাভা, সুমাত্রা, বালি, বোর্নিও সহ সহস্রাধিক ছোটো ছোটো দ্বীপের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া।

51. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় গড়ে ওঠা কয়েকটি জাতীয় সরকারের নাম উল্লেখ করো।
✍ ভারত ছাড়ো আন্দোলন পর্বে গড়ে ওঠা জাতীয় সরকারগুলির মধ্যে সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বাধীন মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, ✍প্রদেশের বালিয়ায় চিতু পান্ডের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সরকার এবং মহারাষ্ট্রে নানা পাতিলের নেতৃত্বাধীন সাঁতারা জাতীয় সরকার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইতিহাসের এই পর্বে দিনাজপুরের বালুরঘাট, উড়িষ্যার তালচের, আসামের নওগাঁ, মধ্যপ্রদেশের ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

52. স্বাধীন ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত হয় ও কবে কার্যকরী হয়?
✍ 'খসড়া কমিটি'র তৈরি করা সংবিধান ১৯৪৯ খ্রিঃর ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ খ্রিঃর ২৬ জানুয়ারি তা কার্যকরী হয়।

53. ভারতীয় গণপরিষদ কবে, কী উদ্দেশ্যে গঠিত হয়?
✍মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৬ খ্রিঃ ভারতীয় গণপরিষদ গঠিত হয় এবং ওই বছরের ৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। গণপরিষদের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা।

54. জাপান কেন মাঞ্চুরিয়া আক্রমন করেছিল?
✍প্রথমত, বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রেক্ষাপটে জাপান তার অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে উত্তর পূর্ব চিনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়ার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রতি তার লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল।
দ্বিতীয়ত, জাপানে জনবিস্ফোরণ এবং তজ্জনিত বর্ধিত জনসংখ্যার বিকল্প বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের অনুসন্ধান জাপানকে মাঞ্চুরিয়া অধি- গ্রহণে প্রণোদিত করেছিল।
তৃতীয়ত, ভৌগোলিক বিচারে মাঞ্চুরিয়া ছিল একাধারে জাপান এবং রাশিয়ার সীমান্ত সন্নিকটস্থ অঞ্চল। তাই মাঞ্চুরিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্যে এই দুই শক্তির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত জাপান ১৯৩১ খ্রিঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমন করে বসে।

55. 'AAA' বলতে কী বোঝ?
✍ ১৯৪২ খ্রিঃ জাপান এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলন 'AAA'নামে খ্যাত। উল্লেখ্য, 'AAA' এর অর্থ—জাপান এশিয়ার (A) রক্ষক, এশিয়ার (A) নেতা এবং এশিয়ার (A) আলো।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

"ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগ" (সপ্তম অধ্যায়)

*****প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ::-**

1. উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট বাহিনী কী নামে পরিচিত ছিল?

✍ উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট বাহিনী 'ভিয়েতমিন' নামে পরিচিত ছিল।

2. ট্রুম্যান নীতি কী ছিল?

✍ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ গ্রিস ও তুরস্ককে সামরিক সহায়তা দানের প্রস্তাব উত্থাপন করে যে নীতির জন্ম দেন, তাই ট্রুম্যান নীতি নামে পরিচিত। এই নীতির মূল কথা হল—কোনো দেশ (সোভিয়েত রাশিয়া) যদি অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সেখানে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করে, তবে আমেরিকা আক্রান্ত দেশকে সামরিক সহযোগিতা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, এই নীতি 'ঠান্ডা লড়াই'-এর পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

3. ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন?

✍ ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন কিউবার সমাজতান্ত্রিক নেতা। পরবর্তী সময় তিনি সেদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

4. কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট বলতে কী বোঝো?

উত্তর- মার্কিন আক্রমণের আশঙ্কায় কিউবা সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করলে বেশ কিছু রুশ ক্ষেপণাস্ত্র কিউবায় প্রতিস্থাপিত হয়। এই নিয়ে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এটি 'কিউবা সংকট' নামে পরিচিত।

5. দিয়েন-বিয়েন-ফু তে কী ঘটেছিল?

✍ দিয়েন-বিয়েন-ফু ছিল টংকিং-এ অবস্থিত ফরাসি বাহিনীর একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। ভিয়েতমিন সেনাপতি জেনারেল গিয়াপের পরিকল্পিত আক্রমণে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দিয়েন-বিয়েন-ফুর পতন ঘটে। এই ঘটনার পর ফ্রান্স উত্তর ভিয়েতনাম থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

6. মার্শাল পরিকল্পনা কী?

✍ট্রুম্যান নীতির সূত্র ধরে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি. মার্শাল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৫ জুন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপে সাম্যবাদের প্রসার রোধ করার জন্য আর্থিক পুনরুজ্জীবনের যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তা 'মার্শাল প্ল্যান' নামে পরিচিত।

7. ওয়ারশ চুক্তি করে এবং কেন স্বাক্ষরিত হয়?

✍ন্যাটো-র প্রত্যুত্তর হিসেবে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্যোগে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিকে নিয়ে ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা গড়ে ওঠে। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির কোনো একটি বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবে বলে এই চুক্তিতে স্থির হয়েছিল।

8. দাঁতাত কী?

✍ 'দাঁতাত' একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ উত্তেজনা প্রশমন ও বন্ধুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতি গৃহীত হয়। ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই নীতি 'দাঁতাত' নামে পরিচিত।

9. হো-চি-মিন কে ছিলেন?

✍হো-চি-মিন ছিলেন ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের পথপ্রদর্শক ও প্রাণপুরুষ। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। তাঁর প্রকৃত নাম নগুয়েন আই কুয়োক।

10. কোন্ বছর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়? অথবা, কবে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়?

✍১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়। হো-চি-মিন এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন।

11. বার্লিন অবরোধ বলতে কী বোঝায়?

✍ বার্লিন শহরের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানির যোগাযোগ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো মাস ধরে বার্লিনে প্রবেশের সড়কপথ অবরোধ করে রাখে। এই ঘটনা 'বার্লিন অবরোধ' নামে পরিচিত।

12. বুলগানিন কে ছিলেন?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍বুলগানিন ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

13. স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
✍ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মহম্মদ হাত্তা।

14. ন্যাটো (NATO)-র পুরো কথা কী?
✍ ন্যাটো (NATO)-এর পুরো নাম হল – North Atlantic Treaty Organisation (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা)।

15. জেনেভা সম্মেলন কেন ডাকা হয়? ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জেনিভা সম্মেলনের গুরুত্ব কী?
✍ ইন্দোচিন সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জেনিভা সম্মেলন আহূত হয় এবং জেনিভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে—(ক) উত্তর ভিয়েতনামে স্বাধীন ভিয়েতমিন সরকার স্থাপিত হয় এবং এর নাম হয় Democratic Republic of Vietna (খ) ভিয়েতনামে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে এবং (গ) লাওস ও কম্বোডিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে।

16. প্রথম নির্জোট সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
✍ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নির্জোট আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেড সম্মেলনকে নির্জোট দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন রূপে গণ্য করা হয়।

17. কেন্নান-এর বেষ্টনী নীতি কী?
✍ বেষ্টনী নীতির প্রবক্তা হলেন মার্কিন কূটনীতিবিদ জে. এফ. কেয়ান। Mr. X ছদ্মনামে American Foreign Affairs নামক পত্রিকায় লেখা এক প্রবন্ধে তিনি সাম্যবাদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে তার দখলীকৃত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেন। এই নীতি 'বেষ্টনী নীতি' নামে পরিচিত।

18. ইয়াসের আরাফাত কে ছিলেন?
✍ ইয়াসের আরাফাত ছিলেন প্যালেস্টাইনের একজন বিখ্যাত আরব জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি দীর্ঘদিন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO)-এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফাতাহ্ নামক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্যালেস্টাইনের প্রথম রাষ্ট্রপতি। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৪ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন।

19. সুয়েজ সংকট সমাধানের জন্য কোন্ ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী লন্ডন সম্মেলনে (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) যোগ দেন?
✍ ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী ভি. কে. কৃয়মেনন সুয়েজ সংকট সমাধানের জন্য ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন সম্মেলনে যোগদান করেন।

20. সুয়েজ সংকটের আশু কারণ কী ছিল?
✍সুয়েজ সংকটের আশু কারণ ছিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই মিশরের শাসক গামাল আবদেল নাসের কর্তৃত্ব সুয়েজ খাল ও সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

21. মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী ছিল?
✍ মুখ্যত তিনটি উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রি খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছিল। প্রথমত, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের সোভিয়েত প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। দ্বিতীয়ত, আর্থিক সাহায্যদানের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করা এবং তৃতীয়ত, এই পরিকল্পনা গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি অনুগত রাষ্ট্রজোট গঠন করা।

22. লং মার্চ কী?
✍চিয়াং-কাই-শেকের কমিউনিস্ট নিধন থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে চিনা কমিউনিস্টরা যে সুদীর্ঘ পদযাত্রা করেছিল, তা ইতিহাসে লং মার্চ নামে খ্যাত। গন্তব্য স্থান ছিল দক্ষিণ চিনের কিয়াংসি থেকে উত্তর-পশ্চিম চিনের শেনসি প্রদেশ, যাত্রা শুরু ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর। যাত্রা শেষ ১৯৩৫ এর ২০ অক্টোবর, যাত্রা পথ প্রায় ৬০০০ মাইল, অতিবাহিত সময় ৩৭০ দিন।

23. বার্লিন এয়ারলিফট কী?
✍ জার্মানির ভবিষ্যত নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে রাশিয়া মিত্র শক্তির বার্লিনে প্রবেশের সড়কপথ দীর্ঘ ১১ মাস ধরে অবরোধ করে রাখে (১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ)। এই অবরোধ ভাঙার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মিত্রশক্তি অসাধারণ দক্ষতার

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

সঙ্গে আকাশপথে পশ্চিম জার্মানি নিয়ন্ত্রিত বার্লিনে খাদ্য, ওষুধ, তেল, কয়লা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখে। এই ঘটনা বার্লিন এয়ারলিফট নামে খ্যাত।

24. ভিয়েত কং কারা?
✍ দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েম সরকারের অপশাসনের অবসান ঘটানোর জন্য কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিয়ে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠিত হয়। এরা উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট সরকারের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য পেতে থাকে। তাই দিয়েম সরকার তাদের ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট বা 'ভিয়েত কং' নামে অভিহিত করেছিল।

25. ঠান্ডা লড়াই বলতে কী বোঝো?
✍ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পুঁজিবাদী মার্কিন জোট ও সাম্যবাদী সোভিয়েত জোটের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধ ও শান্তির মাঝামাঝি এক ধরনের অস্বস্তিকর ও সংঘাতমূলক পরিবেশকে 'ঠান্ডা লড়াই' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বার্নেট একে 'গরম শান্তি' বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

26. 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' বলতে কী বোঝো?
✍দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্শাল ১৯৪৭ সালের ৫ জুন তাঁর বিখ্যাত পরিকল্পনায় ঘোষণা করেন যে, বিশ্বের কোনো দেশের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অন্য কোনো দেশ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে আমেরিকা সেই দেশকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে। মার্শাল তার পরিকল্পনায় সোভিয়েত রাশিয়াকে আমন্ত্রন জানালেও সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মার্শাল পরিকল্পনাকে 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করেন।

27. ঠান্ডা যুদ্ধ কী আদর্শগত সংঘাত ছিল?
✍অনেক ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ ঠান্ডা যুদ্ধকে আদর্শগত সংঘাত বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে, মার্কিন পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী শাসন ও অর্থনীতির তত্ত্বগত বৈপরীত্য ও সংঘাত ঠান্ডা যুদ্ধের উৎপত্তির প্রধান কারণ।

28. নেভারে প্ল্যান কী?
✍ভিয়েতনাম যুদ্ধে করা ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল নেভারে। তিনি ভিয়েতনাম সেনাদের ধ্বংস করার জন্য দিয়েন-বিয়েন-ফু-তে একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি 'নেভারে প্ল্যান' নামে খ্যাত। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

29. জেনারেল গিয়াপ কে ছিলেন?
✍ইন্দোচিনের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভিয়েতমিন সেনাপতি জেনারেল গিয়াপের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিকল্পিত আক্রমণে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দিয়েন-বিয়েন-ফু-তে অবস্থিত দুর্ভেদ্য ফরাসি ঘাঁটির পতন ঘটে। এই ঘটনার পর ফ্রান্স উত্তর ভিয়েতনাম থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। দিয়েন-বিয়েন-ফু-র যুদ্ধে বিজয়ী সেনানায়ক হিসেবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়।

30. কোন্ কোন্ প্রদেশ নিয়ে ইন্দোচিন গঠিত? ইন্দোচিনের বর্তমান নাম কী?
✍ কোচিন-চিন, আন্নাম, লাওস, টংকিং এবং কম্বোডিয়া—এই পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে ইন্দোচিন গঠিত। ইন্দোচিনের বর্তমান নাম ভিয়েতনাম।

31. 'মাইলাই' ঘটনা'টি কী?
✍ ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ ভিয়েতনামের মাইলাই নামক স্থানে আমেরিকান সৈন্যরা একদিনে শিশু, বৃদ্ধ ও নারী নির্বিশেষে প্রায় ৪৫০ জন মানুষকে হত্যা করে। এই ঘটনাই 'মাইলাই ঘটনা' নামে খ্যাত।

32. জেনেভা সম্মেলনে কোন্ কোন্ দেশ অংশগ্রহণ করে?
✍ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জেনেভা সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল।

33. ড. সুকর্ণ কে ছিলেন?
✍ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট।

34. ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল কবে, কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
✍১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ড. সুকর্ণ-র নেতৃত্বে।

35. জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোন্‌টি?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বেলগ্রেড সম্মেলন।

36. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান তিনজন প্রবক্তার নাম লেখো।
✍ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান গামাল নাসের ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো।

37. পুরো নাম লেখো: U.S.A ও U.S.S.R
✍U.S.A. – United States of America.
U.S.S.R.—Union of Soviet Socialist Republics.

38. চার্লস্-দ্য-গল কে ছিলেন?
✍ পঞ্চম ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট।

39. জোট নিরপেক্ষ নীতি বলতে কী বোঝো?
✍স্বাধীনতালাভের পর ভারত, মার্কিন পুঁজিবাদী জোট বা সোভিয়েত সাম্যবাদী জোটের কোনোটিতেই যোগদান না করে, উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সমদূরত্ব বা বন্ধুত্ব বজায় রেখে ও নিরপেক্ষভাবে তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার কথা ঘোষণা করে। এই নীতি 'জোট নিরপেক্ষ নীতি' নামে পরিচিত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রু ছিলেন এই নীতির প্রধান প্রবক্তা ও রূপকার।

40. 'পঞ্চশীল' বলতে কী বোঝো?
✍ ১৯৫৪ সালে চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর ভারত সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহ্রু ও চিনের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিষয়ক পাঁচটি 'শীল' বা নীতি স্বাক্ষরিত হয়। যথা—আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অনাক্রমণ, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সমমর্যাদা ও পারস্পরিক সাহায্য প্রদান এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এগুলি একত্রে 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত।

41. নেহরু যুগে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল?
✍জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন, বর্ণবৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধিতা এবং দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন।

42. 'সুয়েজ সংকট' কী?
✍সুয়েজ খাল মিশরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং সেটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন। নানা কারণে মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আবদেল নাসের ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে এক তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েল ওই বছরের অক্টোবর মাসে একযোগে মিশর আক্রমণ করে। সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে এই সংকট দেখা দিয়েছিল বলে এটি 'সুয়েজ সংকট' নামে পরিচিত।

43. ফালটন বক্তৃতা বা 'লৌহ যবনিকা তত্ত্ব' কী?
✍প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ আমেরিকার মিসৌরি প্রদেশের ফালটনের ওয়েস্টমিনিস্টার কলেজে প্রদত্ত এক ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন সোভিয়েত লৌহ যবনিকার অন্তরালে আচ্ছাদিত এবং এখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে গোটা ইউরোপ একদিন সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রাসে চলে যাবে। এটি 'লৌহ যবনিকা তত্ত্ব' বা ফালটন বক্তৃতা নামে খ্যাত।

44. 'কমিনফর্ম' (COMINFORM) কী ?
✍ইউরোপে কমিউনিস্ট-বিরোধী মার্কিন প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত রাশিয়া তার অনুগামী বুলগেরিয়া,চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি প্রভৃতি সাম্যবাদী দেশগুলিকে নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর COMINFORM বা Communist Information Bureau গঠন করে। 'কমিনফর্মের' উদ্দেশ্য ছিল—(ক) কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সাধন, (খ) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো এবং (গ) পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়ার কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

45. 'কসেকন' (COMECON) বলতে কী বোঝো?
✍মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনার জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা' (Council for Mutual Economic Assistance) বা COMECON গঠন করে। যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া পূর্ব ইউরোপের বাকি কমিউনিস্ট দেশগুলি এতে যোগ দেয় এবং আর্থিক পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

46. ইয়াল্টা সম্মেলন কেন ডাকা হয়? // ইয়াল্টা সম্মেলন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

✍১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়াল্টা সম্মেলন ডাকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—(ক) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, (খ) বিজিত জার্মানির ভাগ্য নির্ধারণ এবং (গ) পোল্যান্ড সমস্যার সমাধান করা প্রভৃতি।

47. ইমরে নেগি কে ছিলেন?
✍ইমরে নেগি ছিলেন হাঙ্গেরির একজন জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট নেতা তথা সে দেশের প্রধানমন্ত্রী। সাম্যবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত হলেও তিনি সোভিয়েত আনুগত্য মানতে রাজি ছিলেন না। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত বিরোধী গণ আন্দোলন শুরু হলে সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট অভিযান করে এবং চরম নৃশংসতার পরিচয় রাখে। নেগি দেশত্যাগে বাধ্য হন এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়। তিনি 'হাঙ্গেরির গোমুলকা' নামে পরিচিত।

48. 'ব্রেজনেভ তত্ত্ব' বলতে কী বোঝো?
✍১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজনেভ চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ হস্তক্ষেপের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি যে-কোনো হুমকিকে প্রতিহত করার জন্য ভ্রাতৃপ্রতীম দেশে সামরিক অভিযান চালানোর অধিকার সোভিয়েত রাশিয়ার রয়েছে। সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য রাশিয়ার এই নীতি 'ব্রেজনেভ তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

49. আইজেনহাওয়ার তত্ত্ব কী?
✍ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার মার্কিন কংগ্রেসে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন যে, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো রাষ্ট্রের, বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ার সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো দেশ সাহায্য প্রার্থনা করলে মার্কিন সরকার সেই দেশকে সামরিক সাহায্য প্রদান করবে। এটি 'আইজেনহাওয়ার তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

50. ১৭ ডিগ্রি সমাক্ষরেখা কী?
✍১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জেনেভা সম্মেলনে যে অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুই ভিয়েতনামে বিভক্ত করা হয়, তাকে ১৭ ডিগ্রি সমাক্ষরেখা বলা হয়। এই সমাক্ষরেখার উত্তরাংশে ভিয়েতমিন এবং দক্ষিণাংশে ন-দিন-দিয়েম-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

51. কবে এবং কাদের মধ্যে কৌশলগত অস্ত্রশস্ত্রের সীমিতকরণ চুক্তি (SALT-I) স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
✍১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ও সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ-এর মধ্যে SALT-I চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর পুরো নাম— Strategic Arms Limitation Talks-I.

52. কবে এবং কাদের মধ্যে (SALT-II) স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
✍১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার ও সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ-এর মধ্যে SALT-II চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর পুরো নাম— Strategic Arms Limitation Talks-II.

53. কবে এবং কাদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা আংশিক নিরোধচুক্তি বা PTBT স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
✍১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে PTBT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর পুরো নাম — Partial Nuclear Test Ban Treaty.

54. 'পেরেস্ত্রৈকা' কী?
✍'পেরেস্ত্রৈকা' শব্দের অর্থ হল—আর্থিক ও সামাজিক সংস্কার। ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান মিখাইল গর্বাচেভ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা, উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অবসান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, তা 'পেরেস্ত্রৈকা' নামে পরিচিত।

55. 'গ্লাস্তনস্ত' কী?
✍'গ্লাস্তনস্ত' শব্দটির অর্থ মুক্ত ব্যবস্থা। ১৯২০-এর দশকে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান মিখাইল গর্বাচেভ মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যে মুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা 'গ্লাস্তনস্ত' নামে পরিচিত।

56. মার্শাল টিটো কে ছিলেন?
✍ মার্শাল টিটো ছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি প্রথমে কমিনফর্মের সদস্য থাকলেও মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করার 'অপরাধে' স্ট্যালিন কর্তৃক কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তীকালে তিনি

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতৃত্বে পরিণত হন। তিনি ৯৮টি আন্তর্জাতিক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

57. কবে এবং কেন বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

✍১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮-২৬ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী বান্দুং শহরে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে ঔপনিবেশিক শাসন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। এই সম্মেলন থেকেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

58. জিওনবাদী বা জিওনিস্ট আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

✍ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে প্যালেস্টাইনে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে আন্দোলন শুরু হয়, তা জিওনবাদী বা জিওনিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, 'জিওন' কথাটি জেরুজালেম থেকে এসেছে।

59. মধ্যপ্রাচ্য বলতে কী বোঝো?

✍ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞা না থাকলেও সাধারণভাবে উত্তরে ভূমধ্যসাগর থেকে দক্ষিণে লোহিত সাগর এবং পূর্বে নীলনদ থেকে পশ্চিমে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত। লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন, ইরাক প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের উল্লেখযোগ্য দেশ।

60. 'ব্যালফুর ঘোষণা' কী?

✍ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইহুদিদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার ব্যালফুর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর একটি বিখ্যাত ঘোষণার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য একটি জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। এটি ব্যালফুর ঘোষণা নামে পরিচিত।

61. প্যালেস্টাইন সমস্যাটি কী?

✍ মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, তা প্যালেস্টাইন সমস্যা নামে পরিচিত। ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। অন্যদিকে আরবীয়রা (ফিলিস্তিনীয়রা) এর বিরোধিতা করে সেখানে আরবদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। পরস্পর-বিরোধী এই দাবিকে কেন্দ্র করেই প্যালেস্টাইন সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছিল।

62. PLO কী?

✍PLO-র পুরো নাম হল – Palestine Liberation Organization. জর্ডনে ইজরায়েলকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসেরের উদ্যোগে এই সংগঠনটি গঠিত হয়। PLO-র চেয়ারম্যান ছিলেন ইয়াসের আরাফাত।

63. ইয়মকিপুর যুদ্ধ কী?

✍ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ ইয়মকিপুর যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর ইহুদিদের বার্ষিক ইয়মকিপুর উৎসবের দিনে আরবরা ইজরায়েলের থেকে তাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আক্রমণ শুরু করেছিল বলে এই যুদ্ধ ইয়ম-কিপুর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

64. ওপেক (OPEC) কী ?

✍ মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশকে নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সংস্থা হল ওপেক বা Organisation of Petroleum Exporting Countries. ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম নির্ধারণ, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, তেলের উৎপাদন ও জোগান অব্যাহত রাখা, সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা প্রভৃতি এই সংগঠনের মূল কাজ।

65. 'দ্বিমেরুকরণ' কী?

✍দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রজোট ও অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে বিশ্বের দুই পরস্পর বিরোধী জোটে বিভক্ত হয়ে যাওয়াকে ঐতিহাসিকরা 'দ্বিমেরুকরণ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দ্বিমেরু বিশ্বব্যবস্থার অবসান সূচিত হয়েছে এবং আমেরিকার নেতৃত্বে আবির্ভূত হয়েছে 'একমুখী বিশ্বব্যবস্থা।

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

66. 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' (UAR) কবে, কোন্ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল?
✍ 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল। মিশর ও সিরিয়া—এই দুই রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' স্থাপিত হয়। তবে এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

67. কিউবায় সাম্যবাদী বিপ্লব কবে, কার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়? কোন্ বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা তাঁকে এই বিপ্লবে সহায়তা দিয়েছিলেন?
✍কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে সাম্যবাদী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন চে-গুয়েভারা।

68. কোরিয়া যুদ্ধ কবে শুরু হয়? এই যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
✍ উত্তর কোরিয়া ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন ৩৮ ডিগ্রি অক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করলে কোরিয়া যুদ্ধের সূচনা হয়। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থার।

69. UNTOCK কী? এর চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
✍ কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিপুঞ্জ যে অস্থায়ী কমিশন গঠন করেছিল, তা হল United Nations Temporary Commission on Korea বা সংক্ষেপে UNTOCK-এর চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতীয় কূটনীতিবিদ কে. পি. এস. মেনন।

70. তৈল কূটনীতি বলতে কী বোঝো?
✍ ১৯৬০-এর দশকে মধ্য প্রাচ্যে তৈল ভাণ্ডার আবিষ্কারের পর থেকে এই তৈল ভাণ্ডারের উপর আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে আমেরিকা ও ইউরোপীয় শক্তিধর দেশগুলি যে, কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছিল, তা এককথায় 'তৈল কূটনীতি' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, এই নীতি সর্বদা 'কূটনৈতিক' স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বহুক্ষেত্রেই তা যুদ্ধনীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল।

অব-উপনিবেশীকরণ (অষ্টম অধ্যায়)

SAQ প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :-

1. বেন বেল্লা কে ছিলেন?
✍ আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের প্রধান নেতা তথা স্বাধীন আলজেরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন আহ্‌মেদ বেন বেল্লা। ১৯৬৩-৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলংকৃত করেন। তিনি আলজেরিয়ার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের অন্যতম নেতা ছিলেন।

2. দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অ-শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধানের নাম কী?
✍ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অ-শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধানের নাম নেলসন ম্যান্ডেলা। ১৯৯৪-৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলংকৃত করেন। তাঁকে 'গান্ধিজির মানসপুত্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

3. ভারত সরকারের বরাদ্দ অর্থকে যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য কীভাবে ভাগ করা হয়?
✍ ভারত সরকারের বরাদ্দ অর্থকে যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—সমন্বয় তহবিল (Consolidated Fund), আপাতকালীন তহবিল (Con- tingency Fund) এবং সরকারি তহবিল (Public Fund)।

4. পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি কে গঠন করেন?
✍ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তান পিপিলস্ পার্টি গঠন করেন।

5. স্বাধীন ভারতের প্রথম (সাধারণ) নির্বাচন কবে হয়েছিল?
✍ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় চার মাস ধরে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক নির্বাচক মণ্ডলীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম (সাধারণ) নির্বাচন।

6. বর্ণ বৈষম্য নীতি কোন্ দেশে বলবৎ হয়?
✍ মানব সভ্যতার এক অভিশাপ হল 'বর্ণবৈষম্যবাদ'। প্রধানত গাত্রবর্ণ এবং অংশত ধর্ম ও জাতির নিরিখে মানুষকে মনুষ্যেতরবর্গে বিবেচনা করা বলা হয় 'বর্ণবৈষম্যবাদ'। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় জাতিগুলি শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে আফ্রিকা ও এশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের উপর আধিপত্য কায়েম

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রিটোরিয়া শাসনের বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের উপর আধিপত্য কায়েম করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্লিটোরিয়া শাসনের বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলা জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভারতেও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

7. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা কে ছিলেন?

✍ জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ভারতের পরমাণু গবেষণার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সভাপতিত্বে ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি 'ভারতের পরমাণু কর্মসূচির জনক' নামে অভিহিত হন।

৪. তৃতীয় বিশ্ব কী?

✍ তৃতীয় বিশ্বের সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও সাধারণ ভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন পুঁজিবাদী জোট এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক জোটের বাইরে অবস্থিত এশিয়া ও ইউরোপের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বা স্বাধীনতা সংগ্রামে রত দেশগুলিকে 'তৃতীয় বিশ্ব' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথম বিশ্ব হল পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগত রাষ্ট্রজোট। আর দ্বিতীয় বিশ্ব হল সোভিয়েত অনুগত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোট।

9. সার্ক (SAARC) কী?

✍ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের উন্নতির জন্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় যে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গড়ে তোলে, তা সার্ক (SAARC) নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এই শব্দগুচ্ছের সম্পূর্ণ নাম – South Asian Association for Regional Co-operation.

10. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে অব-উপনিবেশিকরণ বলতে কী বোঝো?

✍ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এশিয়া, আফ্রিকাসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে নতুন করে উপনিবেশ গড়ে ওঠার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন জোরদার করা হয় এবং এর ফলে উপনবেশগুলি একে একে স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিকরা অব-উপনিবেশিকরণ বা বি-উপনিবেশিকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

11. স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষিতে মিশ্র অর্থনীতি বলতে কী বোঝো?

✍ মিশ্র অর্থনীতি বলতে এমন এক অর্থব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শামিল করা হয়। স্বাধীন ভারতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

12. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল কী হয়েছিল?

✍ সীমান্ত সংঘর্ষ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্জিত সাফল্য ছিল যথেষ্টই নৈরাশ্যজনক। জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, সংগঠিত শিল্প, কর্মসংস্থান, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কোনোক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি।

13. নেহরু-মহলানবিশ মডেল বলতে কী বোঝো?

✍ প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ ও রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি মডেল বা রুপরেখা তৈরি করেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংশোধনের পর এই মডেলটি গ্রহণ করেন ও প্রয়োগ করেন। এটি 'নেহরু-মহলানবিশ মডেল' নামে খ্যাত।

14. জ্যাকুইস ম্যাসু কে ছিলেন?

✍ -জ্যাকুইস ম্যাসু ছিলেন আলজিরিয়ায় নিযুক্ত ফরাসি জেনারেল। তিনি চণ্ডনীতি গ্রহণ করে আলজিরিয়ার গণ আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও ব্যর্থ হন। আলজিরিয়ায় অনুসৃত তার পাশবিক নীতি ইতিহাসের এক ঘৃণিত অধ্যায়।

15. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলতে কী বোঝো?

✍ পাক সরকার ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবর রহমানসহ ৩৫ জন আওয়ামি লিগের নেতাকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রুজু করে। বলা হয়— ভারতের সঙ্গে মিলে এই নেতারা আগরতলায় পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। এই মামলা আগরতলা 'ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত।

16. অপারেশন সার্চলাইট কী?

✍ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেল ইয়াহিয়া খান, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

টিক্কা খানকে বাঙালি নিধনের নির্দেশ দেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত।

17. অর্থনৈতিক উদারীকরণ বলতে কী বোঝো?

✍ ১৯৯০-এর দশকে উদ্‌ভুত অর্থনৈতিক সংকট দূরীভূত করে ভারতের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিমা রাও এবং অর্থমন্ত্রী (পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী) ড. মনমোহন সিং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে আমূল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন, তা 'অর্থনৈতিক উদারীকরণ' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় বিদেশি বা বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহদান, কর ব্যবস্থায় সংস্কার প্রভৃতি কর্মসূচি গৃহীত হয়।

18. স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কেন গৃহীত হয়েছিল?

✍ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে সোভিয়েত মডেলে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল—

(ক) দেশভাগজনিত অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি,

(খ) কৃষি, সেচ, পরিবহণ ও পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং

(গ) জাতীয় আয় ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

19. প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ কে ছিলেন?

✍ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ ও রাশিবিজ্ঞানী ছিলেন ড. প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তিনি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি মডেল বা রূপরেখা তৈরি করেন। তাঁকে 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

20. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য লেখো।

✍ (ক) সদস্য রাষ্ট্রগুলির আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি ঘটানো ;

(খ) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ;

(গ) পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রভৃতি।

21. ASEAN কী ?

✍ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ, যথা—ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের উন্নতির জন্য যে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গড়ে তোলে, তা ASEAN নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এই শব্দগুচ্ছের সম্পূর্ণ নাম—The Association of Southeast Asian Nations.

22. SAFTA-এর পুরো নাম লেখো।

✍ SAFTA-এর পুরো নাম হল — The South Asian Free Trade Area.

23. ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি দিন দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

✍ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হয় এবং এরপর থেকে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে পালিত হয়।

24. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বলতে কী বোঝো?

✍ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুসরণে ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সংযোজিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় সংবিধানের মূল নীতিসমূহ দার্শনিক ভিত্তি, তত্ত্ব, আদর্শ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সকল দিকই যথাযথ ফুটে উঠেছে। ড. ঠাকুরদাস ভার্গব-এর পরিভাষায় "ভারতীয় সংবিধানের আত্মাই হল এর প্রস্তাবনা।"

25. সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে কী বলে অভিহিত করা হয়েছে?

✍ মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম', 'গণতান্ত্রিক', 'সাধারণতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক'ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায়

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY

ভারতকে 'সার্বভৌম', 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'গণতান্ত্রিক', 'সাধারণতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

26. ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

✍ ৬টি। যথা—সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

27. ISRO কী?

✍ স্বাধীন ভারতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও ড. বিক্রম সারাভাই-এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অধীনে মহাকাশ গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় The Indian National Committee for Space Research. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি ISRO নামে পরিচিত পায়। এর পুরো নাম — Indian Space Research Organisation.



ॐ

Best of Luck STUDY

☎8538062998 ✉ maity.saheb26@gmail.com WBHS_HISTORY